NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২ ভোটার স্লিপ বিলি নিয়ে আরও কঠোর অবস্থান নির্বাচন কমিশনের

হুমায়ুনের মেয়ের শ্বশুরের ১০ কোটিরও বেশি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ২

কলকাতা ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ২৭ মাঘ ১৪৩২ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ২৪০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 10.02.2026, Vol.19, Issue No. 240, 8 Pages, Price 3.00

এসআইআরে বাধা বরদাস্ত নয়

ইআরওরাই যেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন

স্ক্রুটিনির সময়সীমা সাত দিন বাড়ল

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি: বাংলায় এসআইআরের সময়সীমা বাড়ল। স্ক্রুটিনির জন্য ৭ দিন সময়সীমা বাড়াল সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি এদিন আদালতের তরফে সাফ জানানো হয়েছে, ইআরও এবং এইআরও-ই নেবেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। মাইক্রো অবজার্ভারদের সিদ্ধান্ত নেওয়া কোনও অধিকার নেই। পাশাপাশি এসআইআর নথি নষ্ট-অশান্তির ঘটনায় রাজ্য পুলিশের ডিজি পীযূষ পাণ্ডেকে শোকজ করল শীর্ষ আদালত।

সোমবার দেড় ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে সুপ্রিম কোর্টে চলে পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর মামলার শুনানি। সেখানে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ সব রাজ্যকে স্পষ্ট করে দেয়, এসআইআর-এর কাজে বাধা বরদাস্ত করা হবে না। একই সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে কমিশনের কাজের মিল পাওয়া যাচ্ছে না বলেও মন্তব্যও করেছে আদালত।

এসআইআর পর্বের শুরু থেকেই কমিশনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলছে। এক পর্যায়ে তা রীতিমতো সংঘাতের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতে ছিল সেই সংক্রান্ত শুনানি। সেখানেই রাজ্য, কমিশন ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবীর বক্তব্য শুনে এসআইআর শুনানির সময়সীমা বাড়ানোর নির্দেশ দিলেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। জানানো হয়েছে, স্ক্রুটিনির জন্য অতিরিক্ত ৭ দিন সময় দেওয়া হবে। অর্থাৎ হিয়ারিং শেষ হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি। তারপর ৭ দিন অর্থাৎ ২১ তারিখ পর্যন্ত চলবে স্ক্রুটিনি। তারপর প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত তালিকা।

গত বুধবার শুনানিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'শুধুমাত্র বাংলার জন্য মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ করা হচ্ছে। বিজেপির লোকজনকে মাইক্রো অবজার্ভার করে পাঠাচ্ছে। তারা নাম ডিলিট করছে।' এরপরই কেন বাংলায় মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ করা হয়েছে, তা স্পষ্ট করেন কমিশনের আইনজীবী। তিনি বলেন, 'এসডিএম পদমর্যাদার অফিসার চেয়েও পাইনি, তাই মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ করতে হয়েছে। আমরা আইন মেনে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছি।' অভিযোগ উড়িয়ে পালটা মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের যা সংখ্যা সেই হিসেবেই এসডিএম দিয়েছি।' সোমবার শুনানিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী শ্যাম দিওয়ান জানান, রাজ্যের তরফে ৮৫০০ হাজার কর্মী দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেল ৫ টার মধ্যে তাঁদের কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে তাঁদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তারপরই তালিকা নিয়ে সমস্যার কথা তুলে ধরেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। বলেন, 'কর্মী দিয়েছেন। তাঁদের নামের তালিকা আছে? আমরা বলেছিলাম বাংলা জানেন এমন কর্মী প্রয়োজন।' এরপরই মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী জানান, জেলাভিত্তিক বিবরণ দেওয়া হয়েছিল। তবে কমিশনের আইনজীবী বলেন, সেই তথ্য তাঁদের হাতে পৌঁছোয়নি। তাতেই প্রধান বিচারপতি বলেন, 'এই বিষয়ে বিতর্ক চাই না। নামের তালিকা নিয়ে সমস্যা চলতে থাকে এবার আমাদের মুখ্যসচিবের কাছে হলফনামা চাইতে হবে।'

মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী দিওয়ান বলেন, 'নামের বানান গরমিলের ক্ষেত্রে ডিফল্ট অবস্থান হওয়া উচিত। এই ভোটারদের বাদ দেওয়া যাবে না। কমিশনকে এমন নির্দেশ দিন।' তবে প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, 'এই মুহূর্তে আমরা এমন কোনও নির্দেশ দিতে পারি না।' দিওয়ান আরও বলেন, '১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে। তারপর আর আপিল করার সুযোগ থাকবে না। একবার ফাইনাল রোল (চূড়ান্ত ভোটার তালিকা) হলে, তার পরেই নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। আমাদের একটাই উদ্বেগ, গণহারে যেন ভোটারদের বাদ না দেওয়া হয়।'

এদিনের শুনানিতে কমিশনকে ভর্ৎসনা করে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী। বলেন, 'আপনাদের সফটওয়্যার খুবই সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ বাঙালি পরিবারে মধ্যম নাম থাকে কুমার, তা নিয়ে সমস্যায় নোটিস পাঠানো হয়েছে।'

সুপ্রিম নির্দেশ

- স্ক্রুটিনির জন্য এসআইআর-এর সময়সীমা ৭ দিন বাড়াল সুপ্রিম কোর্ট।
- ২১ তারিখ পর্যন্ত চলবে স্ক্রুটিনি। তারপর প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত তালিকা।
- ইআরও ও এইআরও-ই নেবেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।
- মাইক্রো অবজার্ভারদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনও অধিকার নেই।
- এসআইআর-এর কাজে কোনও বাধা বরদাস্ত করা হবে না।

ডিজি-কে শোকজ করে হলফনামা জমার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের কিছু জায়গায় এসআইআর সংক্রান্ত আপত্তি জানানোর ফর্ম পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সেই নিয়ে এখনও এফআইআর দায়ের হয়নি কেন? প্রশ্ন তুলে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজি-কে শো কজ করল সুপ্রিম কোর্ট। এই ঘটনায় কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা জানিয়ে হলফনামা জমা দিতে বলা হয়েছে ডিজি-কে। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর সংক্রান্ত মামলার পরবর্তী শুনানির দিন সেই হলফনামা জমা দিতে হবে রাজ্য পুলিশের ডিজি পীযূষ পাণ্ডেকে।

'রাজনীতি নয়, মমতার সওয়াল সংবিধানে আস্থা'

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি: মমতার সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করা নিয়ে আবেদন করেছিল অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা। তারা দাবি করেছিল, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর এসআইআর নিয়ে কোর্টে এই সওয়াল 'সাংবিধানিক ভাবে অনুচিত'। সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার নিজেদের পর্যবেক্ষণের কথা জানাল সুপ্রিম কোর্ট।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টে যে সওয়াল করেছেন, তাতে তাঁর সংবিধানের প্রতি আস্থাই প্রকাশ করে। বিচারপতি সূর্য কান্তের পর্যবেক্ষণ, 'এতে অস্বাভাবিক কী আছে? এটাই তো সংবিধানের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের প্রকাশ। এই বিষয়টিকে রাজনীতিকরণ করবেন না।'

গত বুধবার এসআইআর সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চে। ওই দিন শুনানির সময়ে এজলাসে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতাও। আইনজীবীদের সঙ্গে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে তিনি নিজেও বক্তব্য জানান। এসআইআর নিয়ে রাজ্যের একাধিক সমস্যার কথা তিনি তুলে ধরেন প্রধান বিচারপতি কান্তের এজলাসে। তিনি জানান, শুধু পশ্চিমবঙ্গকেই নিশানা করা হয়েছে। হঠাৎ কেন তিন মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ করার চেষ্টা হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন রাজ্যে যে অনেকের মৃত্যু হয়েছে, তা-ও তুলে ধরেন মমতা। গত বুধবারের শুনানির পরে তিনটি নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

সোমবার আবার মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে। তার আগে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সহসভাপতি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন। তাতে জানান, এসআইআর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা করেছেন, তাতে হস্তক্ষেপ করা হোক। আবেদনে দাবি করা হয়ে, 'পিটিশনের বিষয় ব্যক্তিগত নয়। তার সঙ্গে জড়িত রয়েছে একটি রাজ্যের সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের এসআইআর পরিচালনা করা সাংবিধানিক অধিকার।' আবেদনে আরও জানানো হয়, 'এই পরিস্থিতিতে একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ব্যক্তিগত ভাবে সওয়াল করার দাবি তুলতে পারেন না। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর উপস্থিতিও সাংবিধানিক ভাবে অনুচিত।' সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি কান্ত জানান, আদালতে মুখ্যমন্ত্রীর সওয়াল করা সংবিধানের উপরে তাঁর আস্থাই প্রকাশ করে।

কাউন্সিলরের সাত দিনের পুলিশ হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ব্যারাকপুর মণিরামপুরে রবিবার অশীতিপর তুলসী অধিকারীকে খুন করার অভিযোগে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর তথা ব্যারাকপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সোমবার ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতকে সাতদিন পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত, এদিন কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় এবং আইনজীবীদের ঘেরাটোপে খুনে অভিযুক্ত শাসকদলের কাউন্সিলরকে আদালতের ভিতরে প্রবেশ করানো হয়। প্রসঙ্গত, এদিন ধৃত কাউন্সিলরের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আদালতের অদূরে গান্ধি মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজেপি। এদিকে, এই ঘটনা জানামাত্রই পদক্ষেপ করেছে দল। রবিবার সন্ধ্যায় মৃতের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন ব্যারাকপুরের সাংসদ তথা দমদম ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি পার্থ ভৌমিক। ব্যারাকপুর কমিশনারেটের ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দ্রবদন ঝাঁ জানিয়েছেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু হয়েছে। অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।' ঘটনার সূত্রপাত বৃদ্ধের বাড়ির ঠিক পাশে অবৈধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে। প্রতিবাদ করে সম্প্রতি উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভায় চিঠি দেন মণিরামপুরের বাসিন্দা তুলসী অধিকারী। স্থানীয় ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এনিয়ে কোনও পদক্ষেপ করেননি বলেই অভিযোগ।

স্পিকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের অনাস্থা

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি: এবার লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে চলেছে বিরোধীরা! গত কয়েক দিনের লোকসভা অধিবেশনে শাসক-বিরোধী দ্বন্দ্ব তুঙ্গে। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপর শারীরিক হামলার আশঙ্কায় অধিবেশন মুলতুবি করেন স্পিকার ওম বিড়লা। বিষয়টিকে ভালো ভাবে নেয়নি কংগ্রেস-সহ দেশের বিরোধী দলগুলি। সূত্রের খবর, শাসকের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে এবার ওমের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাজেট অধিবেশনেই তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার প্রস্তুতি নিচ্ছে বিরোধীরা। এর জন্য ২০ দিনের নোটিস প্রয়োজন হয়।

বিরোধীদের অভিযোগ, একাধিক বিষয়ে আলোচনার দাবি জানালেও ক্ষমতাসীন সরকার আলোচনার অনুমতি দিতে রাজি নয়। এমনকী বিরোধী দলের নেতাদের কথা বলতেই দেওয়া হচ্ছে না। ইচ্ছে মতো বারবার অধিবেশন মুলতুবি করে দিচ্ছেন লোকসভার অধ্যক্ষ। উল্লেখ্য, সোমবারও বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে বলতে দেওয়ার দাবি তোলে কংগ্রেস। সেই অনুমতি মেলেনি। হট্টগোলে দফায় দফায় মুলতুবি হয় সংসদের অধিবেশন।

বুধবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণের উপরে ধন্যবাদজ্ঞাপন ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। যদিও সংসদমুখো হননি প্রধানমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার জানা যায় বিস্ফোরক তথ্য, কংগ্রেস নাকি মোদীকে শারীরিক ভাবে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেছিল, এমনটা আন্দাজ করেই লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার পরামর্শে ধন্যবাদজ্ঞাপন এড়িয়ে যান প্রধানমন্ত্রী। যদিও কংগ্রেস হামলার পরিকল্পনা নিয়ে ওম বিড়লার দাবিকে ভিত্তিহীন বলে। তাদের বক্তব্য, মহিলা সাংসদরা প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করবেন, এই ভাবনা হাস্যকর।

কংগ্রেসের অভিযোগ, লোকসভায় রাহুল গান্ধি বলতে না দেওয়ার প্রেক্ষিতেই এই পদক্ষেপ। লোকসভায় প্রাক্তন সেনাকর্তার একটি অপ্রকাশিত বই থেকে উদ্ধৃত করে বক্তব্য রাখতে চেয়েছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা, কিন্তু তাঁকে বক্তব্য রাখতে দেওয়া হয়নি। কংগ্রেসের বক্তব্য, বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বহু সময়ই বিভিন্ন বই এনে সংসদে নেহরু-গান্ধি পরিবারকে আক্রমণ করেছেন। তখন তাঁকে বাধা দেওয়া হয়নি। তাহলে রাহুল গান্ধিকে কেন বলতে দেওয়া হল না?

স্পিকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কাজ করছেন এই অভিযোগেই কংগ্রেস লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার সিদ্ধান্ত নেয়। এদিনের বৈঠকে কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তে সমর্থন জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি-সহ ইন্ডিয়া জোটের বাকি সদস্যরাও।

পিএম কেয়ার্স-সহ তিন ফান্ডে প্রশ্ন নয়

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি: পিএম কেয়ার্স-সহ তিন তহবিল নিয়ে সংসদে কোনও প্রশ্ন করা যাবে না। লোকসভার সচিবালয়কে চিঠি দিয়ে এ কথা স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী দপ্তর (পিএমও)। সংবাদমাধ্যম 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ৩০ জানুয়ারি লোকসভার সচিবালয়কে এই মর্মে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তাতে লোকসভার কার্যবিধির অনুচ্ছেদ ৪১(২) (৮) আর ৪১(২) (১৭) বিধি অনুযায়ী, এমন কোনও বিষয় নিয়ে তোলা যাবে না, যার জন্য সরকার সরাসরি দায়বদ্ধ নয়। সেগুলি অন্য কোনও সংস্থা বা ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন।

২০২০ সালের ২৭ মার্চ, অতিমারি কালে পিএম কেয়ার্স গঠন করা হয়েছিল। সরকারি ওয়েবসাইট অনুযায়ী, জরুরি বা সংকটকালীন পরিস্থিতি, যেমন মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করাই এই তহবিলের উদ্দেশ্য। তহবিলটি

এবং ৪১(২) (১৭)-এর কথা উল্লেখ করেছে পিএমও। পিএম কেয়ার্স ছাড়া বাকি দু'টি তহবিল হল, প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল (পিএমএনআরএফ) এবং জাতীয় সামরিক তহবিল (এনডিএফ)। প্রসঙ্গত, এই তিন তহবিলই প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের অধীনে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দপ্তরের যুক্তি, এই তিন তহবিলই সম্পূর্ণ ভাবে জনসাধারণের অনুদানে তৈরি। দেশের কোষাগার থেকে কোনও অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি এই তহবিলের জন্য। তাই এই তহবিল নিয়ে আলোচনা সংসদের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। প্রসঙ্গত, লোকসভার কার্যবিধির অনুচ্ছেদ ৪১(২) (৮) অনুযায়ী, এমন কিছু বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না, যা কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্কিত নয়। একটি পাবলিক চ্যারিটেবল ট্রাস্ট হিসাবে নথিভুক্ত। ১৯০৮ সালের রেজিস্ট্রেশন আইনের আওতায় এই তহবিলের ট্রাস্ট ডিড নিবন্ধিত দিল্লিতে। ২০২৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এই তহবিলে জমা পড়েছিল ৬,২৮৩.৭ কোটি টাকা।

অন্যদিকে, 'প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল' গঠিত হয় ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে। দেশভাগের সময় পাকিস্তান থেকে আসা বাস্তুচ্যুতদের সাহায্যের জন্য। আর জাতীয় সামরিক তহবিল তৈরি হয় সেনা ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যদের পরিবারের সাহায্যার্থে। এই তহবিল পরিচালনা করে একটি এগজিকিউটিভ কমিটি। তার চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী নিজে। প্রতিরক্ষা, অর্থ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও এই কমিটির সদস্য।

কুকি-নাগা সংঘর্ষে আবার তপ্ত মণিপুর

ইম্ফল, ৯ ফেব্রুয়ারি: রাষ্ট্রপতির শাসন উঠেছে। সরকার গঠিত হয়েছে। তবে অশান্তি পিছু ছাড়ছে না মণিপুরের। দুই জনজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ ঘিরে রবিবার থেকে ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মণিপুরের উখরুল জেলা। বিভিন্ন বাড়িতে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠেছে। সোমবার সকালেও পরিস্থিতি থমথমে ছিল ওই এলাকায়।

রবিবার সন্ধ্যা থেকে নাগা এবং কুকি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। জানা যাচ্ছে, নাগা জনগোষ্ঠীর এক যুবকের উপর হামলার অভিযোগ ওঠে রবিবার। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, কুকি জনগোষ্ঠীর সশস্ত্র বিদ্রোহীরাই এই হামলা চালিয়েছে। ওই উত্তেজনা ক্রমে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের আকার নেয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে রবিবারই উখরুল জেলার লিটন গ্রামে নিরাপত্তাবাহিনী মোতায়েন করা হয়। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটান নিরাপত্তাবাহিনীর জওয়ানেরা। পিটিআই জানাচ্ছে, ওই উত্তেজনার মাঝে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চলার শব্দ পাওয়া গিয়েছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছোয় যে সন্ধ্যায় রাস্তাঘাটে পথচারীদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। উখরুলের জেলাপ্রশাসন নির্দেশিকা জারি করে জানায়, অশান্তি কবলিত অঞ্চলে কেউ নিজ নিজ এলাকার বাইরে বেরোতে পারবেন না। রবিবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়। পরবর্তী নির্দেশিকা জারি না হওয়া পর্যন্ত এই কড়াকড়ি কার্যকর থাকবে বলেও জানায় জেলাপ্রশাসন।

তবে এরই মধ্যে রবিবার মধ্যরাতে ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। নাগা জনগোষ্ঠীর বেশ কয়েকটি পরিবারের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে কুকি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে। অন্য দিকে কুকি জনগোষ্ঠীরও কয়েকটি পরিবারের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ ওঠে। সোমবার সকালেও এলাকা দৃশ্যত থমথমে। জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক পিটিআই-কে জানান, এলাকায় এখনও উত্তেজনা রয়েছে। কত কী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আপাতত ক্ষয়ক্ষতির হিসাব কষা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

দিল্লি যাচ্ছেন মনোজ

■ **পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোট আয়োজনের লক্ষ্যে প্রস্তুতি বৈঠক করতে দিল্লি যাচ্ছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজ কুমার আগরওয়াল। সিইও দপ্তর সূত্রে খবর, ভোট-প্রস্তুতি নিয়ে ওই রুটিন বৈঠক হবে। বৈঠকে যোগ দিতে মঙ্গলবার দিল্লি যাবেন তিনি। রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা ভোট এক দফায় করার পক্ষপাতী রাজ্যের মনোজের দপ্তর। রাজ্যের সিইও-র দপ্তরের একটি সূত্র খবর, কত দফায় ভোট হবে তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে নির্বাচন কমিশন। তবে সিইও দপ্তরের কাছে জানতে চাইলে, তারা এক দফায় ভোট করানোর প্রস্তাব দেবে। এই পরিস্থিতিতে দিল্লির বৈঠকে মনোজ কী প্রস্তাব দেন তা নিয়ে জল্পনা রয়েছে।**

শো-কজ, হুলুস্থুলু

■ **উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথের সরকারের বুলডোজার নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে চরম পদক্ষেপ করলেন এক যুবক। পেট্রল ঢেলে নিজের দোকান তো জ্বালালেনই, নিজের গায়েও পেট্রল ঢেলে সেই আগুন ঝাঁপ দিলেন তিনি। বারাণসীর ডালমন্ডি এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। সেখানে রাস্তা চওড়া করার জন্য ২১টি নির্মাণ চিহ্নিত করেছিল প্রশাসন। সোমবার সেই নির্মাণগুলি ভেঙে ফেলার প্রস্তুতি শুরু হতেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। প্রশাসনের কাছে তাঁদের আর্জি ছিল, দোকান খালি করার জন্য অন্তত ১০ দিন সময় দেওয়া হোক। কিন্তু প্রশাসন তাতে রাজি হয়নি। তাতেই ক্ষোভ উগরে দিয়ে নিজের দোকান জ্বালিয়ে দেন এক ব্যবসায়ী।**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৩/০২/২০২৬ তারিখে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ০২ নং এফিডেভিট বলে আমি Gayanti Prasad W/o. Ambika Prasad সাং পুরাতন পোতা, গজঘন্টা, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Rabi Prasad) জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 206, dated 10/07/1996) আমার সঠিক নাম Gayanti Prasad-এর পরিবর্তে Gyanti Devi লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Gayanti Prasad ও Gyanti Devi W/o. Ambika Prasad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ১৮১০ নং এফিডেভিট বলে আমি Md Wasim Ali S/o. Md Rahamat Ali ও Md Mashim Ali S/o. Md R. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০২/২০২৬, S.D.E.M, সদর, হুগলী, কোর্টে ০৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Partha Kumar Ghosh S/o. Abani Bhusan Ghosh ও Partha Kr Ghosh S/o. A B Ghosh, Abanibhushan Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০২/২০২৬, S.D.E.M, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ১৯১১ নং এফিডেভিট বলে আমি Kshirod Mohan Pal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Netai Chandra Pal ও N. C. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৩/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ১৯১২ নং এফিডেভিট বলে আমি Somnath Acharya S/o. Sudhir Kumar Acharya ও Tirtha Acharya S/o. S. Acharya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০১/২০২৬ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর হুগলী কোর্টে ১৬৭৬ নং এফিডেভিড বলে আমি Sekh Selim Mondal S/o. Ohidul Haque Mondal, R/o. Aymapara Niala, Pandua, Hooghly-712149 ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার সঠিক জন্ম তারিখ ১৩/০১/১৯৮১, যাহা আমার সকল ডকুমেন্টে লিপিবদ্ধ আছে।

নাম-পদবী

গত ০২/০২/২০২৬ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শিয়ালদহ, কোর্টে ৪১৫৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Surajit Das S/o. Mahadev Das ও Surjeet Das S/o. M. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Jamal Saikh, পূর্বে Sanjay Sarkar, পিতা-Shishir Sakar বর্তমান ঠিকানা গ্রাম- ভাবতা হাজীপাড়া, ভাবতা, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ। গত ২৬-০৯-২০২৫ বহরমপুর নোটারী পাবলিক এফিডেভিট বলে সর্বত্র Sanjai Sarkar এর পরিবর্তে Jamal Saikh নামে পরিচিত হলাম।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১০ ই ফেব্রুয়ারি, ২৭ শে মাঘ। মঙ্গলবার। অষ্টমী তিথি । জন্মে বৃশ্চিক রাশি, বিশাখা নক্ষত্র, অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা, মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : J / k নামের মানুষের থেকে উপকৃত হবেন। দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ঞ্চ নামের মানুষের থেকে যে ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : S/ N নামের মানুষের থেকে উপকৃত হবেন । জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : পরিবারের স্বজনদের চক্ষু শূল । সময় নেওয়া ভালো ।অতীব সুখ থাকছে। কথা বলতে আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : অর্থ সম্পর্কীয় শুভ ।বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : ঈশ্বর আপনার পাশে। পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(আজ আন্তর্জাতিক ক্ষত্রীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের মহামিলন উৎসব। শুভ কর্ম নেই)

নাম-পদবী

গত ১৯/০১/২০২৬ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর হুগলী কোর্টে ১৬৭৫ নং এফিডেভিড বলে আমি Hapija Begam W/o. Sk Selim Mondal, R/o. Aymapara Niala, Pandua, Hooghly-712149 ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ভোটার কার্ডে (Epic No. RUV1940899) আমার সঠিক জন্ম তারিখ ২৬/০১/১৯৯২-এর পরিবর্তে ২৩/০৫/১৯৯০ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার সঠিক জন্ম তারিখ ২৬/০১/১৯৯২ যাহা আমার অন্যান্য সকল ডকুমেন্টে লিপিবদ্ধ আছে।

নাম-পদবী

গত ০৯/০২/২০২৬ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৩৯৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Nantu Malik S/o. Sadhan Malik সাং উত্তর মালিকাপুর, হাজিপুর, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০২, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক, কানানদী ব্রাঞ্চের ব্যাঙ্ক একাউন্টে আমার সঠিক নাম Nantu Malik-এর পরিবর্তে Laltu Das ও আমার রেশন কার্ডে (Being No. 630652, Folio No. 51/2032) সঠিক নাম Nantu Malik-এর পরিবর্তে Nantu Das লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Nantu Malik, Nantu Das ও Laltu Das S/o. Sadhan Malik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৪৪২ নং এফিডেভিট বলে আমি Khabir Ali (old name) S/o. Noor Alam Sekh, R/o. Panchpara, Pandua, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Khabir Ali নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sekh Khabir Ali (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sekh Khabir Ali & Khabir Ali S/o. Noor Alam Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি, Asha Singh D/o. Narayan Singh গত ইংরাজীর ০৬/০৬/২০১৬ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া ১৩/১২/২০১৭ তারিখে বিবাহের পর ও নাম পরিবর্তন করিয়া Asha Singh D/o. Narayan Singh হইতে Rojina Bibi W/o. Sk Deluar Hossain নামে পরিচিত হইয়াছি এবং গত ০৯/০২/২০২৬ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সদর হুগলী কোর্টে ৫৪৫৬ নং এফিডেভিড বলে আমি Rojina Bibi W/o. Sk Deluar Hossain, সাকিম শিরা, গোস্বামী মালিপাড়া, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পূর্বের ভোটার কার্ডে (EPIC No. THQ0937219) আমার ও আমার পিতার নাম Asha Sing D/o. Lakhindar Sing ও ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে (১৮৯ পাভুয়া বিধানসভা, অংশ নাম্বার ২০০, ক্রমিক নাম্বার ৫২৬) আমার পিতার নাম Narayan Singh S/o. Jotiram Singh লিপিবদ্ধ আছে। আমি Rojina Bibi W/o. Sk Deluar Hossain, Rojina Bibi D/o. Naran Sing, Asha Sing D/o. Lakhindar Sing & Asha Singh D/o. Narayan Singh একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি PAPIA MITRA স্বামী- NARESH MITRA ঠিকানা- গ্রাম-ভগবানপুর, পোস্ট-মোল্লাহাট, থানা- শ্যামপুর, জেলা-হাওড়া মহামান্য হাওড়া ফার্স্ট ক্লাস আদালতের এফিডেভিট নং (A/504 dated- 22/01/2026) মারফত জানাচ্ছি যে, আমার প্রকৃত নাম PAPIA MITRA স্বামী- Naresh Mitra. এই তথ্য আমার আধার কার্ড Vide no নং 674806077895 এবং PAN কার্ড vide no নং GPYPM3862k এবং ভোটার কার্ড Vide no. YWJ 2523785 সহ বিভিন্ন তথ্যে আছে। কিন্তু 2002 সালের ভোটার তালিকা (পার্ট নং- 145, সিরিয়াল নং-471) তে PAPIA MULA স্বামী KRIPA SINDHU MULA রয়েছে। তাই PAPIA MITRA স্বামী NARESH MITRA পিতা RAM RATAN SINGH এবং PAPIA MULA এবং PAPIA SINGH এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। **বিঃদ্রঃ**-ভুল তথ্য দিলে আমি u/s 229 BNS তে দায়বদ্ধ থাকবো।

AFFIDAVIT

I, SAMIR SEKHAR GUPTA resident of Flat No. 2A, Block 2C, Shyam Residency, 71/1, New Chord Road, P.O. - Authpur, P.S. - Jagaddal, North 24 Parganas, WB, do hereby declare vide before the Notary Public at Barrackpore dated 05.02.2026 that VAIBHAV GUPTA is my Son and this is his actual and correct name and it is recorded in his Aadhar, Voter ID Card and other relevant documents but in his passport, the spelling of his name has been written as BAIBHAV GUPTA. VAIBHAV GUPTA and BAIBHAV GUPTA i.e. my son is the same and one identical person.

I. Shefali Pradhan, D/O- Kanai Pradhan at Daherdhar, PO- Mahula, PS- Beldanga, Dist-Murshidabad do hereby declare that I have changed my religion from Hindu to Islam vide affidavit 117, before in the Notary public at Murshidabad. That Hajera Bibi (New Name) & Shefali Pradhan (Old Name) is same and one identical person.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

আমমোক্তারনামা

আমি, শ্রী মল্লিক চন্দ্র সরকার, পিতা- মৃত মহাদেব সরকার, সাং- নেউলিয়া, পো:- পূর্ব বিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পক্ষে বিগত ইং ১৪/০৮/২০২৪ তারিখে I- 3770 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী অমিত বিশ্বাস, পিতা মৃত ক্ষিতীশ বিশ্বাস, সাং- নেউনিয়া, পো:- পূর্ব বিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, মহাশয়, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ০৪/১০/২০২৪ তারিখে I- 4689 /24 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা শ্রী তুষার মল্লিক, পিতা- মৃত অশোক মল্লিক, সাং- নেউলিয়া, পো:- পূর্ব বিষ্ণুপুর খানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, মহাশয়, মৌজা- ১৬১ নং নেউলিয়া, খতিয়ান নং - R.S. ৩০৭ ও ২৫২, L.R. ২৭৮, দাগ নং - R.S. & L.R. ২৬৬, মোট ০১.২৪ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন,কার্য হইবে, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রী মল্লিক চন্দ্র সরকার, পিতা- মৃত মহাদেব সরকার, সাং- নেউলিয়া, পো- পূর্ব বিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২২৩, পক্ষে বিগত ইং ১৪/০৮/২০২৪ তারিখে চাকদহ সাব রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I- 3770 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রী অমিত বিশ্বাস, পিতা- মৃত ক্ষিতিশ বিশ্বাস, সাং- নেউলিয়া, পো:- পূর্ব বিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২২৩, মহাশয়, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ০৫/০৩/২০২৫ তারিখে I- 1151/2025 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা শ্রী শ্রীবাস বিশ্বাস, পিতা- মৃত নির্মল বিশ্বাস, সাং- বিষ্ণুপুর, পো:- পূর্ব বিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২২৩, মহাশয়, মৌজা- ১৬১ নং নেউলিয়া,খতিয়ান নং - R.S. ৩০৭ ও ২৫২, L.R. ২৭৮, দাগ নং - R.S.&L.R. ২৬৪, ২৬৬, মোট ৪.০৪২৫ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ B.L. & L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১) সুজন শর্ম্মা, পিতা সুশান্ত শর্ম্মা, ২) স্বপ্না শর্ম্মা, স্বামী- সুজন শর্ম্মা, বিগত ইং ২০০৯ সালে ১৮৩৪ নং দলিল মূলে ৩.৩০ শতক জমি খরিদ করেন। উক্ত দলিলে সুনীত ঘোষ দীং এর পক্ষে বিগত ইং ২০০৬ সালে ১) পার্শ্বনাথ পাল, পিতা- মহাদেব পাল, ২) মৃন্ময় ধনী, পিতা- মিহির ধনী, উক্ত আমমোক্তারনামা শান্তিপুর A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-৫৩ নং আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয় করেন, যাহার মৌজা- ২০ নং সুত্রাগড়, খতিয়ান নং R.S- ২৯২৫, খতিয়ান নং L.R- ৩৪৫৭, ২০১৬, ৫৮৪৩, ৪৭৩৭, ১৪১৭, ৪৪৫৪, ৬৬১০ এবং ১৭৪৪, পরিমাণ- ৩.৩০ শতক, দাগ নং- ৯৭। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে শান্তিপুর B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

-বিজ্ঞপ্তি-

পাওয়ার দাতা: (১) চন্ডীচরণ লো, পিতা- স্বর্গীয় চন্ডীচরণ, সাং-লাপুড়, রামসাগর, বাঁকুড়া (২) শ্রী মিঠুন লো, পিতা -শ্রী কিয়ানন্দ লো, সাং-পাটপুর, রামসাগর, বাঁকুড়া (৩) শ্রী মনসারাম দে, পিতা-স্বর্গীয় প্রহ্লাদ দে, সাং-লাপুড়, রামসাগর, বাঁকুড়া। পাওয়ার গ্রহীতা- (১) শ্রী দিলীপ কুমার দে ওর্ফে দিলীপ দে, পিতা-শ্রী সুবল দে ওর্ফে সুওল দে, সাং-লাপুড়, রামসাগর, বাঁকুড়া। (২) শ্রী প্রশান্ত পাল পিতা- শ্রী বিশ্বনাথ পাল, সাং-বারসরগা, রামসাগর, ওন্দা, বাঁকুড়া। কোবালা গ্রহীতা-শ্রীমতী চন্দনা পাল, স্বামী-শ্রী প্রশান্ত পাল, সাং-বারসরগা, রামসাগর, ওন্দা, বাঁকুড়া। পাওয়ার নং-010801083/2015 Date-27.07.2015 পরিমান- ৩.৮৭৫ শতক। তপশীল:- মৌজা- মিনকাটি, জে.এল- ২৫৪, দাগ নং-১২৩, খতিয়ান নং- ৪১৯, ৪১৮, ১০ পরিমান- ৩১.৮৭৫ শতক, দলিল নং-I-010803866/2025, Onda, A.D.S.R.

-বিজ্ঞপ্তি-

পাওয়ার দাতা: (১) শ্রী সন্দীপ মুখার্জী, (২) শ্রী সঞ্জয় মুখার্জী উভয়ের পিতা- স্বর্গীয় দুর্গাদাস মুখার্জী, সাং-ওন্দা, পোস্ট-ওন্দা, জেলা বাঁকুড়া। পাওয়ার গ্রহীতা- (১) শ্রী টিরু গরাই, (২) শ্রী মনোরঞ্জন গরাই ওর্ফে মনরঞ্জন গরাই, উভয়ের পিতা-স্বর্গীয় রাখহরি গরাই, সাং ও পোস্ট-ওন্দা, জেলা- বাঁকুড়া। কোবালা গ্রহীতা:-শ্রী শান্তনু ঘোষ, পিতা- শ্রী তপন ঘোষ, সাং ও পোস্ট-জামজুড়ি, ওন্দা, বাঁকুড়া। পাওয়ার নং-Book-I-3338/2022 তারিখ -20.07.2022, Onda, A.D.S.R. পরিমান-৭ শতক। তপশীল:- মৌজা-রঘুনাথপুর, জে.এল- ১৮২, দাগ নং ২৬৮, খতিয়ান নং- ৫৪, ১১৭, ২ পরিমান- ৪.০৮ শতক, দলিল নং-I-2591/2022 Dated- 15.07.2025

-বিজ্ঞপ্তি-

পাওয়ার দাতা:- (১) শ্রী দীপক কুমার সরকার ওর্ফে দীপক সরকার, পিতা স্বর্গীয় কুচিল সরকার (২) শ্রীমত্যা গীতা সরকার, স্বামী- স্বর্গীয় কুচিল সরকার, উভয়ের সাং-গোগড়া, ওন্দা, বাঁকুড়া, (৩) শ্রীমতী প্রতিমা পাল, স্বামী -শ্রী কান্দন পাল, সাং-পাঁচদল্লা, পোস্ট-ওন্দা, জেলা-বাঁকুড়া (৪) শ্রীমত্যা পূর্ণিমা সিংহ, স্বামী-স্বর্গীয় বাসুদেব সিংহ, সাং-তারকেশ্বর, হুগলী (৫) শ্রী বিকু বিশ্বাস ওর্ফে বিকাশ বিশ্বাস, পিতা-শ্রী বিশ্বনাথ বিশ্বাস (৬) শ্রী বিশ্বনাথ বিশ্বাস পিতা-স্বর্গীয় রসময় বিশ্বাস, সাং-মেদিনীপুর, ওন্দা, বাঁকুড়া (৭) শ্রীমতী সুচিত্রা দত্ত স্বামী শ্রী স্বপন দত্ত (৮) শ্রী বিপদতারন সরকার, পিতা-স্বর্গীয় কানাই সরকার (৯) শ্রীমত্যা তাবলা সরকার, স্বামী- কানাইরাম সরকার, সাং-গোগড়া, ওন্দা, বাঁকুড়া। পাওয়ার গ্রহীতা- (১) শ্রী ষষ্ঠি সরকার পিতা- স্বর্গীয় কানাই সরকার, সাং- গোগড়া, ওন্দা, বাঁকুড়া। কোবালা গ্রহীতা- শ্রী অনির্বান কুন্ডু, পিতা- শ্রী রঞ্জিত কুন্ডু, সাং ও পোস্ট-জগদল্লা, বাঁকুড়া। পাওয়ার নং- 010803802/2021 তারিখ- 17.11.2021, পরিমান-১৩.৫ শতক। তপশীল:- মৌজা-গোগড়া, জে.এল- ১৮৪, দাগ নং- ১১৪১, ১১৫৭, ১১৬২, খতিয়ান নং- ১৯০, ১৩৬, ৯০ পরিমান- ১৩.৫ শতক।

উক্ত বিষয়ে দাতাগণের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার এর পর ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L & L.R.O অফিস এর নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

SANDIP DAS, Advocate, District Judge's Court, Bankura

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সুমিত্রা প্রামানিক ওরফে সুমিতা সাহা, স্বামী- চন্দন সাহা, বিগত ইং ২০১০ সালে ৮৫৪ নং দলিল মূলে ০৩.৩০ শতক জমি খরিদ করেন। উক্ত দলিলে সুনীত ঘোষ দীং এর পক্ষে বিগত ইং ২০০৬ সালে ১) পার্শ্বনাথ পাল, পিতা- মহাদেব পাল, ২) মৃন্ময় ধনী, পিতা- মিহির ধনী, উক্ত আমমোক্তারনামা শান্তিপুর A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-৫৩ নং আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয় করেন, যাহার মৌজা- ২০ নং সুত্রাগড়, খতিয়ান নং R.S- ২৯২৫, খতিয়ান নং L.R- ৩৪৫৭, ২০১৬, ৫৮৪৩, ৪৭৩৭, ১৪১৭, ৪৪৫৪, ৬৬১০ এবং ১৭৪৪, পরিমাণ- ০৩.৩০ শতক, দাগ নং L.R- ৮৮। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে শান্তিপুর B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল পরান দাস, পিতা- প্রভাত দাস, বিগত ইং ২০২৩ সালে ৫২২৩ নং দলিল মূলে প্রতিমা দাসের নিকট হইতে ৪.১৩ শতক জমি ক্রয় করেছেন। প্রতিমা দাস, স্বামী- রাধেশ্যাম দাস, বিগত ইং ২০১১ সালে ৫২৭০ নং দলিল মূলে ০৪.১২৫ শতক জমি খরিদ করেন বিগত ২০০৬ সালে। উক্ত দলিলে সুনীত ঘোষ দীং এর পক্ষে বিগত ইং ২০০৬ সালে ১) পার্শ্বনাথ পাল, পিতা- মহাদেব পাল, ২) মৃন্ময় ধনী, পিতা- মিহির ধনী, উক্ত আমমোক্তারনামা শান্তিপুর A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-৫৩ নং আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয় করেন, যাহার মৌজা- ২০ নং সুত্রাগড়, খতিয়ান নং R.S- ২৯২৫, খতিয়ান নং L.R- ৩৪৫৭, ২০১৬, ৫৮৪৩, ৪৭৩৭, ১৪১৭, ৪৪৫৪, ৬৬১০ এবং ১৭৪৪, পরিমাণ- ০৪.১২৫ শতক। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে শান্তিপুর B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীমতি লাবনী রায়, স্বামী- শ্রী তপন রায়, সাং- বেলগড়িয়া, পো: ফুলিয়া বয়ড়া, থানা- শান্তিপুর, নদীয়া। দ্বাতা- শ্রী মন্টু ঘোষ, পিতা- ললিত মোহন ঘোষ, পক্ষে গত ইং- ১৯/০৬/২০১৫ তারিখে শান্তিপুর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১০৬ নং আমমোক্তারনামা বলে ক্ষমতা প্রাপ্ত শ্রী দীনবন্ধু সরকার, পিতা মৃত সুদীপ সরকার। বিগত ইং ১৩/০৬/২০১৪ তারিখে শান্তিপুর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২৬৫৪ নং কোবলা দলিল মূলে ১) অশোক কুমার দে, পিতা- মৃত অমরেশ চন্দ্র দে, ২) মহাবীর সাউ, পিতা- রঘু সাউ নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া পরবর্তীকালে ২ নং বিক্রেতার পক্ষে ইং ৩০/০৯/২০১৩ তাং শান্তিপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসের রেজিস্টিকৃত ৪ নং বহির ২২০ নং আমমোক্তারনামা বলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তারনামা শ্রী বিশ্বজিৎ সাধু, পিতা- মৃত দুলাল সাধু সাং+পো: হাবিবপুর, থানা- রানাঘাট নদিয়া। তপশীল: জেলা- নদীয়া এ.ডি.এস.আর.ও. থানা শান্তিপুর মৌজা- ৫৭ নং বেলগড়িয়া, এল.আর.খতিয়ান ৯০৫ এল.আর. দাগ ৩২৬/৪২৮ পরিমাণ 6 শতক।

উক্ত ব্যক্তি মিউটিশন করিবার নিমিত্তে কাহারো কোন আপত্তি থাকলে শান্তিপুর বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল শিখা দাস পিতা মনোমোহন দাস সাং ৩৮ নং জমিদারি, পো: ও থানা বহরমপুর, ১৪৬৮৫/২৩ দলিল বরাবর আমমোক্তার আনন্দ কুমার মন্ডল, পিতা মৃত পিরু মন্ডল, সাং হালালপুর, পো:- খিদিরপুর, থানা বেলডাঙ্গা মুর্শিদাবাদ ৮৯৮৪/২২ আমমোক্তার মূলে .০৩৩ একর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া নিঃশর্ত হন। উক্ত ব্যক্তির পক্ষে-বিপক্ষে কোন আপত্তি থাকিলে সদর বি এল্ এন্ড এল্ আর ও অফিসে যোগাযোগ করুন। মৌজা হরিদাস মাটি ৮৭, খ: নং ২৫৮০, দাগ নং ৩০৯, ৩০১০, পরিমাণ .০৩৩ একর।

।। আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমি, আব্দুল সাত্তার মিঞা, পিতা – আব্দুল গফুর মিঞা, সাং – হুমাইপুর, পোঃ – আন্দালপুর, থানা – মধ্যমগ্রাম, জেলা – উত্তর ২৪ পরগনা, কোল – ৭০০১৫৫. এর বাসিন্দা, বিগত ইং ০৮ ই ডিসেম্বর ২০২৫ সালে A.D.S.R. বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০৫৬১১ নং সাফ কোবালা দলিল, ২৮ শে আগষ্ট ২০২৫ সালে A.D.S.R. বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০৪৩১৮ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে ০১ কাঠা ৮ ছটাক জমি নিযুক্ত আমমোক্তার ১। নিজারুল ইসলাম, পিতা – মরহুম আলতাপ হোসেন, ২। আব্দুল কালাম, পিতা – মরহুম মোঃ এক্রামুল হোসেন, এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে যাহার মৌজা হুমাইপুর, জে.এল.নং ৫২, R.S. দাগ ১০০৬ তথা L.R. দাগ ২১১১, বর্তমান L.R. খতিয়ান ২৪৫। উক্ত খতিয়ান হইতে আমার নাম পত্তন করিবার জন্য মধ্যমগ্রাম B.L. & L.R.O. (Barasat-II, B.L. & L.R.O.) অফিসে আবেদন করিব। উপরিউক্ত দলিল মূলে নাম পত্তনে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে খবর ছাপিবার আগামী ৩০ দিনের মধ্যে মধ্যমগ্রাম B.L. & L.R.O. (Barasat-II, B.L. & L.R.O.) অফিসে অভিযোগ জানাতে পারেন।

আব্দুল সাত্তার মিঞা,হুমাইপুর

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি সদানন্দ সরকার, পিতা- শ্রী অনাদি সরকার, সাং- বেলগড়িয়া, পো: ফুলিয়া বয়ড়া, থানা- শান্তিপুর, নদীয়া, দ্বাতা ১) অপনা ঘোষ, ২) অঞ্জনা ঘোষ, ৩) আলপনা ঘোষ, ৪) লতা ঘোষ, ৪) অমৃত ঘোষ, ৫) অমর ঘোষ সকলের পিতা মৃত লক্ষীকান্ত ঘোষ, সাং- বেলগড়িয়া, পো: ফুলিয়া বয়ড়া, থানা- শান্তিপুর, নদীয়া। গত ইং- ৩১/০৩/১৬ তারিখে শান্তিপুর রেজিস্টিকৃত ৫০ নং আমমোক্তার নামা বলে ক্ষমতা প্রাপ্ত শ্রীমতি লাবনী রায়, স্বামী- তপন রায়, সাং- বেলগড়িয়া, পো: ফুলিয়া বয়ড়া, থানা- শান্তিপুর নদীয়া। তপশীল:- জেলা নদীয়া, এ.ডি. এস. আর.ও. থানা- শান্তিপুর, মৌজা- ৫৭ বেলগড়িয়া, এল.আর. খতিয়ান- ৬৫২, এল.আর. দাগ- ২০২/ ৪০৭, পরিমাণ ৫ শ: ।

উক্ত ব্যক্তি মিউটিশন করিবার নিমিত্তে কাহারো কোন আপত্তি থাকলে শান্তিপুর বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১) সন্টু বিশ্বাস ২) প্রভাত বিশ্বাস ৩) রমেন বিশ্বাস সর্ব পিতা- সুবল বিশ্বাস, ৪) সুবল বিশ্বাস, পিতা- মৃত লক্ষীকান্ত বিশ্বাস, বিগত ইং ২০০৮ সালে ৪৮৯৬ নং দলিল মূলে ০৯.৯০ শতক জমি খরিদ করেন। উক্ত দলিলে সুনীত ঘোষ দীং এর পক্ষে বিগত ইং ২০০৬ সালে ১) পার্শ্বনাথ পাল, পিতা- মহাদেব পাল, ২) মৃন্ময় ধনী, পিতা- মিহির ধনী, উক্ত আমমোক্তারনামা শান্তিপুর A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-৫৩ নং আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয় করেন, যাহার মৌজা- ২০ নং সুত্রাগড়, খতিয়ান নং R.S- ২৯২৫, খতিয়ান নং L.R- ৩৪৫৭, ২০১৬, ৫৮৪৩, ৪৭৩৭, ১৪১৭, ৪৪৫৪, ৬৬১০ এবং ১৭৪৪, পরিমাণ- ০৯.৯০ শতক, দাগ নং L.R- ৮৮। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে শান্তিপুর B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

It is hereby notified to the general public that (1) Madhavi Bagh, daughter of Late Sanatan Bagh, Resident-Village Natagarh Post - Digra (2) Smt. Manju Roy, wife of Late Paresh Roy, resident-Village - Bahira, Post - Digra, P.S - Balagarh, District - Hooghly. Mauza Natagari J.L. No- 34, 3.50 satak viti category Bagan land under 286 L.R. khatian in former & L.R/ R.S Dag No. 365/990. Smt Reena Trivedi, wife of Sri Bharat Kumar Trivedi, residing at Krishna polly Malda Town, Post-Malda, P.S- English Bazar, Dist- Malda, (Pin-732101). 1 Hooghly (Chinsura) D.S.R Office 060100004/ 2016 No. "General Power of attorney" (deed) is originally signed by hereinafter referred to as the principal send greetings/conveyed sold transferred and himself Sri Pulak Kundu, son of Swapan Kundu, from -I-No. 060105173/ 2024 Kobala/being has purchased the original deed. If anyone has any kind of objection regarding the said property, please inform Balagarh BL&LRO office within next 20 days with appropriate information proof. Otherwise, my client will deduct the purchased property in his own name.

Shamik Narayan Chattopadhay (Advocate) District Judge's Court Chinsurah, Hooghly

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী তপন কুমার ঘোষ**, পিতা ৺কার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষ, সাকিম ফার্ম সাইড রোড, ২য় লেন, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, মহাশয় বিগত ইং ০৯/০৭/২০২১ তারিখে এ.ডি.এস. আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01616/2021 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমাকে (**শ্রী মনজিৎ মাঝি**, পিতা ৺সুফল মাঝি, সাকিম কানাগড়, নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি বিগত ইং ২৭/০৬/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-07014/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী দীনেশ কুমার**, পিতা শ্রী মদন শর্মা, সাকিম খলসাধিবাড়ী, নয়াডা, বিহার- ৮০৫১০৪ মহাশয়কে ০১ কাঠা ০১ ছটাক ০৭ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা অমরপুর, ৭৪ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১০৬৭ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১২৩ নং দাগে কলাবাগান জমি ষোল আনায় ১২ শতক তন্মধ্যে ০১ কাঠা ০১ ছটাক ০৭ বর্গফুট সম্পত্তি অত্র বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী দীনেশ কুমার**, পিতা শ্রী মদন শর্মা, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল অ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-শ্রী মনজিৎ মাঝি (আমমোক্তার)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণদের জানানো হইতেছে যে মূল দলিল যাহা এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর-হুগলী অফিসে ২০১০ সালে রেজিষ্ট্রিকৃত, যাহার দলিল নাম্বার ০০২৭৩/২০১০, বুক নং- ০১, ভল্যুম নং-০১, পাতা ৪৪৯৭-৪৫১২, (যেখানে তারুলতা সরকার, এবং অন্যান্য বিক্রেতাগন ও সত্যজিত চক্রবর্তী ক্রেতা, জমির পরিমান ১ কাঠা ০৮ ছটাক, সহিত ১৭৩৩ বর্গফুটের ৪০ বছর পুরাতন দ্বিতল গৃহাদি), দলিলের জেলা হুগলী, সাবরেজিষ্ট্রী অফিস ও থানা-শ্রীরামপুর, শ্রীরামপুর পৌরসভার অন্তর্গত, বিভাগ নং-০৬, হোল্ডিং নং-১০১/এ, জি.টি. রোডের অধীন, মৌজা- শ্রীরামপুর সামিল, জে. এল. নং-১৩, সি. এস. দাগ নং- ৬৫৩৬/ ১৫০১৭, আর. এস. দাগ নাম্বার-৬৫৩৬ এবং এল. আর. দাগ নং-৬৮৫৫, যাহার সি. এস. এবং আর. এস. খতিয়ান নং- ২৪০, যাহার এল. আর. খতিয়ান নং-১৮২৮১/২, যাহা আমার মক্কেল প্রসেনজিত সেন, পিতা-অলক কুমার সেন, হারাইয়া ফেলেছেন এবং সেটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একটি জি. ডি. ই. ১৮.০১.২০২৬ তারিখে শ্রীরামপুর থানায় রুজু করা হইয়াছে, যাহার নং-১২৫৩ এবং একটি হলফনামা (এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট চুঁচুড়া কোর্ট হুগলী, যাহার নং-৫৩, তারিখ ১৬.০১.২০২৬) জমা করেছেন। যদি কোনও ব্যক্তির বা সংস্থার উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে স্বত্বের অধিকার থাকে বা উক্ত দলিলে কোনও দাবি থাকে সেক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি থেকে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে নিচে উল্লেখিত ব্যক্তির সঙ্গে তথ্য প্রমান সহিত যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় মনে করা হবে সম্পত্তিতে কোনো দায় নেই এবং তৎপর কোনো দাবি স্বীকৃত হবে না।

শুভ্রজিৎ দত্ত
এ্যাডভোকেট
চুঁচুড়া কোর্ট
মোবাইল-৭০০৩৪৩১৭৬১

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম :- ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত চন্দননগর, হুগলী

রেফা:- অ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ৩১ / ২০২৫ (সাকসেশন)

শ্রী হরিদাস ব্যানার্জী, পিতা- স্বর্গীয় সরোজ কুমার ব্যানার্জী, ঠিকানা- ১৪৪, জি.টি. রোড, বাবুর বাজার ভদ্রেশ্বর, পোঃ- তেলিনিপাড়া, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১২৫, ... **দরখাস্তকারী**

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, ১৪৪, জি.টি. রোড, বাবুর বাজার ভদ্রেশ্বর, পোঃ- তেলিনিপাড়া, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১২৫- এর বাসিন্দা **পিয়াস ব্যানার্জী**, বিগত ইং- ৩১/১২/২০২৪ তারিখে পরলোক গমন করেন এবং পরবর্তীকালে বিগত ইং- ২২/৭/২০২৫ তারিখে তাহার পিতা- **শ্রী হরিদাস ব্যানার্জী** উপরোক্ত আদালতে স্বর্গীয় **পিয়াস ব্যানার্জী**-এর নাম বরাবর নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির সাকসেশন মঞ্জুর করিবার নিমিত্তে উপরোক্ত নং মোকদ্দমা দায়ের করেন। উক্ত বিষয়ে অপর কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের কোনোরূপ আপত্তি বা বক্তব্য থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপনি/আপনারা স্বয়ং আপনি বা আপনাদের নিযুক্ত উকিলবাবু মারফৎ অত্র আদালতে হাজির হইয়া তাহার কারণ দর্শাইবেন অন্যথায় একতরফা শুনানি হইবে।

তপশীল

Public Provident Fund being **account no- 39972437854** under CIF No- 87113991746 in the State Bank of India, Mankundu J.C. Khan Road branch, in the name of **Piyash Banerjee** amount-**Rs. 9,07,835.00/- (Rupees nine lakhs seven thousand eight hundred thirty five only)** as on 31/3/2025 along with interest accrued thereon.

অর্ঘ্য ঘোষ (এ্যাডভোকেট)

অনুমত্যনুসারে
Monojit Chakraborty (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত চন্দননগর

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমাদের অন্যতম এক মক্কেল, আলোলিকা দে -সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্পেস পরিমাপ ২৩৫ বর্গফুট (কার্পেট এরিয়া) ২৬১ বর্গফুট (ঢাকা এরিয়া) একতলায় এবং দোতলায় পরিমাপ ৭৯২ বর্গফুট (কার্পেট এরিয়া) ৮৮০ বর্গফুট (ঢাকা এরিয়া) এবং উক্ত অংশ দোতলায় ভবনের নির্মিত জমির পরিমাপ আনুমানিক ২ কাঠা ৩ ছটা ১৯ বর্গফুট অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৭সি, নরেন্দ্র পাল রোড, কলকাতা- ৭০০০৩৬, ওয়ার্ড নং ১ ,কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন স্থিত মূল দলিল স্থানান্তরিত/হারিয়ে গিয়েছে (পার্টিশন দলিল) রেজিস্ট্রিকৃত আরএ ক্যালকাটা, দলিল নং ৮৫৩৪ -১৯৮৭ সালের। উক্ত দলিলের স্থানান্তর/হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে কাশীপুর থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ৫৩৯ তারিখ ০৭.০২.২০২৬ দায়ের করা হয়েছে।

কোনও ব্যক্তি বা পক্ষ বা ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/বা স্বার্থ উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে থাকলে ৭ দিনের মধ্যে দাবি দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে অন্যথায় ব্যর্থ হলে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

সুপ্রিয় বসু এলএলপি
টেম্পল চেম্বার
রুম নং ৪৮, একতলা
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১
ফোন : ০৩৩-৪৬০১ ৪৮৪৯/৪৬০১/৪৮৫৪
ইমেল : supriyobasu.llp@gmail.com
partho.adhikary@sbalaw.in

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

PUBLIC NOTICE

This is to notify that my client Ranisateh Niwas Co-operative Housing Society Ltd. being the owner of **Plot No. 181 in Block No. DB being premises no. 06-265 in Street No. 265, Action Area – I, Category – LIGI**, situated in the New Town, Police Station – K.L.C., District : South 24 – Parganas, presently in the Panchayat area falling within Mouza – Kochepukur, J.L. No. 02 under Bamanghata G.P. which was registered in the office of the **D.S.R. – III, South 24 Parganasgal and recorded in Book No. I, Volume No. 30, Pages: 2041 to 2056, Being No. 160307862 for the year 2009** and in this respect it is unfortunate that my client inadvertently lost the Original Lease Deed of the society during travelling near Novotel Bus Stop on 20-01-2026 and this incident has been reported in the New Town Police Station and a G.D.E. has been registered vide No. 1876/26 dt.30-01-2026. If anyone has any information please contact the undersigned within 15 days,

Sd/-
Sumanta Tripathi
B.A. LLB. Advocate
High Court, Calcutta
Enroll No. WB/1066/2011
Mobile : 9830707665

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহণকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৫২৩৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৯৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্নার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৮৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঞ্জন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৯৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩৭৩৬৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনস্ক অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটিপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৭৬/ ৭০৭৪৪৯৬৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯০২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং- ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৯৮৯১৩০৩৪৪৬

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, মোঃ ৯৯৩৩৩০৫৩৩

মুর্শিদাবাদ

পি অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৬৬৩৫/ ৮৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৮৮৮১৯, ৯১৩৩০৩০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩০০০২৭৩১/ ৯৩৩৩১২৩৭৯১।

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য, বেলেডাঙ্গা, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৫৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় বীবর, শম্বরী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকড়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালী সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮০৬৬৭১৯০০

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওড়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওড়া-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া,
গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩১০৬৯৪, ৯৩৩৪২৫৭৬৭।
রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জী, আসানসোল, এন.পি.আর. সরণি, এইচ বি রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১, মোঃ ৮০০১৫৮২৭৫০।

ভোটার স্লিপ বিলি নিয়ে আরও কঠোর অবস্থান নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ত্রুটি ও পক্ষপাতের অভিযোগ আটকাতে নির্বাচন কমিশন ভোটার স্লিপ বিলি নিয়ে আরও কঠোর অবস্থান নিচ্ছে। এবারের নির্বাচনে কমিশনের নিজস্ব লোগোযুক্ত নির্দিষ্ট ফরম্যাটের ভোটার স্লিপ বিলি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সেই স্লিপে সংশ্লিষ্ট ভোটারের নাম, ভোটার পরিচয়পত্র নম্বর, পার্ট নম্বর এবং বুথ নম্বরের মতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকবে।

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এ ধরনের নির্দেশিকা আগেও জারি করা হয়েছিল। কিন্তু ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তা কার্যকরভাবে মানা হয়নি। সে সময় বহু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের কর্মীরাই নিজেদের দলীয় চিহ্নযুক্ত স্লিপ বিলি করেছিলেন। ফলে নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এ বার কমিশন স্লিপ বিতরণ প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে উদ্যোগী হয়েছে। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, ভোটার স্লিপ বিলির দায়িত্ব থাকবে বুথ লেভেল অফিসারদের উপরই। তাঁদের মাধ্যমেই কমিশনের নির্ধারিত স্লিপ ভোটারদের হাতে পৌঁছে দিতে হবে। এতে ভোটারদের কাছে নির্ভুল তথ্য পৌঁছবে এবং বিভ্রান্তির সম্ভাবনাও কমবে বলে মনে করছে কমিশন।

এছাড়া কোনও ভোটার যদি এই স্লিপ না পান বা এ বিষয়ে অজ্ঞাত থাকেন, তা হলে সরাসরি কমিশনের হেল্পলাইন নম্বর ১৯৫০-তে অভিযোগ জানাতে পারেন। অভিযোগ পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সংশ্লিষ্ট বুথ লেভেল অফিসারের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলেও কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে।

হুমায়ুনের মেয়ের শ্বশুরের ১০ কোটিরও বেশি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানার পুলিশ হুমায়ুন কবীরের মেয়ের শ্বশুর শরিফুল ইসলামের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের প্রক্রিয়া শুরু করল। অভিযোগ, শরিফুল ইসলাম মাদক পাচারের সঙ্গে যুক্ত। এরপরই সোমবার থেকে প্রায় ১০ কোটি টাকারও বেশি সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের কাজ শুরু হয়। আর এই ঘটনায় তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

সাসপেন্ডেড বিধায়ক ও জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর অভিযোগ করেছেন, নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের পর ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর পরিবারকে অপদস্থ করার জন্যই এই মামলা সাজানো হয়েছে। পাশাপাশি তিনি হুমকির সুরে জানিয়েছেন, এই ঘটনায় তিনি আদালতের দ্বারস্থ হবেন।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, গত বছর শরিফুল ইসলামের আত্মীয় জিয়াউর রহমানকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে, যার কাছ থেকে প্রায় ৫০০ গ্রাম মাদক উদ্ধার হয়। তদন্তে উঠে আসে শরিফুল ইসলামের নাম। পুলিশের দাবি, বেআইনি মাদক ব্যবসা থেকে তিনি কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। এরপরই ১ জানুয়ারি পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের আবেদন করে। নির্দেশ আসার পর সোমবার থেকে শরিফুল ইসলামের নামে থাকা জমি, বাড়ি, অফিস এবং একটি ব্যাংককে ভাড়া দেওয়া সম্পত্তি 'ফ্রিজ' করার কাজ শুরু হয়। মোট ১৭টি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হতে পারে বলে জানা গেছে।

অন্যদিকে হুমায়ুন কবীরের দাবি, শরিফুল ইসলামের বৈধ ব্যবসা রয়েছে, ইটভাটা, অনুষ্ঠান বাড়ি, জমি কেনাবেচা; যেখান থেকে কোটি টাকার আয় হয় এবং তিনি আয়করও দেন। তবুও পুলিশ সম্মানহানি করেছে, যার বিরুদ্ধে তিনি আদালতে লড়াই করবেন।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২৭ মাঘ ১৪৩২ মঙ্গলবার

বেআইনি মদের বিরুদ্ধে অভিযানে বাজেয়াপ্ত গাড়ি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আবগারি দপ্তরের আয় বাড়াতে বেআইনি মদের বিরুদ্ধে অভিযানে বাজেয়াপ্ত হওয়া গাড়ি নিলামে তুলে বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু করেছে। রাজ্যের সংশোধিত আবগারি আইন, কার্যকর হওয়ার পর নতুন ব্যবস্থায় দু'মাসেই রাজ্যের কোষাগারে এই বাবদ ১৩ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকার বেশি এসেছে বলে আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। সংশোধিত আইনটি কার্যকর হয় ২০২৪ সালের জুলাই মাসে। নতুন আইনে বেআইনি মদের বিরুদ্ধে অভিযানে বাজেয়াপ্ত গাড়ি নিলামে তুলতে আর আদালতের চূড়ান্ত নির্দেশের অপেক্ষা করতে হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকের মাধ্যমে সেই গাড়ি সংশ্লিষ্ট আবগারি বিভাগের প্রধানের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, সেখান থেকেই নিলামের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে।

দপ্তরের হিসেব অনুযায়ী, সংশোধনের আগে বাজেয়াপ্ত হওয়া ৩৩১টি গাড়ি নিলাম করে প্রায় ১০ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা আয় হয়েছে। আর সংশোধনের পরে বাজেয়াপ্ত হওয়া ১৪টি গাড়ি নিলামে তুলে এসেছে ২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকার বেশি। সব মিলিয়ে গত দু'মাসে আয় দাঁড়িয়েছে ১৩ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকারও বেশি। পরিসংখ্যান বলছে, আইন সংশোধনের আগে বেআইনি মদের মামলায় মোট ১,৫৫৩টি গাড়ি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। সংশোধনের পরে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৪৯। দীর্ঘদিন ধরে আদালতের নিষ্পত্তির অপেক্ষায় অনেক গাড়ি থানার চত্বরে পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। অনেক দামি গাড়িও খোলা আকাশের নীচে পড়ে থাকার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে দপ্তরের আধিকারিকেরা জানিয়েছেন। দপ্তরের এক কর্তা জানান, ভেজাল মদের কারবারে গাড়িই সাধারণত সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ। সেই গাড়ি নিলামে তুলে ভালো দাম পাওয়া গেলে রাজ্যের আয় বাড়বে, পাশাপাশি বেআইনি কাজে গাড়ি ভাড়া দেওয়ার প্রবণতাও কমবে। আবগারি দপ্তর সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, নিলাম থেকে প্রাপ্ত অর্থ জমা রাখার জন্য অর্থ দপ্তরের অনুমোদনে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে বিশেষ একাউন্ট খোলা হয়েছে। মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষ প্রমাণিত হলে ওই অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। আর দোষী সাব্যস্ত হলে সেই অর্থ রাজ্যের কোষাগারে জমা পড়বে। বর্তমানে রাজ্যে উত্তরবঙ্গে দুটি এবং দক্ষিণবঙ্গে ছ'টি; মোট আটটি আবগারি বিভাগ রয়েছে, সেখান থেকেই এই নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালিত হচ্ছে।

দক্ষিণ ও মধ্য কলকাতার একাধিক জায়গায় হানা আয়কর দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার সকালেই কলকাতার একাধিক জায়গায় আয়কর হানা। মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতায় অভিযান আয়কর দপ্তরের। একাধিক জায়গায় চলল তল্লাশি। সূত্রের খবর, কলকাতা-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার মোট ৮ জায়গায় আয়কর দপ্তরের তল্লাশি অভিযান চলে। সূত্রে খবর, সুধীর সাতনালিওয়ালা নামে এক ব্যবসায়ীর ১০ নম্বর রাজা সন্তোষ রোডের বাড়ি এবং ৩৫ নম্বর চেতলা সেন্ট্রাল রোডের অফিসে তল্লাশি চালানো হয়। আয়কর ফাঁকি, হিসাব বহির্ভূত সম্পদ সংক্রান্ত অভিযোগের ভিত্তিতে এই অভিযান বলে আয়কর দপ্তর সূত্রে খবর। প্রসঙ্গত, সুধীর সাতনালিওয়ালা একটি জৈব সারের কোম্পানির মালিক। ৩৫ চেতলা সেন্ট্রাল রোডে অফিসে তল্লাশি চালানোর পর ১০ নম্বর সন্তোষ রোডের বাড়িতে এখনও তল্লাশি চালান ইনকাম ট্যাক্সের আধিকারিকরা। মূলত আয়কর ফাঁকি দেওয়ার একটি পুরনো মামলায় তল্লাশি চলছে বলেই জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আয়কর হানা প্রসঙ্গ শিরোনামে আসে বেঙ্গালুরুর এক ব্যবসায়ীর আত্মহত্যার ঘটনা। গত ৩০ জানুয়ারি শুক্রবার সন্ধ্যায় আয়কর দপ্তরের রেইড চালায় বেঙ্গালুরুর খ্যাতনামা রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী সিজে রায়ের বাড়ি ও অফিসে। অভিযোগ, রেইড চলাকালীনই নিজেকে গুলি করে আত্মঘাতী হন ওই ব্যবসায়ী। কিন্তু কেন এমন একটা চরম সিদ্ধান্ত নিলেন ওই ব্যবসায়ী তা এখনও স্পষ্ট নয় তদন্তকারীদের কাছে। তবে স্থানীয় পুলিশের মতে, ইদানীং ব্যবসায় তাঁর আর্থিক লেনদেনের

উপর করা নজর রেখেছিল আয়কর দপ্তর। সেই নিয়ে প্রবল মানসিক চাপেও ছিলেন রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী সিজে রায়। আইটি রেইডের চলাকালীনই ঘটে যায় এই ভয়াবহ ঘটনা। জানা যায়, রেইড শুরু হয়েছিল সকাল থেকেই। সারাদিন রেইড চলে। বিকেলের দিকে অফিসে পৌঁছনোর পর পরই ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে নেন আইটি আধিকারিকরা। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলে জিজ্ঞাসাবাদ।

গ্যাস পাইপলাইনে থমকে বাংলা, তীব্র প্রশ্ন শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জাতীয় শক্তি পরিকাঠামোর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে পিছিয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে, এমনই অভিযোগ তুললেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। জগদীশপুর, হলদিয়া,বোকারো, ধামরা গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্প নিয়ে রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে তিনি তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন। শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, দেশ যখন শক্তি নিরাপত্তা ও পরিষ্কার জ্বালানির দিকে এগোচ্ছে, তখন পশ্চিমবঙ্গ যেন নিজের পায়ে নিজেই ব্রেক কষছে। সংসদে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রণালয়ের উত্তরের কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, দেশের প্রায় সব রাজ্যে পাইপলাইন নেটওয়ার্ক চালু হলেও পশ্চিমবঙ্গেই কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

তাঁর অভিযোগ, ২০১৯ সালে প্রকল্পের কাজ বরাদ্দ হলেও রাজ্য সরকারের অনুমোদন জটিলতায় ২০২১ সালের আগে কাজ শুরুই হতে পারেনি। এখনও কলকাতা, ধামরা, হলদিয়ার অংশে কাজ ঝুলে আছে। ওড়িশা তাদের দায়িত্ব শেষ করলেও পশ্চিমবঙ্গ নানা প্রশাসনিক অজুহাতে গতি আটকে রেখেছে বলে দাবি। হুগলি, হাওড়া, পূর্ব বর্ধমান ও পূর্ব মেদিনীপুরে জমি সংক্রান্ত অনুমতি, দপ্তরগত ছাড়পত্র ও আইনশৃঙ্খলা সহযোগিতার অভাব প্রকল্পকে পিছিয়ে দিয়েছে বলেও অভিযোগ। শমীক ভট্টাচার্যের প্রশ্ন, এটা কি শুধুই অদক্ষতা, না কি ইচ্ছাকৃত রাজনৈতিক বাধা? তাঁর মতে, এর খেসারত দিচ্ছেন সাধারণ মানুষ, শিল্প ও রাজ্যের ভবিষ্যৎ।

খুনে ধৃত কাউন্সিলরের ছয় বছরের সাসপেন্ড আইওয়াশ: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: খুনে ধৃত কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে ছয় বছরের জন্য সাসপেন্ড করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার সন্ধেতে ব্যারাকপুর মণিরামপুরে এসে খুনে অভিযুক্ত দলীয় কাউন্সিলরকে ছয় বছরের জন্য সাসপেন্ড ঘোষণা করেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক। যদিও এই সাসপেন্ডের বিষয়ে শাসকদলকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন গেরুয়া শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং। সোমবার বেলায় বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার তরফে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতের অদূরে চিড়িয়ামোড়ে গান্ধি মূর্তির পাদদেশে অভিযুক্ত কাউন্সিলরের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। বিক্ষোভে যোগ প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং কটাক্ষের সুরে বলেন, তৃণমূলের সাসপেন্ড, আর তৃণমূলের অ্যাপনয়মেন্টের চিঠি কেউ কি দেখেছেন? আসলে এসব আইওয়াশ। তাঁর দাবি, পার্থ চ্যাটার্জি কিংবা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মতোই রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। দেখবেন ছাড়া পেয়ে ফের উনি বহাল তবিয়তে তোলাবাজি করবেন। তাঁর বক্তব্য, যাকে দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তাঁকে আদালতে পাঠানোর আগে পর্যন্ত খড়দা থানার আইসি-র গেস্ট রুমে রাখা হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, তোলাবাজি করার জন্য একজন কাউন্সিলর ৮১ বছরের বৃদ্ধকে খুন করল। এর আগে দেবাশিস দে ওরফে ছোট্টু নামে এক কাউন্সিলরকে পিটিয়ে খুন করেছিল এই রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। এমনকী আদালতে তাঁর দাদাগিরি চরম সীমায় পৌঁছয়। প্রাক্তন সাংসদের কথায়, মাধ্যমিক পরীক্ষা মাথায় রেখে এদিন গান্ধি মূর্তির পাদদেশে প্রতীকী অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়েছে। তাঁর দাবি, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য-সহ ঘটনায় জড়িত বাকিদেরও গ্রেপ্তার করতে হবে। তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। এদিন তিনি জোরের সঙ্গে দাবি করেন, ২০২৬ সালে বিজেপি নিশ্চিতরূপে ক্ষমতায় আসবে। বাংলার মানুষ বিজেপিকে ভোট দিতে প্রস্তুত আছেন। প্রসঙ্গত, এদিন বেলায় ব্যারাকপুর চিড়িয়ামোড়ে গান্ধি মূর্তির পাদদেশে অবস্থান বিক্ষোভ থেকে ধৃত তৃণমূল কাউন্সিলরের ফাঁসির দাবি তোলেন বিক্ষোভকারীরা। উক্ত অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে এদিন হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ, সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, জেলা সম্পাদক যথাক্রমে কুন্দন সিং ও সোহন প্রসাদ চৌধুরী, জেলার এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য মিলন আশ, প্রাক্তন জেলা সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, প্রাক্তন বিধায়ক শীলভদ্র দত্ত, যুব নেতা সুদীপ্ত দাস, অনামিকা নাগ-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অবস্থান বিক্ষোভ শেষে বিক্ষোভকারীরা ব্যারাকপুর আদালতে প্রবেশ করতে গেলে পুলিশ তাদেরকে ঢুকতে বাধা দেয়। পুলিশি বাধায় উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল বচসা থেকে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। তবে তপ্ত পরিস্থিতি এড়াতে আদালত চত্বরে এদিন বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়ন করা হয়েছিল।

অবৈধ নির্মাণের প্রতিবাদে মৃত্যু নিয়ে শাসক দলকে তোপ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরে এক প্রবীণ নাগরিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তুললেন বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে মুখ খুলতেই যে ভাবে হিংসা নেমে এসেছে, তা সভ্য সমাজের জন্য ভয়াবহ বার্তা বলে মন্তব্য করেন তিনি। সুকান্ত মজুমদারের অভিযোগ, শাসকদলের প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম্যে সাধারণ মানুষের ন্যূনতম প্রতিবাদের অধিকারও আজ বিপন্ন। তিনি বলেন, নিজের বাড়ির পাশে বেআইনি কাজের প্রতিবাদ করায় যদি একজন বৃদ্ধকে প্রাণ দিতে হয়, তবে বুঝতে হবে রাজ্যে আইনের শাসন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। তাঁর আরও দাবি, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা না নিলে এই ধরনের ঘটনা বাড়তেই থাকবে।

পরিবারের উপর হামলা ও হুমকির প্রসঙ্গ টেনে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গোটা রাজ্য জুড়েই ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। তাঁর কথায়, শাসকদলের আশ্রয়ে বেড়ে ওঠা দুষ্কৃতীরা প্রশাসনের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করেই কাজ চালাচ্ছে।

রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়েও কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি। সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রীর নীরবতাই অপরাধীদের সাহস জোগাচ্ছে। একই সঙ্গে তিনি মৃতের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন এবং কেন্দ্রীয় স্তরে বিষয়টি উত্থাপনের কথাও জানান। এই ঘটনার পর রাজ্যের নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার নিয়ে উদ্বেগ আরও গভীর হয়েছে, বলছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

এসআইআর বিতর্কে কবিতায় প্রতিবাদ অভিষেকের, ইসির অভিযোগে তীব্র পালটা প্রতিক্রিয়া তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকা সংশোধন ঘিরে চলা এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে উত্তেজনার মধ্যেই ভিন্ন পথে প্রতিবাদ জানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার প্রকাশ্যে আসে তাঁর স্বাক্ষরিত একটি দীর্ঘ কবিতা, যেখানে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার আড়ালে সাধারণ মানুষের হয়রানির অভিযোগকে শিল্পের ভাষায় তুলে ধরেছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ।

কবিতায় অভিষেক স্পষ্ট করেছেন, নাগরিকের পরিচয় কেবল কাগজে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর লেখায় উঠে এসেছে মানুষের শিকড়, শ্রম আর স্মৃতির কথা। তিনি লিখেছেন, রাষ্ট্র যখন শুধু নথি খোঁজে, তখন মানুষের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। এই অবস্থাকে তিনি বিপজ্জনক বলে আখ্যা দেন। এক জায়গায় তাঁর মন্তব্য, যে আইন মানুষকে সমাজের বাইরে ঠেলে দেয়, তা ন্যায় নয়, শাস্তির নামান্তর। রাজনৈতিক মহলের নজর কেড়েছে কবিতায় উল্লেখিত একটি প্রতীকী সংখ্যা। পর্যবেক্ষকদের মতে, সেটি সাম্প্রতিক সময়ের অস্থির রাজনীতিতে হারিয়ে যাওয়া প্রাণের ইঙ্গিত বহন করছে। অভিষেক আরও লেখেন, শাসকের খাতায় মানুষ শেষ পর্যন্ত পরিসংখ্যান হয়েই রয়ে যায়, আর বিবেক চাপা পড়ে ক্ষমতার ভারে। তৃণমূল সূত্রের বক্তব্য, এটা শুধু কবিতা নয়, মানুষের পক্ষে এক নৈতিক প্রতিবাদ। অন্যদিকে বিরোধীদের কটাক্ষ, রাজনৈতিক ইস্যুকে আবেগে ঢাকতে এই সাহিত্যচর্চা। রাজপথে আন্দোলনের পাশাপাশি কলমকেও যে রাজনৈতিক অস্ত্র করা যায়, সেই বার্তাই এই মুহূর্তে দিতে চেয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়; এমনটাই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

অন্যদিকে, এসআইআর ঘিরে নির্বাচন কমিশনের 'রাজ্যের অসহযোগিতা'র অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে আক্রমণ করল শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। কমিশনের সোশ্যাল মিডিয়া বক্তব্যের কড়া জবাব দিয়ে

নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানানো হয়েছে, তথ্যই প্রমাণ করছে; সহযোগিতার ঘাটতির প্রশ্নই ওঠে না।

তৃণমূল সূত্রে দাবি, ২০২৫ সালের অক্টোবরে এসআইআর বিজ্ঞপ্তি জারির পর থেকে এই প্রক্রিয়ায় এক লক্ষেরও বেশি আধিকারিককে কাজে লাগানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেন ৮০ হাজারের বেশি বিএলও, সাড়ে আট হাজারের বেশি এইআরও এবং প্রায় তিনশো ইআরও। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণকে গুরুত্ব দিয়েই জেলা ও পদভিত্তিক গ্রুপ-বি আধিকারিকদের তালিকা তৈরি করে কমিশনের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছিল বলেও জানানো হয়। তারপরেও বাইরে থেকে মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগের সিদ্ধান্তে প্রশ্ন তুলেছে রাজ্য। তৃণমূলের মন্তব্য, যাঁদের বাংলার ভাষা, সমাজ বা প্রশাসনিক বাস্তবতা সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই, তাঁদের এনে নজরদারি চাপানোর যুক্তি কোথায়? তাদের আরও বক্তব্য, রাজ্য প্রতিটি নির্দেশ মেনেছে। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও তীব্র কটাক্ষ করেছে রাজ্য শাসক শিবির। তাদের দাবি, সংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আচরণ না করে কমিশন যেন খামখেয়ালি নির্দেশে চলা এক 'হোয়াটসঅ্যাপ কমিশন'-এ পরিণত হয়েছে। এই সমস্ত তথ্য আদালতের সামনেও তুলে ধরা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

প্রতিশ্রুতি দিয়েও আদালতে গরহাজির আখতার আলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি কর দুর্নীতি মামলায় আখতার আলির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালত। হাজিরা দেননি তিনি, এই অভিযোগেই গ্রেপ্তারির নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারক। যদিও এই পরোয়ানা জারির ২৪ ঘণ্টা পরেই আদালতে চলে আসেন তিনি। কিন্তু আইনজীবী না থাকায় বিচারকের কাছে আত্মসমর্পণের আবেদন জমা দিতে পারেননি আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার। ফলে সেদিন তিনি ফিরে যান। তবে পাশাপাশি তিনি শনিবার এও জানিয়ে যান, সোমবার আবারও আদালতে আসবেন। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রাখতে এদিন দেখা গেল না আখতার আলিকে। সোমবার নির্ধারিত সময় বেলা ১১টা বেজে পার হয়ে গেলেও তাঁর দেখা মেলেনি। এদিকে আখতারের অপেক্ষায় আদালত চত্বরেই দাঁড়িয়ে থাকেন সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিক থেকে আইনজীবীরা। অপেক্ষা করাই সার হল, দেখা মেলেনি অভিযুক্ত আখতারের।

উল্লেখ্য, আরজি করে চিকিৎসক-পড়ুয়ার ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার তদন্তের সময় উঠে আসে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ। সেই সময় ওই মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে আর্থিক কেলেঙ্কারি-সহ নানাবিধ অভিযোগ করেন তৎকালীন ডেপুটি সুপার আখতার আলি। উচ্চ আদালতে মামলাও হয়। কিন্তু তদন্ত এগোতেই দেখা যায়, মামলা করা আখতার নিজেও আর্থিক

কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত। তাঁর বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা পড়ে আদালতে। কিন্তু একাধিকবার সমন পাঠানো সত্ত্বেও আদালতে হাজিরা দেননি আখতার আলি। এই আবহেই অসুস্থতাকে ঢাল করে কলকাতা হাইকোর্টের আগাম জামিনের জন্য আবেদন করেছিলেন আখতার। এবার সেই আখতারের বিরুদ্ধে জারি হল গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। কিন্তু তিনি বেপাত্তা।

নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা পুলিশ বদলিতে কড়া বার্তা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনী প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে ভোটের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত সমস্ত পুলিশকর্মীর বদলি ও নতুন পোস্টিং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ করতে রাজ্য সরকারকে কড়া নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। কমিশনের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হলে তা নির্বাচনী বিধিভঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

কমিশন সূত্রে খবর, নির্বাচনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে দীর্ঘদিন ধরে একই জায়গায় কর্মরত বা ভোট পরিচালনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত পুলিশকর্মীদের সরানো জরুরি। সেই কারণেই রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে দ্রুত পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের এক কর্তার কথায়, নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষায় প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা সেখানে গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্দেশ ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিজেপির এক নেতা বলেন, নির্বাচনের আগে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। এই পদক্ষেপ সেই দিকেই এগোনো। অন্যদিকে, শাসক শিবিরের এক প্রতিনিধির দাবি, কমিশনের নির্দেশ মেনে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তাপমাত্রার ওঠানামা অব্যাহত, শীতের আমেজ রাজ্যজুড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শীত এখনও পুরোপুরি বিদায় নেয়নি রাজ্য থেকে। নতুন করে শীতের আমেজ অনুভূত হচ্ছে কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায়। আগের দিনের তুলনায় সামান্য বেড়ে সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.১ ডিগ্রি কম। গত কয়েক দিনে ধারাবাহিক ভাবে কলকাতার পারদ ছিল নিম্নমুখী। রবিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সোমে তার চেয়ে কিছুটা বাড়ল তাপমাত্রা। আপাতত রাজ্যের কোথাও বৃষ্টি বা তুষারপাতের সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গের দু'একটি জেলায় কুয়াশার সমস্যা থাকতে পারে। বাকি রাজ্যের সর্বত্র থাকবে শুকনো আবহাওয়া।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রের খবর, কলকাতায় আপাতত ভোরের দিকে কোথাও কোথাও হালকা কুয়াশা থাকবে। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই কুয়াশার দাপট কমে এসেছে। উত্তরের বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকতে পারে। তাপমাত্রার ওঠানামা আপাতত কয়েকদিন এমনই চলবে। সোমবার দার্জিলিঙের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, রাজ্যে শীতলতম।

কালিম্পঙের তাপমাত্রা নেমেছিল ৯ ডিগ্রিতে। দক্ষিণবঙ্গে সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল নদিয়ার কল্যাণীতে ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এছাড়া, শ্রীনিকেতনে ১১.৭, বাঁকুড়ায় ১১.৯, বহরমপুরে ১২.৪, ক্যানিংয়ে ১২.৬, সিউড়িতে ১২ ডিগ্রিতে নেমেছিল পারদ। দক্ষিণের বাকি অংশে পারদ ছিল ১৩ ডিগ্রির উপরে। দমদমে সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সল্টলেকে পারদ ১৬ ডিগ্রির নীচে নামেনি। ব্যারাকপুরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হয়েছিল ১৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

সম্পাদকীয়

একদা ‘সম্পদ’ শওকত, রবীনরাই ছাব্বিশে তৃণমূলের গলার কাঁটা

ভোটের আসরে তৃণমূলের ‘সম্পদ’ এই শওকত মোল্লা, রবীন ভট্টাচার্যরা। বিপদে পড়ে এখন তাঁদেরই ঝেড়ে ফেলতে মরিয়া শাসক দল। কিন্তু তার আগে ড্যামেজ যা হওয়ার হয়ে বসে আছে। সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে তৃণমূল নেতৃত্ব। কিন্তু সব জেনেও, সব বুঝেও চুপ, কারণ, এতদিন এদেরই তোল্লা দেওয়া হয়েছে। আর সুযোগ বুঝে তারা এখন মাথায় চড়ে বসেছে। পাপ বড় কঠিন বস্তু। তৃণমূল কাউন্সিলর রবীনের মারের চোটে হার্টফেল করে মৃত্যু হয়েছে এক ৮১ বছরের বৃদ্ধের। বারাকপুরের এই ঘটনায় তোলপাড় গোটা রাজ্য। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। দল তাকে সাসপেন্ড করেছে। ঘটনার প্রতিবাদে আসরে নেমেছে বিজেপি। তাঁরা অভিযুক্তের ফাঁসির দাবি তুলেছে। এত বড় ঘটনার পর এসব খুব স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু ভোটের মুখে এই ঘটনায় চরম বিপাকে পড়ে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এখন শ্যাম রাখি, না কূল রাখি, ভেবে পাচ্ছে না তারা। সমস্যাটা হল, ভোট রাজনীতির স্বার্থে এতদিন রবীন ভট্টাচার্য, শওকত মোল্লাদের তোল্লা দিয়েছে তৃণমূল। এখন বিপদে পড়ে বাঁচার পথ খুঁজছে। কীর্তিমান এই রবীবদেরই এতদিন ‘সম্পদ’ বলে এসেছে তৃণমূল। এখন চাপে পড়ে সাসপেন্ড করলে আর কী হবে। মানুষ সব জানে। বছরের ৩৬৫ দিন এদের কাজকর্ম এলাকা এলাকায় কান পাতলেই শোনা যায়। এই যেমন বিধায়ক শওকত মোল্লা। ভোট রাজনীতিতে তৃণমূলের বড় ভরসা। স্বয়ং দলনেত্রী প্রকাশ্য সভা থেকে তার ‘বোম-গুলির কারবার’-এর কথা বলেছিলেন। সেই শওকতই এবার প্রকাশ্যে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, যেখানেই তৃণমূল হারবে বন্ধ করে দেওয়া হবে সরকারি টাকা, তা সে আবাস যোজনা হোক বা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। কে বলছে? শওকত মোল্লা। কে শওকত? তৃণমূল বিধায়ক। প্রশ্ন হল এত সাহস পায় কোত্থেকে? কে দেয়? এটাই প্রথম নয়, এর আগেও অনেকবার অনেক কিছু করে পার পেয়ে গিয়েছে এরা। শওকতের এই হুঁশিয়ারির পর চরম অস্বস্তিতে পড়েছে শাসকদল। এখন কে সামলাবে এদের? ছাব্বিশে দলকে ডোবানোর জন্য এরাই যথেষ্ট।

শব্দছক ৬৮

রবি দাস

১		২	■	৩			৪
	■	৫			■	■	
■	৬		■	৭		৮	
■	৯			■	■		■
■		■	■	১০	১১		■
১২			১৩	■	১৪		■
	■	■	১৫			■	১৬
১৭				■	১৮		

পাশাপাশি: ১. হঠাৎ জোরে হাওয়া ৩. ভদ্রতা ৫. লাল আলু ৬. ভাগ-ভাগ করে রাখা ৭. চড়ুইপাখি ৯. ভেড়া ১০. খোঁপা ১২. অংশীদার ১৪. নিচুদিকে মুখ ১৫. মুসলমানী রাজা ১৭. বর্ণনা ১৮. আহ্লাদিত

ওপর-নিচ: ১. দুধে পাতা মিষ্টান্ন ২. জেলখানা ৩. পদ্মাদির মূল ৪. তাপমাত্রার মাত্রা ৬. একাধিক ব্যক্তির ভাগ করে নেওয়া ৮. বিষয়ের উল্টো ১১. খুব জোরে ঘোরার ভাবশব্দ ১২. ভৃগুবংশজাত মহিলা ১৩. শব্দকরা ১৬. সন্তুষ্ট

সমাধান ৬৭ — পাশাপাশি: ১. পিয়াসা ৩. গজানন ৬. কারণ ৭. নীর ৮. দাদর ১০. কুড়ি ১২. নীল ১৩. দাবানল ১৫. মালদহ ১৭. লহ ২০. বন ২১. আনার ২২. রশি ২৪. কামরা ২৫. সরকারী ২৬. মনোজ

ওপর-নিচ : ১. পিকদানী ২. সাকার ৩. গণবিবাহ ৪. ননী ৫. নরম ৯. দলমা ১০. শন ১৩. দাদনকারী ১৪. ললনা ১৬. লব ১৮. হররোজ ১৯. বিরস ২১. আরাম ২৩. শির

আজকের দিন

■ ১৭৬৩ — প্যারিস চুক্তির দ্বারা ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সাত বছরের যুদ্ধের অবসান ঘটে।
■ **১৯৯৬** — ছয় খেলার ম্যাচের প্রথম খেলায় আইবিএম কম্পিউটার ডিপ ব্লু বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ন কাসপারভকে পরাজিত করে।
■ **২০০৯** — দুটি উপগ্রহ, মার্কিন ইরিডিয়াম ৩৩ এবং রাশিয়ান কসমস ২২৫১, মহাকাশে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, কক্ষপথের ধ্বংসাবশেষ তৈরি হয়।

জন্মদিন

জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

১৯৪৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রাজেশ পাইলটের জন্মদিন।*
১৯৭৭ *বিশিষ্ট সুরকার ও সঙ্গীতশিল্পী জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৮৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী পায়েল সরকারের জন্মদিন।*

বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালির উপেক্ষাও কিন্তু কম নয়!

স্বপনকুমার মণ্ডল

বাংলা একটি অভিজাত ভাষা, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তার শিল্প-সাহিত্যের বিস্তার ও বৈভব আবিশ্ব পরিচিত। কিন্তু সে আভিজাত্য যেভাবে পরমুখাপেক্ষী হয়েছে, সেভাবে বাঙালির মুখে বিকশিত হয়নি। আমাদের ভাষার ঐশ্বর্য বিস্তারের দিকে যতটা আমরা মুখিয়ে থাকি বা থাকতে ভালোবাসি, ততটা অন্যদের ভাষার ঐশ্বর্যকে আপন করায় সক্রিয় হতে পারিনি। অনুবাদের মাধ্যমে সেসব সম্পদ স্বদেশীয় ভাষায় আজও অধরা মাধুরী। বাংলাদেশের পক্ষে যাকিছু হয়েছে, এপার বাংলায় তাও লক্ষ করা যায় না। এজন্য বাঙালির আপনাতে আপনি তুষ্ট প্রকৃতি নিজের ভাষার ক্ষেত্রে শুধু উদাসীনতাই বয়ে এনেছে, বাংলাকেই বাঙালি মাতৃভাষার পরিবর্তে ভাষা করে তুলেছে।

নবান্নে পাঠানো দিল্লি পুলিশের একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি বাংলা ভাষা নিয়ে এ দেশের বাঙালিদের মধ্যে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে । চিঠিতে বাংলা ভাষাকে ‘বাংলাদেশি ভাষা’ বলায় স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালিমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়া জেগে উঠেছে । ভাষাকে অস্বীকারেরের মাধ্যমে বাঙালির অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলার বিষয়টি আপনাতেই বাঙালিবিদ্বেষী মনোভাবকে সক্রিয় করে তোলে । অথচ বাঙালির মাতৃভাষা যে ক্রমশ মাতৃত্বহীনতার শিকার হয়ে চলেছে,সেদিক সচেতনতার তীব্র অভাব আমাদের চোখে পড়ে না। আসলে আমাদের ভাষা নিয়ে আমরা অনেকটাই ভাষাহীন নীরবতা পালন করি । যে যেভাবে পারছে, বুঝছে, শুনছে বা দেখছে, সবেতেই হ্যাঁ সূচক সম্মতি চোখেমুখে । বিশেষ করে নিজের ভাষার প্রতি বাঙালি বড় উদাসীন । প্রাচুর্যের উদাসীনতা স্বাভাবিক, কিন্তু স্বতন্ত্র আভিজাত্যের পক্ষে তা কখনওই গর্বের বিষয় নয় । ‘আ মরি বাংলা ভাষা’র প্রতি অমোঘ আবেগ আমাদের উদাসীনতাতে নিস্তেজ হয়ে পড়ে । সেখানে ভাষা আন্দোলন থেকে দেশোদ্ধার, দেশদেশান্তরে বাঙালির বিস্তৃতি থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রভৃতি বাংলা ভাষার গৌরব ও সৌরভ যত মুখরিত হয়েছে, ততই তার ভাষা সচেতনতায় উদাসীনতা নেমে এসেছে । প্রাচুর্য গরিমাবর্ধক হলেও তাতে উদাসীনতা অনিবার্য । সেক্ষেত্রে বাঙালির ভাষা জ্ঞান এখন ভাসা ভাসা । মাতৃভাষার সঙ্গে ভাষার পার্থক্যটি সেখানে লোপ পেতে চলেছে । মাতৃভাষার গৌরববোধই তার ভাষিক চেতনায় ব্রাত্য হয়ে পড়েছে । আসলে মা আর মাতৃত্ব যেমন এক নয়, ভাষা ও মাতৃভাষাও স্বতন্ত্র । রামপ্রসাদী গানের কথায় আছে, ‘মা হওয়া কি মুখের কথা / কেবল প্রসব করলেই হয় না মাতা’ কথাটি ধ্রুব সত্য । জন্ম দিলে মা হওয়ার প্রচলিত ধারণার ফাঁকটি সেখানে প্রকট হয়ে ওঠে । মায়ের গরিমা তার মাতৃত্বে । সেই মাতৃত্ববোধ সব মায়ের মধ্যে থাকে না । সম্পর্কের আত্মিক যোগে ও তার আন্তরিক বিস্তারেই তার সৌরভ । পশুরাও মা হয়, কিন্তু তাদের মাতৃত্ব অচিরেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে । কেননা তাদের মায়ের সঙ্গে সম্পর্কটি শুধু ক্ষণস্থায়ীই নয়, মাতৃত্বও সেখানে অস্বীকৃত হয় । মানুষের ক্ষেত্রে সেই মাতৃত্বের সম্পর্ক আজীবন থাকে । অন্যদিকে মা হলেই মাতৃত্ব থাকে না । সন্তানের সঙ্গে আত্মিক সংযোগ নিবিড় না হলে তার মাতৃত্ব জাগে না । সন্তানের মা হলেও সেই মায়ের মাতৃত্ব আত্মসংযোগে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে । সেখানে সম্বন্ধে মায়ের চেয়ে সম্পর্কে মা হওয়া জরুরি । অনেক মা-ই সম্বন্ধে মা হলেও আত্মিক সম্পর্কের অভাবে মাতৃত্বহীন মা হয়ে থাকে। আমাদের মাতৃভাষার ক্ষেত্রেও বিষয়টি লক্ষণীয় । সেক্ষেত্রে বাংলা শুধু বাংলার ভাষা নয়, বিশ্বের আপামর বাঙালির মাতৃভাষা । বাঙালির অস্তিত্বের সঙ্গে তার আত্মিক সংযোগ মায়ের সম্বন্ধে নয়, মাতৃত্বের সম্পর্কে । বাঙালিত্বের পরিচয়ে তার মাতৃভাষার অসপত্ন অধিকার।

অন্যদিকে বাংলা একটি অভিজাত ভাষা, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই । তার শিল্প-সাহিত্যের বিস্তার ও বৈভব আবিশ্ব পরিচিত । কিন্তু সে আভিজাত্য যেভাবে পরমুখাপেক্ষী হয়েছে, সেভাবে বাঙালির মুখে বিকশিত হয়নি । আমাদের ভাষার ঐশ্বর্য বিস্তারের দিকে যতটা আমরা মুখিয়ে থাকি বা থাকতে ভালোবাসি, ততটা অন্যদের ভাষার ঐশ্বর্যকে আপন করায় সক্রিয় হতে পারিনি । অনুবাদের মাধ্যমে সেসব সম্পদ স্বদেশীয় ভাষায় আজও অধরা মাধুরী। বাংলাদেশের পক্ষে যাকিছু হয়েছে, এপার বাংলায় তাও লক্ষ করা যায় না। এজন্য বাঙালির আপনাতে আপনি তুষ্ট প্রকৃতি নিজের ভাষার ক্ষেত্রে শুধু উদাসীনতাই বয়ে এনেছে, বাংলাকেই বাঙালি মাতৃভাষার পরিবর্তে ভাষা করে তুলেছে । এই মানসিকতার মূলেই রয়েছে নিজের মাতৃভাষা সম্পর্কে আত্মিক সংযোগের তীব্র অভাব । সেখানে ভাষার সঙ্গে মাতৃভাষার পার্থক্য বোঝা যায় না। অন্যদিকে মাতৃভাষার প্রতি উদাসীনতায় তার ভাষিক চেতনায় আত্মিক যোগের অভাবে তার আভিজাত্যবোধ জেগে ওঠে না, উল্টে কাজের ভাষার চাহিদায় মাতৃভাষার প্রতি বিমুখতা স্বাভাবিক মনে হয়। বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার মধ্যেই তা প্রতীয়মান । বাংলা ভাষার সঙ্গে বাঙালির মায়ের যোগ অমর একুশের দৌলতে মুখর হলেও তা অন্তরে স্থায়ী হতে পারেনি । কেননা মায়ের সম্বন্ধ অনাদরে উপেক্ষায় একসময় লোকে ভুলে যায়, মনে রাখতে চায় না। অথচ মাতৃত্বের স্মৃতি আজীবন বহন করে, আপন করে রাখে আজীবন । সেই মাতৃত্বের অভাবে অমর একুশে, উনিশে মে বা ১ নভেম্বরের গৌরব আমজনতার মধ্যে বিস্তার লাভ করেনি, শিক্ষিত সুধীজনের মধ্যেও তার পরিচয় আন্তরিক নয় । সেখানে মাতৃত্বের পরশে মাতৃভাষার মধ্যে নিজের অস্তিত্ব বা আত্মপরিচয় খুঁজে পাওয়ার আন্তরিকতার বড় অভাব । ‘কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,/ বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া’র অন্ধ আনুগত্য বা ‘তোমার গরবে, গরবিনী হাম, / রূপসী তোমার রূপে’র আত্মিকতাও কোনোটাই জরুরি নয়। কেননা তার আনুগত্যে আবেগ আছে, যুক্তি নেই ; তার আত্মিকতায় একাত্মতা আছে, স্বতন্ত্র সৌরভ নেই । সেখানে আমার মাতৃভাষা আমার অস্তিত্বই শুধু নয়, সন্তানের কাছে সবার সেরা মায়ের মতো গৌরব তার । বাঙালির মাতৃভাষার চেতনায় সেই আত্মিক অস্তিত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ববোধ দুটিরই সক্রিয়তার অভাব এখন আরও প্রকট ।

উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় বাংলা ভাষাকে বনেদি আভিজাত্যে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন । সেই ভাষা বিশ্বের একটি সমৃদ্ধিশালী ভাষায় পরিণত হয়েছে, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ভাষায় পরিণত হয়েছে, আবার তাতে নির্বিকার উদাসীনতাও নিবিড় হয়ে উঠেছে । সেখানে বাঙালির ভাষা নিয়ে কোনো রূপ অস্মিতাবোধে আভিজাত্য প্রকাশ পায় না, নিজের মাতৃভাষার মধ্যেও নিজের ভাষা খুঁজে পায় না । শ্রেষ্ঠত্ববোধে পারলে ইংরেজির মতো বিজাতীয় ভাষাতে বাঙালিই বাংলা ভাষার দীনহীন অস্তিত্বকে জাহির করে । আসলে বাঙালিদের সঙ্গে তার মাতৃভাষার সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়েছে । এজন্য পুরনো ধারণাতেই বাংলা ভাষার গর্ব ও গৌরবের ঐতিহ্যের ধারাকে আমরা অভ্যাসের বশে বয়ে চলেছি, নতুন করে আর ‘মোদের গরব, মোদের আশা / আ মরি বাংলা ভাষা’র আবেদনকে নিবিড় করতে পারি না । সেখানে বাংলা ভাষার দীনতা নয়, বাঙালির মনের হীনতাবোধই দায়ী । শ্রদ্ধাবোধের অভাব হলে অনাদর বা উপেক্ষাই শুধু স্বাভাবিক হয়ে আসে না, উদাসীনতাও অনিবার্য হয়ে ওঠে, দুর্বলতাও সক্রিয় হয় । সেই বাঙালির মাতৃভাষার সেই শ্রদ্ধাবোধের অভাবের মূলে তার সেই মাতৃত্ববোধের তীব্র সংকট। তার মায়ের সম্বন্ধ মাতৃত্বের সম্পর্কে পৌঁছায় না । শৈশবের মাতৃত্বকে মানুষ আজীবন মনের মধ্যে শ্রদ্ধায়, সম্মানে ও ভালবাসায় ধারণ করে চলে । সেখানে আমার মা আমারই মা-এর গৌরব আজীবন সৌরভ ছড়িয়ে যায় । সেই মা সবার থেকে ভালো কিনা বড় কথা নয়, আমার কাছে বড়’র চেতনা সদা সক্রিয় । সেই সক্রিয়তার অভাবে বাংলা আজ সম্পদশালী ভাষা হলেও বাঙালির মাতৃভাষায় গৌরাবান্বিত হয় না । মায়ের গৌরব মাতৃত্বের বিস্তারে । আবার সেই মাতৃত্বের মহত্ব প্রসব না করেও হতে পারে । সারদা দেবীর মতো সবার মা হওয়ার গৌরব শুধু সারদা মায়ের নয়, সমগ্র মাতৃকুলের । সেক্ষেত্রে একের মা অনেকের মা হতে পারে । আর তা হতে পারে মাতৃত্বের আপনত্ববোধে । বাংলা ভাষাকে যদি অবাঙালিদের মধ্যে মা বলে আপন করে নেয় বা নিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে, তা হলে বাঙালির মাতৃভাষার আসল সৌরভ প্রকাশ শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র । একের মা হওয়ার মধ্যে মায়ের স্বার্থপরতাই অনেকের মার হয়ে ওঠায় মহত্বের আধার হয়ে ওঠে । এজন্য মায়ের মাতৃত্ব জরুরি । সবাইকে আপন সন্তানের মতো উদার অন্তর্দৃষ্টি সেক্ষেত্রে একান্ত কাম্য । বাঙালিদের ক্ষেত্রে যেখানে নিজের মায়ের প্রতিই তীব্র উদাসীনতা বর্তমান, সেখানে অবাঙালিদের মধ্যে প্রত্যাশা কল্পনাতীত। মাতৃভাষার ক্ষেত্রে বাঙালির উগ্রতা কাম্য নয়, আবার উদাসীনতাও নয়, জরুরি মাতৃত্বের প্রতি সশ্রদ্ধ আত্মিক যোগ । সে যোগের অভাবে বাংলাও ক্রমশ বাংলা ভাষায় আত্মগোপন করে চলেছে, বাঙালির মাতৃভাষার ঐতিহ্যকে বিস্মৃতি ঘটিয়ে, ভাবা যায় !

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

হারিয়ে যাচ্ছে ধুনুরিদের পেশা

অরিন্দম ঘোষ

একটা সময় ছিল যখন পুজোর মৌসুম শেষ হলেই পথে ঘাটে দেখা মিলতো ধুনুরিদের। পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে বেড়ানো সেই সমস্ত ধুনুরিদের হাতে থাকতো তুলোর ধোনাই যন্ত্র। ডগার দিকে ক্রমশ ছুঁচলো হয়ে যাওয়া বাঁশের এক চকচকে লাঠি আর সেখান থেকে ঝুলত লাল কাপড়ের পুটলি। কারও বাড়ির উঠোনে বা ছাদে বসে আপন খেয়ালে লেপ বানাতেন তাঁরা । তাঁদের ধুনুরি থেকে উঠে আসা আওয়াজ ছিল শীতের সিগনেচার টিউন।

বাংলা ভাষায় ‘তুলোধোনা’ শব্দটির আগমন ‘ধুনুরি’ থেকেই। তুলো ধোনা এবং ধোনা তুলো থেকেই লেপ, তোষক, বালিশ প্রভৃতি তৈরি করা হতো সেই সময়।

শীতকাল শুরু হওয়ার অনেক আগেই বিহার, হরিয়ানা, রাজস্থান বা উত্তরপ্রদেশের ধুনিরা বাংলার ধুনুরিদের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে গ্রামবাংলার গ্রামগঞ্জে এসে তাঁবু খাটিয়ে কাজ শুরু করতেন। তাঁদের সঙ্গে যেমন থাকতো ধোনাই যন্ত্র তেমনভাবে তাঁরা সঙ্গে রাখতেন নানারকম লাল শালু বা বাদিপোতার সস্তা খোপকাটা কাপড়। লম্বা লাঠি দিয়ে মেরে তুলো ধোনা হতো, তাঁদের কাজ ছিল নিখুঁত। লেপ বানানোর আগে তুলো ভালো করে ধোওয়া বা ধোনা সবই হতো ধুনুরিদের তারে তুলো স্তূপ করে তার ওপর চ্যাপ্টা কাঠের পাটাতন দিয়ে কারিগরের হাতের ছন্দে উড়ে বেড়াতো তুলোর নরম রোয়া। পরে সেই তুলো ঢোকানো হতো নানা রঙের কাপড়ের তৈরি কভারের ভেতর । তারপর শুরু হয়ে যেতো সুক্ষ্ম সুতোর কাজ। এরই মধ্যে বাঁধা পড়ে যেত নরম তুলো। তৈরি হতো এক এক রঙের ও এক এক ধরনের লেপ, তোষকও শীতের অপরিহার্য সঙ্গী। কবীর সুমনের বিখ্যাত এক গানের কয়েকটি লাইন এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে

‘অচেনা ড্রয়িং রুমে চেনা অন্দরে
বালিশ তোষক কাঁথা পুরোনো চাদরে
ঠান্ডা শীতের রাতে লেপের আদরে
...
তোমাকে চাই, তোমাকে চাই, তোমাকে চাই।’

সত্যিই তো, শীতে লেপের ওম মাখা দিনের স্মৃতি কি এত সহজে ভুলে যাওয়া যায় ?

ধুনুরি যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের নিশ্চয় স্মরণে রয়েছে এই যন্ত্রটা দেখতে অনেকটা বাদ্যযন্ত্রের মতো। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সময় লিখেছিলেন, ‘ নিশ্চয় এমন মহৎ লোক আছেন সব যন্ত্রেই যাদের সুর বাজে এমনকি তুলোধোনা যন্ত্রেও।’ প্রখ্যাত সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ধুনুরির আওয়াজকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর সুচারু লেখনির মাধ্যমে ‘ধুনুরি। ধনুকে টংকার। থং থুং শব্দ। সঙ্গে সহকারী। তুলোর বস্তা। নানা রকমের কাপড় টকটকে লাল শালু।’

কয়েক বছর আগেও শীতকালে নাওয়া- খাওয়ার সময় ছিলনা ধুনুরিদের। শীতকাল ছাড়াও বিয়ে-শাদি, অন্যরকম উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে সারা বছরই লেপ-তোষক বানানোর বায়না ধরা থাকতো। কোনো কোনো জায়গায় লেপ ছিল আভিজাত্যের প্রতীক।

ধীরে ধীরে বনেদিয়ানা আর আভিজাত্যের ধারণা বদলে যেতে লাগল। নরম তুলতুলে পশমের তৈরি নিত্যনতুন ডিজাইনের হরেকরকম রঙিন কম্বলের ভিড়ে ব্যাকফুটে চলে গিয়েছে লেপ-তোষক। আমরা যতই চিৎকার করি না কেন, শীতের আমেজে বাড়তি উষ্ণতা যোগানো ধুনুরিরা সুর করে আর হাঁক পাড়বেন না পাড়ায় পাড়ায়, ‘ লেপ বানাবে গো লেপ?’ বড় নেশা জাগানো, মন উদাস করা নস্টালজিক সুর আজ মিলিয়ে গিয়েছে শীতের বাতাসে। মেশিনে তৈরি কম্বলের সঙ্গে অসম যুদ্ধে আজ অনেকটাই পরাজিত এক সময় রমরমিয়ে চলা এই কুটির শিল্প। কোনো কোনো ধুনুরি আজও দোকানে বা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের পূর্বপুরুষের এই পেশাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ।

বহুকাল ধরে চলে আসা এই কুটির শিল্পকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করতে হলে আমাদের সমবেত প্রচেষ্টা একান্তভাবে প্রয়োজন। না হলে ইতিহাসের পাতায় নিঃশব্দে পদচারণা করতে করতে একসময় চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে বাংলার এই নিজস্ব অপরিহার্য শীত শিল্প। তাই এই লোকশিল্পকে বাঁচিয়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে দেখতে তাই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘যার যা হারিয়ে গেছে’ কবিতার সেই ছোকরা বাজিগরের মতো আমাদেরও বলতে হবে

‘আমি খুঁজে দেব ,আমি সব খুঁজে দেব !
এমন কি আছে, যার কখনও কিছু হারায়নি
এমন কে আছে যার কিছু হারাবার দুঃখ নেই
এমন কে আছে যে কিছু ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখে না।’

চর্চাবাসর ৭৫

‘রঙ’ হল ‘রিং’ ক্রিয়াপদের সরল অতীত কাল (যেমন, ‘ফোন বেজে উঠল’)। এটি ঘণ্টাধ্বনি উৎপন্ন করার বা কাউকে ডাকার অতীত ক্রিয়া নির্দেশ করে। এটি অতীতের কণা ‘রঙ’ (যেমন, ‘হ্যাড রিং’) থেকে আলাদা। এটি ১৯৯৩ সালের একটি বলিউড রোমান্টিক নাটকীয় চলচ্চিত্রের শিরোনাম এবং বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নাম উল্লেখ করতে পারে।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পাণ্ডবেশ্বরে রাস্তা নির্মাণের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার পাণ্ডবেশ্বর ব্লকে পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের অর্থানুকুল্যে ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ও ৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দু'টি রাস্তার নির্মাণ কার্যের শুভ সূচনা করলেন মাননীয় বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

এদিন পাণ্ডবেশ্বরের মহাল মোড় হইতে মসজিদ পর্যন্ত ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা, নবগ্রাম গ্রামের মকতব মাদ্রাসা থেকে জোড়বাঁধ পর্যন্ত ৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয় দীর্ঘ রাস্তার কাজের শুভ সূচনা হল। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা জুড়ে প্রায় ৭৭ কোটি টাকার ব্যয়ে বিভিন্ন রাস্তা সংস্কারের কাজ চলছে বলে জানালেন বিধায়ক। এছাড়াও বিধায়ক জানান, বিগত বছরে প্রবল বর্ষণের কারণে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বিভিন্ন রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে ধীরে ধীরে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার সকল রাস্তাগুলি সংস্কারের কাজ চালু হয়েছে এবং পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক এবং পাণ্ডবেশ্বর ব্লক মিলিয়ে বিভিন্ন খাত হইতে প্রায় ৭৭ কোটি টাকার রাস্তা সংস্কার ও নির্মাণকার্য চলছে বলে জানান বিধায়ক।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। বাড়ির পাশেই একটি লাউ খেতে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ। থানায় অভিযোগ দায়ের কিশোরীর পরিবারের। পলাতক অভিযুক্ত। কিশোরীর ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাটের বাদুড়িয়া থানার চণ্ডীপুর এলাকায়। ওই এলাকার বাসিন্দা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ওই কিশোরী। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেও তাদের প্রতিবেশী, তার নাম হালিম মোল্লা। রবিবার রাতে ওই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন কিশোরী তার বাড়ির বারান্দায় বসেছিল একা। সেই সময় বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল ওই যুবক হালিম মোল্লা। কিশোরীকে একা দেখে সে তাকে বিশেষ কায়দায় ডেকে নিয়ে যায় পাশেই একটি লাউ বাগানে। সেখানে গিয়ে ওই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন কিশোরীকে ধর্ষণ করে। এদিকে কিশোরীকে দেখতে না পেয়ে তার পরিবারের লোকজন চারিদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দেয়। এরপর বেশ কিছু সময় পরে ওই লাউ বাগান থেকে কিশোরীকে উদ্ধার করে তার পরিবার। পুরো ঘটনা জানতে পারি তার থেকে। তড়িঘড়ি কিশোরীকে নিয়ে বাদুড়িয়া থানায় আসে তার পরিবার। হালিম মোল্লার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করে। কিশোরীর ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়েছে। পরিবারের তরফ থেকে দোষীর উপযুক্ত শাস্তির দাবি করা হয়েছে।

কয়লা পাচার মামলায় বুদবুদ থানার ওসিকে তলব ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: কয়লা পাচার মামলায় বুদবুদ থানার ওসিকে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। চলতি মাসের শুরুতেই বুদবুদ থানার ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডলের বাড়িতে তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় এই তদন্তকারী সংস্থা। সেই তল্লাশি অভিযানে একাধিক নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এরপরেই সোমবার বুদবুদ থানার ওসিকে তলব করল ইডি। কয়লা পাচার মামলাতেই তাঁকে তলব করা হয়। একইসঙ্গে লালা ঘনিষ্ঠ চিন্ময় মণ্ডলকেও এই মামলাতেই ইডি তলব করেছে বলে খবর। সূত্রে খবর, কয়লা পাচার মামলায় অন্যতম মাথা ছিলেন চিন্ময় মণ্ডল।

সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ফের অ্যাকশনে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। পুরনো একটি কয়লা পাচার মামলায় এর আগে আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি এবং আইপ্যাকের অফিসে তল্লাশি চালায় ইডি। যা নিয়ে জোর বিতর্ক তৈরি হয়। মামলা গড়ায় হাই কোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। এরপরেই কলকাতায় এসে আধিকারিকদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক সারেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের ডিরেক্টর রাহুল নবীন। যেখানে কয়লা, বালি-সহ একাধিক হেভিওয়েট মামলার বিষয়ে বিস্তারিত বৈঠক সারেন। এরপরেই তাৎপর্যপূর্ণভাবে কয়লা পাচার মামলার তদন্তে গতি বাড়িয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

ইডি সূত্রে খবর, গত কয়েকদিনে একাধিক ব্যবসায়ীকে জেরা করা হয়েছে। সেই সূত্রেই চলতি মাসের তিন তারিখ আসানসোলের রানিগঞ্জ ও জামুরিয়া-সহ রাজ্যের একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালান তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। তল্লাশি চলে একাধিক ব্যবসায়ীর বাড়িতেই। দীর্ঘ তল্লাশিতে জামুরিয়ার এক ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে উদ্ধার প্রায় দেড় কোটি টাকা নগদ উদ্ধার করেন তদন্তকারী। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সেদিনই বুদবুদ থানার ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডলের বাড়িতেও তল্লাশি চালান ইডি আধিকারিকরা। সেই মামলাতেই সোমবার মনোরঞ্জন মণ্ডলকে তলব করল ইডি।

জানা গিয়েছে, কয়লা পাচার মামলায় প্রোটেকশন মানি হিসাবে মোটা অঙ্কের লেনদেন হয়েছে। তার সঙ্গে যোগ রয়েছে বুদবুদ থানার ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডলের। শুধু তাই নয়, কয়লা পাচারের মোটা অঙ্কের টাকা তাঁর কাছে পৌঁছেছিল বলেও দাবি তদন্তকারীদের। এই বিষয়েই আরও বিস্তারিত জানতেই ফের ওই পুলিশকর্তাকে জেরা করতে পারেন ইডি আধিকারিকরা, এমনটাও খবর মিলছে বিশেষ এক সূত্রে। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে কিছু জানানো হয়নি।

বুলডোজারে ভাঙল একাধিক দোকান, ৪ প্রোমোটারের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাতের অন্ধকারে বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে ফেলা হল একের পর এক প্রায় ১৩টি দোকান। ইংরেজবাজার শহরের প্রাণকেন্দ্র রামকৃষ্ণপল্লি এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে একটি বহুতলের এই দোকান ঘর ভেঙে ফেলার ঘটনায় সোমবার সকাল থেকেই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। রবিবার রাত দুটো নাগাদ ওই দোকান ঘর ভাঙার সময় সেই বহুতলের এক ব্যবসায়ী কাজে বাধা দিতে এলে তাঁকেও জেসিবি দিয়ে মারার চেষ্টা চালানো হয় বলে অভিযোগ। এরপর এদিন সকালে বিষয়টি জানতে পেরে ব্যবসায়ীদের সংগঠন মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছান। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছে ব্যবসায়ীদের ওই সংগঠন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রামকৃষ্ণপল্লি সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশেই প্রায় ১৫ কাঠা জমির ওপর চারতলা বিশিষ্ট পুরনো একটি বহুতল রয়েছে। নীচের তলায় পরপর রয়েছে ১৩টি বিভিন্ন ধরনের দোকান। যার মধ্যে ঘরোয়া সামগ্রী থেকে নানান ধরনের গাড়ির পার্টস, রঙের দোকান রয়েছে। দোতলায় রয়েছে একটি হোটেল এবং রেস্তোরাঁ। তিনতলা ও চারতলাতে রয়েছে বিভিন্ন বেসরকারি কোম্পানির অফিস। দীর্ঘদিন ধরেই এই বিল্ডিং বেচাকেনা নিয়েই ব্যাপক গোলমাল চলছিল। এমনকি ওই বিল্ডিংটি মালিকানা বদল হলেও নিচের দোকানিদের উঠে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু সেসব দোকানিরা উঠিল না বলে অভিযোগ। এরপর মামলা গড়ায় হাইকোর্ট পর্যন্ত। সেটিও বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে। আর তার মধ্যেই রাতের অন্ধকারে বুলডোজার দিয়ে এভাবে দোকান গুঁড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় উত্তেজনা তৈরি হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী অমিতা তেওয়ারি, অরিজিৎ সিংহদের অভিযোগ, 'দীর্ঘ ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে এখানেই আমরা দোকান করে আসছি। হঠাৎ করে জানতে পারি এই বিল্ডিংটি বিক্রি হয়ে গিয়েছে। এরপর থেকে আমাদের বিভিন্ন ভাবে উঠিয়ে দেওয়ার চাপ দেওয়া হচ্ছিল। মামলা গড়িয়েছে হাইকোর্ট পর্যন্ত। বিষয়টি বিচারাধীন থাকাকালীন কি ভাবে বুলডোজার দিয়ে একের পর এক দোকান ভেঙে দেওয়া হল কিছুই বুঝতে পারছি না। কিছু প্রোমোটার জমি মাফিয়াদের দিয়ে এই কাজ করেছে। প্রচুর টাকার দোকানের সামগ্রী নষ্ট হয়েছে। এই ঘটনায় চারজন প্রোমোটারের বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।'

এদিকে রাতের অন্ধকারে বুলডোজার চালিয়ে একাধিক দোকানপাট ভেঙে দেওয়ার ঘটনায় চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছে জেলার সর্ববৃহৎ ব্যবসায়ীদের সংগঠন মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স। সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সভাপতি জয়ন্ত কুণ্ডু বলেন, 'এদিন সকালে ওই এলাকায় গিয়েছিলাম। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেছি। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার না হলে জাতীয় সড়ক অবরোধ এবং লাগাতার আন্দোলন শুরু হবে।'

এদিকে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই চারজনের মধ্যে একজন রাজীব শর্মা বলেন, 'সমস্ত সম্পত্তির নথি আমাদের কাছে রয়েছে। যারা এখানে দোকান রয়েছেন তাদের কোন কাগজপত্র নেই। দেড় বছর আগে বিল্ডিং বিক্রি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর। ব্যবসায়ীদের ট্রেড লাইসেন্স নেই। বেআইনি ভাবে ওরা জোর করে বসে রয়েছে।' এদিকে পুরো বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, প্রকাশ্যেই তৃণমূলের মদতেই গুন্ডারাজ চলছে। ইংরেজবাজার শহরে কিছু প্রোমোটার জমি মাফিয়াদের সঙ্গে হাত মিলিয়েই এভাবেই ব্যবসায়ীদের সর্বস্বান্ত করছে।

ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, বিজেপির পক্ষ থেকে ভুলভাল মন্তব্য করা হচ্ছে। দাবি, ব্লিডিংটি ড্যামেজ ছিল। ব্লিডিং এর মালিক আবেদন করেছিলেন। তার ভিত্তিতে পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে পরীক্ষা করানো হয়। তারপর ব্লিডিংটি ভঙার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে পুরসভার ব্লিডিং ভাঙার জন্য কোনও পরিকাঠামো নেই পুরসভার। তাই ব্লিডিং মালিক তার ব্লিডিং নিজেই ভেঙেছে।

অ্যাক্সিস ব্যাংক লি.

স্থানীয় অফিস : এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ১ শেক্সপিয়ার সরণি,কলকাতা-৭০০০৭১
রেজিস্টার্ড অফিস : "ত্রিশূল", ৪র্থ তল, সমর্থেশ্বর মন্দির ল গার্ডেনের বিপরীতে, এলিসব্রিজ আহমেদাবাদ - ৩৮০০০৬

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পদের বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সলের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস এর রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।

এতদ্বারা সাধারণ এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণের) উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি, **কার্যকরী দখলীকৃত** অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি. জামিন অধীনে ঋণদাতা এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রি করা হবে **" যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যে অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে ১৮.০৩.২০২৬ তারিখে বিক্রি করা হবে ২,৩১,৩১,৪৮৬ টাকা (দুই কোটি একত্রিশ লাখ একত্রিশ হাজার চারশো ছিয়াশি টাকা) উশুলের জন্য এসি *************** ৪৮৩৯ অধীনে ২২.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** (অতিরিক্ত চুক্তি মোতাবেক সুদ প্রকৃত পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সহ) এবং পরবর্তী চুক্তি মোতাবেক হারে সুদ আদায়/উশুল হওয়া পর্যন্ত এবং পরবর্তী সুদ এবং শুল্ক বকেয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট শ্রীমতি ললিতা শ্রী মুর্তি এর কাছ থেকে। অনুগ্রহ করে নির্ধারিত নিলাম সূচি দেখুন প্রয়োজনীয় বিস্তারিত জন্য :-

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা (যদি কিছু থাকে) :	নির্ধারিত ঋণদাতার জ্ঞাত নয়, ক্রেতাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবহিত হতে হবে অপ্রদেয় বিদ্যুৎ বিল, রক্ষণাবেক্ষণ শুল্ক বা কর বা অন্য কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া এবং/বা বকেয়া দায়বদ্ধতা ইত্যাদি যদি কিছু থাকে প্রযোজ্য মতে। *আইনগত বিচারাধীন যদি কিছু থাকে আগ্রহী ক্রেতাকে তা অবহিত হতে হবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি নিলাম অধীনে ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলীকৃত।
সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়) :	**১,৮৯,৩৯,০৫০ টাকা** (এক কোটি উননব্বই লাখ উনচল্লিশ হাজার পঞ্চাশ টাকা)
বায়না জমা (টাকায়) :	**১৮,৯৩,৯০৫ টাকা** (আঠার লাখ তিরানব্বই হাজার নশো পাঁচ টাকা) ডিডি এর আকারে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি. এর অনুকূলে প্রদেয়।
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ :	**২০,০০০ টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা)
ইএমডি সহ ডাক/টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ, সময় এবং স্থান :	**১৭.০৩.২০২৬** বিকেল ৪টের মধ্যে স্থানীয় রায়পুর অফিসে
সাধারণ ই-নিলামের তারিখ, সময় এবং স্থান :	**১৮.০৩.২০২৬** তারিখ বেলা ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টার মধ্যে প্রতিটির ক্ষেত্রে অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে ওয়েব পোর্টাল https://www.bankeauctions.com মাধ্যেমে, ই-নিলাম টেন্ডার ফর্ম, ঘোষণা ইত্যাদি সহ ই-নিলাম টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে নিম্নেবর্ণিত পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার ওয়েবসাইট থেকে।

তপশিল - বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত

জমির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দায়হীন বাস্তু জমি আনুমানিক এরিয়া ৩ কাঠা ৪ ছটাক ২৭ বর্গফুট জমি অবস্থিত তৌজি নং ২৯৯৮, সিএস দাগ নং ৪১১, আরএস দাগ নং ৪১৭ (নতুন), জেএল নং ১২, মৌজা-মাদুরদহ, সিএস খতিয়ান নং ১৫৯, আরএস খতিয়ান নং ১৫৩/১, টালিগঞ্জ থানা বর্তমানে তিলজলা থানা অধীন, বর্তমানে কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন এবং সাব রেজিস্ট্রার , আলিপুর, বর্তমানে অতিরিক্ত সাব রেজিস্ট্রার শিয়ালদহ জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, প্রেমিসেস নং ১৫২৫ মাদুরদহ, কলকাতা -৭০০১৪০৭, চৌহদ্দি : উত্তরে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক। দক্ষিণে : স্কিম প্লট নং পি-২/১/৩০। পূর্বে : স্কিম প্লট নং পি-২/১/২৭, পশ্চিমে : স্কিম প্লট নং পি-২/১/২৫।

ভবনের বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দায়হীন বাস্তু জমি আনুমানিক এরিয়া ৩ কাঠা ৪ ছটাক ২৭ বর্গফুট কমবেশি একতলা এবং ৩ তলা ভবন বসবাসের ঢাকা এরিয়া আনুমানিক ৪৯০০ বর্গফুট লিফট সহ, তৌজি নং ২৯৯৮, সিএস দাগ নং ৪১১, আরএস দাগ নং ৪১৭ (নতুন), জেএল নং ১২, মৌজা- মাদুরদহ, সিএস খতিয়ান নং ১৫৯, আরএস খতিয়ান নং ১৫৩/১,টালিগঞ্জ থানা, বর্তমানে তিলজলা এবং বর্তমানে কলকাতা পৌর সংস্থা অধিক্ষেত্রে সাব রেজিস্ট্রার আলিপুর, বর্তমানে অতিরিক্ত সাব -রেজিস্ট্রার শিয়ালদহ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সংখ্যায়িত প্রেমিসেস নং ১৫২৫ মাদুরদহ, কলকাতা -৭০০১০৭।

বিক্রির বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে জামিনঅধীনে ঋণদাতার ওয়েব সাইট https://www.axisbank.com/auction-retail এবং ব্যাঙ্কের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এর ওয়েবপোর্টাল https://www.bankeauctions.com দেখুন।

নিলাম ব্যাঙ্কের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড তাদের ওয়েবপোর্টাল https://www.bankeauctions.com মাধ্যমে অনলাইলে সম্পাদন করবে।

আরও বিস্তারিত সহায়তার জন্য যেমন পর্যবেক্ষণ এর জন্য আগ্রহী ডাকদাতাদের শ্রী মহ সাহাদাব আলম (মো :নং : ৯৯০৩৬১০৩১৯), ব্যাঙ্ক অফিসারের সঙ্গে কাজের সময়ে সকাল ৯.৩০ থেকে বিকেল ৪ টার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন।

তারিখ ১০.০২.২০২৬
স্থান কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার,
অ্যাক্সিস ব্যাংক লি

AXIS BANK — অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৫ম তল, ১ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১

রুল ৮(১) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, **অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড** (পূর্বতন ইউটিআই ব্যাঙ্ক লি.) -এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৮.০২.১৭ তারিখে ঋণগ্রহীতা ইনটেলিসিস টেকনোলজিস অ্যান্ড রিসার্চ প্রা. লি.** ঠিকানা বি - ০৯, এলগিন চেম্বারস, ১এ, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ **আরও ঠিকানা** - রেজিস্টার্ড অফিস "ট্রিনিটি প্লাস" ৫ডি, ৬ষ্ঠ তল, ২৩৮এ, এজেসি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ এবং জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ : **১. শ্রী সৌমেন চক্রবর্তী** ১, চৌরঙ্গি ট্যারেস, পো গোখলে রোড কলকাতা - ৭০০০২০ **২. শ্রীমতী চন্দ্রানী চক্রবর্তী** ১, চৌরঙ্গি ট্যারেস, পো গোখলে রোড কলকাতা - ৭০০০২০ **৩. ইনটেলসিস টেকনোলজিস প্রা. লি.** ১, চৌরঙ্গি ট্যারেস, পো গোখলে রোড কলকাতা - ৭০০০২০ নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **২১,০৯,৯২,১৭৩.৫১ টাকা (একুশ কোটি নয় লাখ বিরানব্বই হাজার একশ তিয়াত্তর টাকা এবং একান্ন পয়সা) টাকা** ০২.০২.১৭ থেকে বকেয়া (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.১২.১৬ পর্যন্ত সুদ সহ) ০১.০১.২০১৭ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য লোকসান, ক্ষতি ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে** স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত সম্পক্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন **অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড** (পূর্বতন ইউটিআই ব্যাঙ্ক লি.) -এর নিকট **৩৮,১৪,৫৫,৪১৮.৫০ টাকা (আটত্রিশ কোটি চোদ্দ লাখ পঞ্চান্ন হাজার চারশ আঠার টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) টাকা ২৯.০৮.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া** (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ২৯.০৮.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ৩০.০৮.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, ক্ষতি, লোকসান ইত্যাদি সহ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইন্টেলসিস টেকনোলজিস প্রা লি , অফিস স্পেস নং বি-০৯, পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ৮০২ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া উত্তর দিকে বেসমেন্টে ভবনের পরিচিত এলগিন চেম্বারস নামে লিজ অধিকারে অবস্থিত ব্লক বি প্রেমিসেস নং ১এ, আশুতোষ মুখার্জি রোড, থানা ভবানীপুর, ডিএসআর এবং এডিএসআর আলিপুর, জেলা ২৪ পরগনা।

তারিখ : ০৭.০২.২০২৬
স্থান : কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার,
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

শ্রীবাস অঙ্গন রোড, পোস্ট- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া
পিন-৭৪১৩০২ (পশ্চিমবঙ্গ), ফোন নং - (০৩৪৭২) ২৪০-৩৪৭
স্থাপিত-১৯২৯ (রেজিঃ নং ৪২ তারিখ ২৬.১১.১৯২৯),
আরবিআই লাইসেন্স নং- UBD. W.B 14/2009-10

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: শ্রী প্রবীর মণ্ডল, মোবাইল: ৮৪৩৬৬৬৩৪৫৭, ই-মেল আইডি: nbccbank@rediffmail.com /contact@nabadwipcoopbank.com

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশনের পাবলিক নোটিশ
ইএমডি এবং নথিপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ২৫.০২.২০২৬ দুপুর ২.০০ টায়

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪ নং)-এর অধীনে ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়।

যেহেতু, দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিমিটেড, নবদ্বীপ, নদীয়া-র অনুমোদিত আধিকারিক সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ -এর ধারা ১৩(২) অনুযায়ী নোটিশ জারির প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, তাই ব্যাংকের বকেয়া আদায়ের জন্য উক্ত সম্পত্তি **'যেখানে যা আছে এবং যেমন আছে'** ভিত্তিতে বিক্রির অধিকার সহ ই-অকশন করা হবে। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক এই বিক্রয় প্রক্রিয়া ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে, যা এই ওয়েবসাইটে প্রদান করা হয়েছে- **https://www.bankeauctionwizard.com**

ক্র. নং.	ক) শাখার নাম এবং খ) অ্যাকাউন্টের নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত / সম্পত্তির(সমূহ) মালিকের নাম	দাবি/দখল বিজ্ঞপ্তি তারিখ এবং বকেয়া পরিমান (সুরক্ষিত ঋণ)	ইএমডি রেমিট্যান্স	১) সংরক্ষিত মূল্য (টা.) ২) ইএমডি ৩) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ (টা.)	ই-অকশনের তারিখ / সময়
১.	ক) দি নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিমিটেড, নবদ্বীপ, নদীয়া খ) বণিক এন্টারপ্রাইজ, প্রোপ্রাইটর সুবীর বণিক, পিতা- প্রয়াত পরীক্ষিত বণিক	১.৭৭৫ শতক এবং ১.২২৫ শতক পরিমাপের জমি ও ভবন, মোট = ৩ শতক, সুবীর বণিক (পিতা- প্রয়াত পরীক্ষিত বণিক) -এর অনুকূলে। খতিয়ান নং- সি.এস ১০৬৯, আর.এস- ১২১৯৯, এল.আর- ২৮০৭৪, ২৮২১১, হাল- ৩০১৯৬, দাগ (প্লট) নং আর.এস- ১২৭/৮০১৫, এল.আর- ৬৮৫, মৌজা- ২০, নবদ্বীপ। দলিল নং- I-২২৬৬, সাল ২০১৮।	১৩(২) ধারা অনুযায়ী নোটিশের তারিখ ১৬/০২/২০২৩ ১৩(৪) ধারা অনুযায়ী নোটিশের তারিখ ০৯/০১/২০২৪ এবং ৩১/১২/২০২২ তারিখ অনুযায়ী ২৫,৬৩,০৫৩.০০ টাকা সাথে সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ	দি নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিমিটেড, নবদ্বীপ, নদীয়া-র অনুকূলে ডিডি।	১) ২৪,০০,০০০/- ২) ২,৪০,০০০/- ৩) ১০,০০০/-	তারিখ ২৬.০২.২০২৬, বেলা ১১০০ টা থেকে দুপুর ২০০ টা পর্যন্ত, সাথে আনলিমিটেড ৫ মিনিটের অটো এক্সটেনশন (যদি শেষ ৫ মিনিটে কেউ বিড করেন)।

পরিদর্শন তারিখ: ২০.০২.২০২৬ | **দখলের ধরন: বাস্তবিক**

শর্তাবলী-

১. ই-অকশনের প্ল্যাটফর্ম **(https://www.bankeauctionwizard.com)** আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা **মেসার্স এন্টারেস সিস্টেমস লিমিটেড** দ্বারা প্রদান করা হবে, যাদের নিবন্ধিত কার্যালয় নং ২৪, সুধা কমপ্লেক্স, ৩য় পর্যায়, ৪র্থ ব্লক, ব্যাঙ্গালোর-৫৬০০৭৯, কর্ণাটক, (যোগাযোগ/ফ্যাক্স নং: +৯১-৮০-৪০৪৮২০০০/+৯১-৮০-৪৯৩৫২০০০)। এই পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা প্রয়োজনে সেইসব বিডারদের ই-অকশনের ডেমোনস্ট্রেশন/প্রশিক্ষণ প্রদান করবে যারা অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে বায়নার টাকা (ইএমডি) জমা দিয়েছেন।

২. বায়নার টাকা (ইএমডি) ই-নিলামে অংশ নেওয়ার জন্য সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ১০% এর সমপরিমাণ অর্থ একটি বন্ধ খামে উপরোক্ত প্রসেস কমপ্লায়েন্স ফর্ম এবং ইএমডি সংক্রান্ত ডিমান্ড ড্রাফট / ব্যাঙ্কার্স চেক সহ ২৫/০২/২০২৬ (বেলা ২.০০ টা পর্যন্ত) তারিখের মধ্যে অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে জমা দিতে হবে। **খামের উপরে "EMD for e Auction A/c. The Nabadwip Co-operative Credit Bank Ltd. (সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অ্যাকাউন্টের নাম)" লেখা থাকতে হবে।**

৩. বায়নার টাকা (ইএমডি) কোনো তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাংক দ্বারা ইস্যু করা ব্যাঙ্কার্স চেক/ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে **"The Nabadwip Co-operative Credit Bank Ltd. Nabadwip, Nadia"** -এর অনুকূলে প্রদান করতে হবে। বিড সফল না হলে এই বায়নার টাকা ফেরতযোগ্য। চেক বা নগদের মতো অন্য কোনো মাধ্যমে পেমেন্ট গ্রহণ করা হবে না। বায়নার টাকা জমা না দিলে বিডারদের ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।

৪. প্রসেস কমপ্লায়েন্স ফর্মটি যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে এবং শুধুমাত্র বিডারের অনুমোদিত ব্যক্তিকেই এতে স্বাক্ষর করতে হবে। এতে অবশ্যই থাকতে হবে ক) নাম খ) ঠিকানা গ) বৈধ ইমেল আইডি এবং মোবাইল নম্বর, যোগাযোগ নম্বর (যা উপরোক্ত ই-অকশন ওয়েবসাইটে নিবন্ধিত / নিবন্ধিত হতে হবে)।

৫. ইচ্ছুক বিডার / ক্রেতাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট **https://www.bankeauctionwizard.com** -এ ই-অকশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং ই-অকশন **২৬/০২/২০২৬ তারিখে বেলা ১১.০০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত** অনুষ্ঠিত হবে।

৬. যেকোনো অপ্রত্যাশিত জরুরি অবস্থা বা ছুটির ঘোষণার কারণে ই-অকশনের সময়সূচী পরিবর্তন করার অধিকার ব্যাংকের সংরক্ষিত রয়েছে।

৭. ই-অকশন চলাকালীন, বিডাররা সর্বশেষ উদ্ধৃত বিডের ওপর আরও উচ্চমূল্যের বিড দেওয়ার সুযোগ পাবেন এবং উপরোক্ত সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিড বৃদ্ধির ন্যূনতম পরিমাণ হবে **১০,০০০.০০ টাকা।** বিডারদের পরবর্তী উচ্চতর বিড দেওয়ার জন্য **পাঁচ মিনিট** সময় দেওয়া হবে এবং যদি কোনো বিডার সর্বশেষ সর্বোচ্চ বিডের ওপর দশ মিনিটের মধ্যে কোনো উচ্চতর বিড না দেন, তবে ই-অকশন বন্ধ হয়ে যাবে।

৮. ইচ্ছুক বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যেন তারা বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, ই-অকশনের শর্তাবলী এবং ই-অকশন পরিচালনার হেল্প ম্যানুয়াল গুরুত্ব সহকারে পড়েন এবং কঠোরভাবে অনুসরণ করেন।

৯. ই-অকশন প্রক্রিয়ার আগে বা চলাকালীন কোনো অসুবিধা বা সহায়তার প্রয়োজন হলে তারা আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর অনুমোদিত প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যোগাযোগের বিবরণ- **শ্রী কুশল বোস, মোবা.- ৭৬৮৬৯১৩১৫৭, মেইল আইডি- kushal.b@antaressystems.com / শ্রী সিদ্ধার্থ মন্ডল, মোবা.- ৯৬৭৪৭৫৮৭২৪, মেইল আইডি- siddharthasundar.m@antaressystems.com**

১০. সফল বিডারকে বিড করা অর্থের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) থেকে জমাকৃত বায়নার টাকা (ইএমডি) বাদ দিয়ে বাকি টাকা অবিলম্বে (২৪ ঘণ্টার মধ্যে) জমা দিতে হবে এবং অবশিষ্ট টাকা **অকশনের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে** প্রদান করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল বিডারের জমা দেওয়া অর্থ অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত আধিকারিক অকশন বাতিল করে নতুন করে অকশন করার স্বাধীনতা পাবেন।

১১. সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত আধিকারিক নিয়ম অনুযায়ী বিক্রয় শংসাপত্র প্রদান করবেন।

১২. স্ট্যাম্প ডিউটি এবং বিক্রয় শংসাপত্র নিবন্ধন সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ সফল বিডারকে বহন করতে হবে।

১৩.কোনো কারণ না দর্শিয়ে যেকোনো বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান অথবা বিক্রয় স্থগিত/বাতিল করার পূর্ণ অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের রয়েছে। এছাড়া, ইএমডি জমা দেওয়ার নির্ধারিত দিনটি ছুটির দিন ঘোষিত হলে পরবর্তী কাজের দিন পর্যন্ত ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ পিছিয়ে দেওয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, এই বিজ্ঞপ্তির কোনো কিছুই সম্পত্তি বিক্রির বিষয়ে ব্যাংকের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধিত্ব হিসেবে গণ্য হবে না।

১৪. উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি পরিদর্শনের জন্য, ইচ্ছুক বিডাররা কাজের দিনগুলিতে অফিস চলাকালীন শ্রী ঝন্টু মন্ডল (সেক্রেটারি) এবং অনুমোদিত আধিকারিক শ্রী প্রবীর মন্ডল (সিইও), **দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিমিটেড, নবদ্বীপ, নদীয়া**-র সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যোগাযোগ নং +৯১-৯৭৩২৪৬২৩৭৩ এবং ৯৭৩৪০৯৬৫৫৭, ইমেল আইডি- nbccbank@rediffmail.com।

দ্রষ্টব্য- এটি উপরোক্ত ঋণের ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতাদের জন্যও উক্ত তারিখে এই বিক্রয় আয়োজন এবং অন্যান্য বিবরণ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি। এটি একটি ত্রিশ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

তারিখ: ১০.০২.২০২৬
স্থান: নবদ্বীপ

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ

Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

জোনাল অফিস - ১৪/১৫ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১
টেলি.: ০৩৩ ২২৪৮ ৫৯৫৭ / ৫৮৬৭
ইমেল আইডি: zo.kolkata@psb.bank.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

(সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট-২০০২ -এর শর্তাবলী অনুসারে)

যেহেতু সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক ১৩(১২) ধারা সহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলীর দ্বারা ক্ষমতা প্রয়োগ করে, যা তাঁকে দেওয়া হয়েছে, অ্যাকাউন্টগুলির পাশে উল্লিখিত তারিখে ১৩(২) ধারা অনুসারে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যেখানে ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাদেরকে বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল। যেহেতু ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এতদ্বারা নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) এবং সাধারণ জনগণকে জানানো হচ্ছে যে, অনুমোদিত আধিকারিক উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা সহ প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলীর দ্বারা তাঁকে দেওয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করে সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক-এর সুরক্ষিত ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ অনুসারে অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক দখল নেওয়ার পর, ঋণগ্রহীতা(গণ) -এর পাশে উল্লিখিত বকেয়া অর্থ এবং সেখানে উল্লিখিত তারিখ থেকে এর উপর সুদ ও খরচ ও চার্জ সহ, নিচে সংক্ষিপ্ত বিবরণে দেওয়া **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে"** এবং **"সেখানে যা-কিছু আছে"** এবং '**রিকোর্স ব্যতীত**' শর্তে নিম্নোক্ত সম্পত্তিটি কেনার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক সীলমোহর করা খামে প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে:

ই-অকশনের তারিখ: ২৭.০২.২০২৬, অকশনের সময়: দুপুর ২.০০টা - বিকাল ৪.০০ টা
ইএমডি -এর শেষ তারিখ: ২৬.০২.২০২৬, সময় বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত
বিক্রয়ের স্থান: https://www.baanknet.com

ক্র. নং.	ক) শাখার নাম খ) ঠিকানাসহ ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম।	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ / স্বত্বাধিকারীর নাম (সম্পত্তির ছবি এবং বিস্তারিতর জন্য কিউআর কোড)	ক) ১৩(২) বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) ১৩(৪) বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
অনুমোদিত আধিকারিকের নাম : ধীরেন্দ্র কুমার, ফোন নং ৯৮১৬৬০০৪১৭, ইএমডি এর জন্য এনইএফটি/আরটিজিএস -এর বিবরণ : আইএফএসসি : PSIB0000719, অ্যাকা. নং ০৭১৯৫০৪০০৭০০০৩				
১.	ক) লেক টাউন শাখা খ) অমল কুণ্ডু এবং মামন কুণ্ডু	বসবাসের ফ্ল্যাট জি-২ একতলায় (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৪০ বর্গফুট),উত্তর-পূর্ব দিকে উষা ভিলা, অবস্থিত হোল্ডিং নং ১৪১/১/৪, শহীদ ননী সাহা সরণি, মৌজা- দক্ষিণ নিমতা, জেএল নং ০৮, আরএস নং ১০২,তৌজি নং ১৭৩, আরএস দাগ নং ৪৮০৯, আরএস খতিয়ান নং ১৪০৫,পো এবং থানা -নিমতা, ওয়ার্ড নং ২৭, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০০৪৯। **সম্পত্তি স্বত্বদখলীকৃত।** সম্পত্তির ছবি	ক) ১৪.০৮.২০২৩ খ) ১৩.১২.২০২৩ গ) ১৫,৬৬,৭৭৩.৯০ টাকা (পনেরো লক্ষ ছেষট্টি হাজার সাতশত তিয়াত্তর টাকা এবং নব্বই পয়সা মাত্র), সেকশন ১৩(২) নোটিশ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ১৪.০০ লক্ষ টাকা খ) ১.৪০ লক্ষ টাকা গ) ১৪,০০০.০০ টাকা
অনুমোদিত আধিকারিকের নাম : নলিন লোচন দেও, ফোন নং ৯০৩১০৮৮৮৫০, ইএমডি -এর জন্য এনইএফটি/আরটিজিএস এর বিবরণ : আইএফএসসি : PSIB0000719, অ্যাকা. নং ০৭১৯৫০৪০০৭০০০৩				
২.	ক) হলদিয়া শাখা খ) মানস কুমার মন্ডল জামিনদার: শ্রীমতী রুদ্রাণী মন্ডল	বসবাসের সম্পত্তি অবস্থিত জেএল নং ১৬১, খতিয়ান নং ৫৪৭/৪, (এলআর), প্লট নং ৭১৩, এরিয়া - ৫ ডেসিমেল, মৌজা রায়রায়ানচক, পো পীতাম্বরচক, থানা : হলদিয়া, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৬৫৭। **সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত।** সম্পত্তির ছবি	ক) ১৪.১২.২০২৩ খ) ১৭.০৫.২০২৪ গ) ১৭,১৫,১২৮.০৫ টাকা (সতেরো লক্ষ পনেরো হাজার একশত আটাশ টাকা এবং পাঁচ পয়সা মাত্র), সেকশন ১৩(২) নোটিশ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ২০.৯৩ লক্ষ টাকা খ) ২.০৯৩ লক্ষ টাকা গ) ২১,০০০.০০ টাকা
অনুমোদিত আধিকারিকের নাম: সি. এন. লিলি, ফোন নং ৭৬৪১০০৭২১২, ইএমডি -এর জন্য এনইএফটি/আরটিজিএস -এর বিবরণ : আইএফএসসি : PSIB0000719, অ্যাকা. নং ০৭১৯৫০৪০০৭০০০৩				
৩.	ক) ডানলপ ব্রিজ শাখা খ) মেসার্স এ. বি. ইন্ডাস্ট্রিজ স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতী অপর্ণা ভট্টাচার্যী জামিনদার: শ্রী স্বপন ভট্টাচার্যী	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত চার বাণিজ্যিক সম্পত্তি ঠিকানা : ১১২/৪, গির্জাতলা রোড,জেলা উত্তর ২৪ পরগনা,ওয়ার্ড নং ৮, মৌজা- আড়িয়াদহ কামার হাটি, জেএল নং ০১, তৌজি নং ১৭৩,আরএস খতিয়ান নং ১২৪৪। **সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত।** সম্পত্তির ছবি	ক) ৩০.০৫.২০২৪ খ) ০৯.০৮.২০২৪ গ) ৩৬,৩২,৪৯৩.১৩ টাকা (ছত্রিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার চারশত তিরানব্বই টাকা এবং তেরো পয়সা মাত্র), সেকশন ১৩(২) নোটিশ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ৪৮.৩৬ লক্ষ টাকা খ) ৪.৮৩৬ লক্ষ টাকা গ) ৪৮,৫০০.০০ টাকা
অনুমোদিত আধিকারিকের নাম: সি. এন. লিলি, ফোন নং ৭৬৪১০০৭২১২, ইএমডি -এর জন্য এনইএফটি/আরটিজিএস -এর বিবরণ : আইএফএসসি : PSIB0000719, অ্যাকা. নং ০৭১৯৫০৪০০৭০০০৩				
৪.	ক) গরালগাছা শাখা খ) মেসার্স অর্জুন এন্টারপ্রাইজেস জামিনদার: শ্রী সোমনাথ দত্ত	দোকান নং ৪, একতলা, শ্রী কৃষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট, ১ নং গভর্নমেন্ট কলোনি, হোল্ডিং নং ৯৩, বিবেকানন্দ ক্লাবের নিকট, উত্তরপাড়া-কোতরঙ পুরসভা,ওয়ার্ড নং ২৩, থানা -উত্তরপাড়া, পো - মাখলা, হুগলি, পিন - ৭১২২৪৫। সম্পত্তির ছবি	ক) ০২.০৩.২০২৪ খ) ১৬.০১.২০২৫ গ) ১৪,৯৮,৮০২.২০ টাকা (চৌদ্দ লক্ষ আটানব্বই হাজার আটশত দুই টাকা এবং কুড়ি পয়সা মাত্র), সেকশন ১৩(২) নোটিশ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ২১.২০ লক্ষ টাকা খ) ২.১২ লক্ষ টাকা গ) ২২,০০০.০০ টাকা
অনুমোদিত আধিকারিকের নাম : নলিন লোচন দেও, ফোন নং ৯০৩১০৮৮৮৫০, ইএমডি -এর জন্য এনইএফটি/আরটিজিএস এর বিবরণ : আইএফএসসি : PSIB0000719, অ্যাকা. নং ০৭১৯৫০৪০০৭০০০৩				
৫.	ক) বিরাটি শাখা খ) মেসার্স গ্লোবাল হাইটেক জামিনদারগণ: শ্রী রবীন্দ্র সরকার এবং শ্রীমতী মঞ্জু সরকার	জমির পরিমাপ ১ কাঠা ৮ ছটাক তদস্থিত তিনতলা ভবন অবস্থিত হোল্ডিং নং ২৬, নব মহাজাতি রোড,এয়ারপোর্ট ২.৫ নং গেটের নিকট, দম দম পুরসভার ওয়ার্ড নং এবং পো : ইটালগাছা, থানা দমদম, কলকাতা- ৭০০০২৮,উত্তর ২৪ পরগনা। সম্পত্তির ছবি	ক) ১১.১০.২০২১ খ) ২২.১২.২০২২ গ) ১৯,৯৯,০৪১.৩০ টাকা (উনিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার একচল্লিশ টাকা এবং ত্রিশ পয়সা মাত্র), সেকশন ১৩(২) নোটিশ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ৩২.০০ লক্ষ টাকা খ) ৩.২০ লক্ষ টাকা গ) ৩২,০০০.০০ টাকা

পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ১৯.০২.২০২৬ থেকে ২০.০২.২০২৬ (সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত)।

ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট

১. **নিয়ম ও শর্তাবলী :** ১. ই-নিলাম '**যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে**' এবং '**যা আছে তা আছে ভিত্তিতে**' অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
২. অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বোত্তম জ্ঞান ও তথ্য অনুসারে, উপরে উল্লিখিত ব্যতীত অন্য কোনো সম্পত্তির উপর কোনো দায়ভার নেই। তবে, আগ্রহী দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়ভার, নিলামে দেওয়া সম্পত্তির স্বত্ব এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করে নেওয়া উচিত। ই-নিলামের বিজ্ঞাপনটি ব্যাঙ্কের কোনো প্রতিশ্রুতি বা কোনো প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং এটি এমন বলে বিবেচিত হবে না। সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের কাছে জানা বা অজানা সমস্ত বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দায়ভার সহ বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক/সিকিওর্ড ঋণদাতা কোনোভাবেই তৃতীয় পক্ষের কোনো দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
৩. বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির পরিদর্শন করা এবং সম্পদ ও স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করা দরদাতাদের দায়িত্ব হবে।
৪. শুধুমাত্র সেই ক্রেতারা ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন, যাদের ইউজার আইডি/পাসওয়ার্ড আছে এবং এনইএফটি/আরটিজিএস এর মাধ্যমে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) নিশ্চিত করা হয়েছে।
৫. আগ্রহী দরদাতারা, যারা **২৬.০২.২০২৬ তারিখের মধ্যে** সংরক্ষিত মূল্যের ১০% -এর কম নয় এমন ইএমডি অনলাইনে জমা দিয়েছেন, তারা **বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত** অনুষ্ঠিতব্য নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন। উপরোক্ত সম্পত্তিগুলির ই-নিলাম প্রতিটি সম্পত্তির পাশে উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে দরদাতাদের মধ্যে আন্তঃ-বিডিংয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। দরদাতা 'বিড বৃদ্ধির পরিমাণ' কলামে প্রতিটি সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত পরিমাণের গুণিতকে তাদের অফার উন্নত করবেন। ই-নিলামের সমাপ্তির সময়ের শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে যদি কোনো বিড জমা দেওয়া হয়, তাহলে সমাপ্তির সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৫ মিনিটের জন্য বৃদ্ধি পাবে (প্রতিবার ৫ মিনিটের জন্য সীমাহীন সংখ্যক এক্সটেনশনের সাপেক্ষে)। ই-নিলাম বন্ধ হওয়ার পর সর্বোচ্চ দর জমা দেওয়া দরদাতাকে (সংরক্ষিত মূল্যের নিচে নয়) সফল দরদাতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে এবং এটি অনুমোদিত আধিকারিক/সিকিওর্ড ঋণদাতার অনুমোদন সাপেক্ষে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে জানানো হবে।
৬. সম্ভাব্য যোগ্য দরদাতারা ই-নিলামের তারিখের আগে **https://www.baanknet.com** থেকে ই-নিলামের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। অনুমোদিত আধিকারিক/ব্যাঙ্ক বা **https://www.baanknet.com** কেউই কোনো ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সমস্যার জন্য দায়ী থাকবে না এবং আগ্রহী দরদাতাদের নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ই-নিলাম ইভেন্টে অংশগ্রহণের জন্য প্রযুক্তিগতভাবে প্রস্তুত।
৭. ক্রেতাকে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/অতিরিক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি/স্থানান্তর চার্জ, ফি ইত্যাদি এবং সেইসাথে পূর্বের ও ভবিষ্যতের সমস্ত বিধিবদ্ধ/অ-বিধিবদ্ধ বকেয়া, কর, রেট, অ্যাসেসমেন্ট চার্জ, ফি ইত্যাদি বহন করতে হবে।
৮. অনুমোদিত আধিকারিক সর্বোচ্চ অফার গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যেকোনো বা সমস্ত অফার গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা ই-নিলাম স্থগিত/বাতিল করার সম্পূর্ণ অধিকার রাখেন।
৯. দরদাতাদের বিড জমা দেওয়ার এবং ই-নিলামে অংশ নেওয়ার আগে ওয়েবসাইট- **https://www.baanknet.com** -এ উপলব্ধ ই-নিলামের বিস্তারিত শর্তাবলী ভালোভাবে দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
১০. বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ অবিলম্বে, অর্থাৎ একই দিনে বা পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে, অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক বিড মূল্য গৃহীত হওয়ার পর ইতিমধ্যে জমা দেওয়া আর্নেস্ট মানি সহ পরিশোধ করতে হবে। যদি তা না করা হয়, তবে সম্পত্তিটি আবার বিক্রি করা হবে।
১১. উক্ত মূল্যের বাকি ৭৫ শতাংশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার **১৫ দিনের** মধ্যে বা তার আগে পরিশোধ করতে হবে। উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, জমা দেওয়া অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পত্তিটি পুনর্বিক্রয় করা হবে। ডিফল্টকারী ক্রেতা সম্পত্তির উপর বা পরবর্তীতে এটি যে দামে বিক্রি হবে তার কোনো অংশের উপর সমস্ত দাবি হারাবেন।

তারিখ: ১০.০২.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট : https://www.punjabandsindbank.co.in দেখুন

প্রশাসন, শাসক নেতাকে টাকা খাইয়ে মেলা প্রাঙ্গণের মাটি বিক্রির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলি: মাটি মাফিয়ার দাপটে বিপন্ন পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার লোহাচুর গ্রহরাজ তলার মেলা প্রাঙ্গণ। গত দু'বছর ধরে এই মেলা প্রাঙ্গণের চতুর দিক থেকে এক নাগাড়ে মাটি কেটে বিক্রি করছেন পূর্বস্থলী সুলুন্টুরের এক মাটি মাফিয়া। এক একটা ট্রাক্টর বোঝাই বালি মাটি বিভিন্ন ইটভাটায় বিক্রি করা হচ্ছে ৭০০ থেকে ৮০০ টাকায়। দিনের পাশাপাশি রাতেও ওই ধর্মীয় স্থান থেকে মাটি লুঠ হচ্ছে বলে অভিযোগ। এলাকাবাসীর একাংশের অভিযোগ, এলাকার পুলিশ, বিএলআরও, শাসকদলের সর্বময় নেতাকে প্রতি গাড়ি পিছু টাকা দিয়ে

এই বেআইনি কারবার চলছে। এই মাটি মাফিয়াদের ভয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করার সাহস পান না। কারণ যেসব জায়গা থেকে মাটি কেটে নেওয়া হচ্ছে, সেগুলো সব সরকারি খাসের জায়গা। ফলে মাসের পর মাস কেটে গেলেও স্থানীয় বাসিন্দারা গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। তারাও জেনে গিয়েছে,এই মাটি মাফিয়ার মাথার ওপর শাসক দলের মদত রয়েছে। যে প্রতিবাদ করবে, তাকেই জেলে যেতে হবে।

ইতিমধ্যেই পূর্বস্থলী লোহাচুরের এই ধর্মীয় স্থান থেকে মাটি কেটে পাচারের নিয়ে সরব হতে শুরু করেছে, বিজেপি, সিপিএম থেকে জনতা উন্নয়ন পার্টির কর্মকর্তারা। তাদের দাবি, গত দু'বছর ধরে একনাগাড়ে ওই ধর্মীয় স্থান থেকে মাটি কেটে নিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। যা সম্পূর্ণভাবে বেআইনি। কোন জায়গায় ১৫ ফুট। কোন জায়গায় ২০ ফুট পর্যন্ত গভীর করে, জে-সি-বি দিয়ে মাটি কেটে বিক্রি করা হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন এবং স্থানীয় শাসকদলের নেতা, সমস্ত কিছু জানেন। লক্ষ লক্ষ টাকা গোপনে লেনদেন হচ্ছে। কিন্তু তারা কোনও ব্যবস্থা না-নেওয়ার ফলে, এই বেপরোয়া মাটি চুরির কারবার বন্ধ করা যায়নি। এ ভাবে চলতে থাকলে, এই মেলা প্রাঙ্গণে খুব তাড়াতাড়ি ধস নামতে শুরু করবে। পুলিশ ও বিএলআরওকে অবিলম্বে এই জায়গা পরিদর্শন করে। দোষী মাটি মাফিয়ার বিরুদ্ধে এফআইআর করে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। তা না হলে তাঁরা বিধানসভা নির্বাচনের আগেই বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন।

পঞ্চায়েত সদস্যের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছেলেকে মারে অভিযুক্ত আইএসএফ নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছেলেকে মাবধরের অভিযোগ আইএসএফ নেতার বিরুদ্ধে। বাবাকে কটুক্তির করায় প্রতিবাদ করতেই পরীক্ষার্থী সোহেল মণ্ডলকে মারধর করা হয়। ৬ ঘণ্টা হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর ভোররাতে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য হাসপাতাল থেকে ছুটি করে সোহেল কে বাড়ি নিয়ে যায় তার পরিবার। থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই পলাতক আইএসএফ নেতা হাসানুর সরকার। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাটের বাদুড়িয়া থানার উত্তর শেরপুর এলাকায়।

বাদুড়িয়ার যদুরহাটি আদর্শ বিদ্যাপীঠের ছাত্র সোহেল মণ্ডল, এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। সোহেল মণ্ডলের বাবা তৃণমূলের পঞ্চায়েত মেম্বার। রবিবার রাতে সোহেল প্রতিবেশী আইএসএফ নেতা হাসানুর সরকারের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় সোহেল মণ্ডলের বাবা জামিরুল মণ্ডলকে নিয়ে কটুক্তি করে আইএসএফ নেতা হাসানুর সরকার। তৎক্ষণাৎ সোহেল তার প্রতিবাদ করে। তখনই সোহেলকে জোর করে ধরে হাঁসানুর সরকার তার নিজের বাড়ির ভেতরে নিয়ে ঘরে আটকে এলোপাতাড়ি মারধর করে বলে অভিযোগ। চিৎকার চেঁচামেচিতে এলাকার লোক ছুটে এসে উদ্ধার করে সোহেলকে। অসুস্থ সোহেলকে নিয়ে তার বাবা ও প্রতিবেশীরা বাদুড়িয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু করে ডাক্তার। কিন্তু সকালে তার পরীক্ষার যাতে কোনও সমস্যা না-হয় তাই ৬ ঘণ্টা ভর্তি থাকার পর ভোররাতে তার পরিবার তাকে ছুটি করে বাড়িতে নিয়ে যায়।

সোহেল মণ্ডলের বাবা এবং তৃণমূল নেতৃত্ব আইএসএফ নেতা হাসানুর সরকারের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছে। সোহেল মণ্ডলের বাবা জামিরুল মণ্ডলের দাবি, সে আইএসএফ থেকে পঞ্চায়েত ভোটে জিতে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিল। সেই রাগেই তার ছেলেকে মারধর করেছে আইএসএফ নেতা। এখন সোহেল মাধ্যমিক পরীক্ষা কী ভাবে দেবে সেই নিয়েই চিন্তা পরিবারের। যদিও এই ব্যাপারে আইএসএফের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ঘটনাটি নিন্দনীয়। একজন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে কখনওই মারা উচিত হয়নি। এটা তার ভবিষ্যতের ব্যাপার। যে মেরেছে সে যে দলই করুক প্রশাসন যেন তার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিক।

উখড়া রেলস্টেশন পরিদর্শনে পূর্ব রেলের মহাপ্রবন্ধক

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: রবিবার অন্ডাল সাঁইথিয়া রেলপথের উখরা রেলস্টেশন পরিদর্শন করলেন পূর্ব রেলের মহাপ্রবন্ধক মিলিন্দ দেওকর। উল্লেখ্য রেলের পক্ষ থেকে উখড়া রেলস্টেশন কে আগেই অমৃত ভারত রেলস্টেশন ঘোষণা করা হয়েছে। সেইমতো স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। এদিন সেই কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন মিলিন্দ দেওকর। এদিন পূর্ব রেলের প্রবন্ধকের সাথে দেখা করেন উখড়া চেম্বার অব কমার্স ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতৃত্ব। এই স্টেশনে দূরপাল্লার এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ বাড়ানো ছাড়াও উখরা শঙ্করপুর রেলগেটে ওভার ব্রিজের কাজ দ্রুত শুরু করার দাবিপত্র তার হাতে তুলে দেন তারা। মিলিন্দ দেওকর বলেন পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজের অগ্রগতি দেখে তিনি সন্তুষ্ট। শংকরপুর রেলগেটে ওভারব্রিজ প্রসঙ্গে বলেন ওভার ব্রিজ নির্মাণ কাজ করার জন্য রেল প্রস্তুত রয়েছে। তবে এই কাজের জন্য রাজ্য সরকারের এনওসি প্রয়োজন। সরকারের পক্ষ থেকে ছাড়পত্র পেলেই দ্রুত কাজ শুরু করা হবে বলে জানান তিনি।

সর্বস্বান্ত পরিযায়ী কৃষকের পাশে বিধায়ক অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: দিন কয়েক আগে আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার অন্তর্গত নতুনডি গ্রামে কৃষি খামারে বসবাসকারী এক কৃষকের অস্থায়ী বাড়িতে আগুন লাগে। ওই অস্থায়ী ছাউনিতে থাকা একই পরিবারের ছ'জন কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচলেও, ওই অস্থায়ী ছাউনি-সহ সেখানে থাকা সমস্ত নথিপত্র, নগদ অর্থ সবই ভষ্মীভূত হয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে সর্বস্বান্ত ওই কৃষকের পাশে দাঁড়ালেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি ওই পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা সহ নৃত্য প্রয়োজনীয় সাংসারিক সামগ্রী কিনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

উল্লেখ্য, এই নতুনডি গ্রামে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ভিন রাজ্যের বিশেষ করে বিহার থেকে আগত পরিযায়ী কৃষকরা সপরিবারে এসে সবজি চাষ করেন। প্রায় ২০ জন কৃষক এই এলাকায় সবজি চাষ করেন। এবং তারা সবজি ক্ষেতের মধ্যেই অস্থায়ী ছাউনি করে সপরিবারে বসবাস করেন। এই সবজি ক্ষেতের মধ্যে প্লাস্টিক বা তাল পাতা দিয়ে অস্থায়ী ছাউনি করে সপরিবারে থাকেন। ঋতু অনুসারে যেসব সবজি উৎপাদন করা যায় তা ফলিয়ে আসানসোলের সবজি মন্ডিতে বিক্রি করেন। তার থেকে উপার্জিত পয়সায় তাদের সংসার চলে।

কৃষক সঞ্জীব কুমার বলেন, ভোরবেলায় আগুন লাগার ঘটনা সময় কোনও ক্রমে পরিবারের লোকদের নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু ওই অস্থায়ী ঘরে থাকা সবকিছুই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তাঁর পরিবারের সদস্য মিনা কুমারী ক্লাস ইলেভেনের ছাত্রী আগুনের জেরে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট মার্কশিট সহ সমস্ত কিছু ভষ্মিভূত হয়ে যায়,শুধু তাই নয় সবজি ক্ষেতের বেশ কিছু সবজি আগুনের কবলে পড়ে শুকিয়ে যায়।

অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, এখানে অনেক গরিব কৃষক আছেন। এঁরা কেউই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি পাইনি, তাই তাঁরা বাধ্য হয়ে ঝুপড়িতে থাকেন। ঝুপড়িতে আগুনের জেরে সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়া কৃষক পরিবারকে তাঁর সাধ্যমত সহযোগিতা করেছেন।

আত্মহত্যার চেষ্টা প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক বিএলওর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: স্কুলের অফিস ঘরের মধ্যে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক বিএলওর। বিএলওর কাজের চাপে আত্মহত্যার চেষ্টা দাবি পারিবারের।গুরুতর আহত অবস্থায় ভর্তি বনগাঁ মহাকুমা হাসপাতালে। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লকের পাথুরিয়া ৩০ নম্বর পার্টের বিএলও হিসাবে নিযুক্ত আছেন পাথুরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সরজিত হালদার। বাড়ি বাগদার পারমাদন এলাকায়। সোমবার সকালে টিউশন পড়িয়ে স্কুলে আসেন সরজিত বাবু ১০১৫ নাগাত একজন অভিবাবক চতুর্থ শ্রেণি পাস সার্টিফিকেট নিতে এসে অফিস রুমের দরজা খুলে দেখেন ফ্যানের সঙ্গে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে রয়েছেন সরজিত বাবু প্রতিবেশীরা পরিবারকে খবর দিয়ে উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে পাঠায় সরজিত বাবুকে। স্কুলের মধ্যে শিক্ষকের আত্মহত্যার চেষ্টা নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পরিবারের দাবি, 'এসআইআর নিয়ে চাপের কারণে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন সরজিত বাবু। বাড়িতে মাঝেমধ্যেই বলতেন আমার কিছু হয়ে গেলে ছেলেটাকে দেখ।' বাগদা পশ্চিম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নিউটন বালা জানিয়েছেন, এসআইআরের চাপ সইতে না-পেরেই এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। আগেও সরজিতবাবু এসআইআরের চাপের কথা জানিয়েছিলেন। নির্বাচন কমিশনের কারণেই আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন সরজিতবাবু। পালটা পারিবারিক অশান্তি এবং আর্থিক দেনার চাপেই আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন বিএলও সরজিত হালদার এমনই দাবি করেছেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি বিকাশ ঘোষ।

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন- ৭১৩২১২, ই-মেইল- zo.bardhaman@bankofindia.co.in

অতিরিক্ত লকার ভাড়া পরিশোধের জন্য বিজ্ঞপ্তি

ক্রম নং	লকার অধিগ্রহণকারীর নাম	ঠিকানা	অতিরিক্ত লকার ভাড়া	নোটিশ প্রেরণের বিস্তারিত	হইতে	শাখা
১.	আশিস বোস	স্টিট নং ১৪, কোয়া নং ৭/এ, পো : চিত্তরঞ্জন, পব- ৭১৩৩৩১,	৫৬০০	২১.১০.২০২৫ ২৪.০৩.২০২৫ ১৬.১২.২০২৪	২৪.০৪.২০২২	চিত্তরঞ্জন।
২.	অশোক বোস	১৫এ, অশোক এভিনিউ পো এবং থানা চিত্তরঞ্জন	৮৪০০	২১.১০.২০২৫ ২৪.০৩.২০২৫ ১৬.১২.২০২৪	১৩.১২.২০১৮	চিত্তরঞ্জন

"উল্লিখিত সকল লকারধারীগণ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার, শাখা (স্বম্ভ ৭ উল্লিখিত মতে) লকার ব্যবহার করছেন। আমরা উক্ত সারনির স্তম্ভ ৫ উল্লিখিত মতে বকেয়া লকার ভাড়া পরিশোধের জন্য আমরা বিভিন্ন সময়ে নোটিশ পাঠিয়েছি। সংশ্লিষ্ট সকল লকারধারীগণকে আবারও স্বম্ভ ৪ উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ অবিলম্বে নোটিশ প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও কারণে বকেয়া পরিশোধ না হলে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট লকারগুলি ড্রিল দিয়ে ভেঙে খুলবে সংশ্লিষ্ট লকারধারীগমের খরচে এবং সমুদয় ব্যয় লকারধারীগণের ঝুঁকিতে এবং দায়িত্বে সংশ্লিষ্ট নোটিশ প্রকাশের ৭ দিনের পর আদায় করা হবে।"

তারিখ : ১০.০২.২০২৬
স্থান : দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ শ্রী এন কে লাকরা, ইমেল আইডি ঃ clo3.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৭২১০০৪/৮৯০০৯১০১৮৩

[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ১৮.০২.২০২৬
সময় ঃ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১৮.০২.২০২৬** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৪২,১০,৭০,৬১২.০০ টাকা (বিয়াল্লিশ কোটি দশ লাখ সত্তর হাজার ছশো বারো টাকা) টাকা** ৩০.১১.২০১৭ থেকে পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স বিহার রাফিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড** রেজিস্টার্ড অফিস সিই-৬১, সেক্টর ১, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৬৪ এবং **জামিনদাতাগণ : (১) ত্রিলোক চাঁদ আগরওয়াল (ব্যক্তিগত জামিনদাতা)** বিই-২২৩, ট্যাঙ্ক ৪, সেক্টর ১, সল্টলেক সিটি, বিধাননগর (এম), উত্তর ২৪ পরগনা, বিধাননগর সিসি ব্লক, পব, পিন - ৭০০০৬৪ **২) শ্রী নরেশ কুমার আগরওয়াল (ব্যক্তিগত জামিনদাতা)** বিই-২২৩, ট্যাঙ্ক ৪, সেক্টর ১, সল্টলেক সিটি, বিধাননগর (এম), উত্তর ২৪ পরগনা, বিধাননগর সিসি ব্লক, পব, পিন - ৭০০০৬৪ **৩) ইন্দু আগরওয়াল (ব্যক্তিগত জামিনদাতা)** বিই-২২৩, ট্যাঙ্ক ৪, সেক্টর ১, সল্টলেক সিটি, বিধাননগর (এম), উত্তর ২৪ পরগনা, বিধাননগর সিসি ব্লক, পব, পিন - ৭০০০৬৪ **৪) শ্রী শেওয়েত আগরওয়াল (ব্যক্তিগত জামিনদাতা)** বিই-২২৩, ট্যাঙ্ক ৪, সেক্টর ১, সল্টলেক সিটি, বিধাননগর (এম), উত্তর ২৪ পরগনা, বিধাননগর সিসি ব্লক, পব, পিন - ৭০০০৬৪ **৫) শ্রী শৈলেন আগরওয়াল (ব্যক্তিগত জামিনদাতা)** বিই-২২৩, ট্যাঙ্ক ৪, সেক্টর ১, সল্টলেক সিটি, বিধাননগর (এম), উত্তর ২৪ পরগনা, বিধাননগর সিসি ব্লক, পব, পিন - ৭০০০৬৪ **৬) শ্রীমতী কুসুম দেবী আগরওয়াল (ব্যক্তিগত জামিনদাতা)** বিই-২২৩, ট্যাঙ্ক ৪, সেক্টর ১, সল্টলেক সিটি, বিধাননগর (এম), উত্তর ২৪ পরগনা, বিধাননগর সিসি ব্লক, পব, পিন - ৭০০০৬৪ **৭) টাইমস্পেস ইন্ডিয়া প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** সিই ৬১, সেক্টর ১, সল্টলেক সিটি, কলকাতা, জেলা কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০৬৪ **৮) ত্রিমুদ্রা সাপ্লায়ার্স প্রাইভেট লিমিটেড (কর্পোরেট জামিনদাতা)** এফই - ২১৯, সেক্টর ৩, সল্টলেক সিটি, বিধাননগর (এম) উত্তর ২৪ পরগনা, বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০১০৬, **৯) ওয়েলসপুন কমার্স প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** ১ অকল্যান্ড প্লেস, মতিযুগ হাউস, কলকাতা, পব, পিন - ৭০০০১৭, **১০) জামশেদপুর ওয়েলপ্যাক পলি ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড (কর্পোরেট জামিনদাতা)** সিই ৬১, সেক্টর ১, সল্টলেক সিটি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০৬৪ **১১) মেঘা গ্র্যানুয়েলস প্রাইভেট লিমিটেড, ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার (এআইআইডিসি) (কর্পোরেট জামিনদাতা)** গ্রাম ছাতাবাড়ি, ছায়গাঁও কামরূপ, আসাম - ৭৮১১২৩ কাছ থেকে।

সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ১৬.০২.২০২৬, সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত।

সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন অবস্থিত পান্না রোড, মৌজা সিতপুরা, তহশিল -নাগাউর, জেলা : সাতনা, এম পি পিন - ৪৮৫০০১, প্লট নং ৬৬, খসড়া নং ৮৮৫, ৮৮৬, ৯২৮, ৯২৯, ৯৩০, ৯৩১, ৯৩২, ৯২৫, ৯২৬, ৯২৭, মৌজা -সিতপুর, **মোট এরিয়া ৮.৯৪ একর, দলিল নং ৪৪৭৭-২০০৭ সালের, সম্পত্তি বিহার রাফিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লি এর নামে।**	২,৩৩,০০,০০০.০০ টাকা,	২৩,৩০,০০০.০০ টাকা।
	ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০ টাকা	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com

খ) আগ্রহী দরদাতাদের নিলামের তারিখের অনেক আগেই তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS ট্রান্সফারের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষিত দরদাতার অ্যাকাউন্টে তৈরি চালানের মাধ্যমে তাদের ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে।

তারিখ ঃ ১০.০২.২০২৬, স্থান ঃ কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

এআরবি শাখা
৫৯বি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২০,
ফোন- ৮৯১৮৩ ৯৪০৬৩, ই-মেল- c0719@psb.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

(সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট -২০০২-এর শর্তাবলী অনুসারে)

যেহেতু সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক ১৩(১২) ধারা সহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলীর দ্বারা ক্ষমতা প্রয়োগ করে, যা তাঁকে দেওয়া হয়েছে, অ্যাকাউন্টগুলির পাশে উল্লিখিত তারিখে ১৩(২) ধারা অনুসারে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যেখানে ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাদেরকে বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল। যেহেতু ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এতদ্বারা নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) এবং সাধারণ জনগণকে জানানো হচ্ছে যে, অনুমোদিত আধিকারিক উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা সহ প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলীর দ্বারা তাঁকে দেওয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করে সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক-এর সুরক্ষিত ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ অনুসারে অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক দখল নেওয়ার পর, ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর পাশে উল্লিখিত বকেয়া অর্থ এবং সেখানে উল্লিখিত তারিখ থেকে এর উপর সুদ ও খরচ ও চার্জ সহ, নিচে সংক্ষিপ্ত বিবরণে দেওয়া "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "সেখানে যা-কিছু আছে" এবং 'রিকোর্স ব্যতীত' শর্তে নিম্নোক্ত সম্পত্তিটি কেনার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক সীলমোহর করা খামে প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে-

ই-অকশনের তারিখ: ২৭.০২.২০২৬, অকশনের সময়: দুপুর ২.০০ - বিকাল ৪.০০ টা
ইএমডি -এর শেষ তারিখ: ২৬.০২.২০২৬, সময় বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত
বিক্রয়ের স্থান- https:// www.baanknet.com

ক্র. নং.	ক) শাখার নাম খ) ঠিকানাসহ ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম।	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ / স্বত্বাধিকারীর নাম	সম্পত্তির ছবি এবং বিস্তারিতর জন্য কিউআর কোড	ক) ১৩(২) বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) ১৩(৪) বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
অনুমোদিত অফিসারের নাম- শ্রী নাফে সিং, ফোন নং ৯৯৫৩৩ ১২১৮৫, ইএমডি এর জন্য এনইএফটি /আরটিজিএস -এর বিবরণ - আইএফএসসি - PSIB0000719, অ্যাকা. নং ০৭১৯৫০৪০০৭০০০৩					
১.	ক) এআরবি , কলকাতা খ) সত্য প্রিয় সাহু জামিনদারগণ- ১. শ্রী সৌম্য চৌধুরী ২. শ্রী অভিজিৎ দে	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল প্রায় ৫০০ বর্গফুট পরিমাপের বাণিজ্যিক জায়গা, যা 'সৌম্যনিল' নামক জি + ৩ ভবনের গ্রাউন্ডফ্লোরে অবস্থিত। এর সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৫০০ বর্গফুট এবং এটি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১২৪ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত ৬৩১/৬, ডায়মন্ড হারবার রোড ঠিকানায় অবস্থিত, যার সম্মুখভাগ জেমস লং সরণিতে। থানা - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৮০। উক্ত সম্পত্তিটি ২৩-০৩-২০১৮ তারিখের আই-১৬০৭-০২৮২৪/২০১৮ নম্বর ডিড অফ কনেভেয়ান্স অনুযায়ী পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাংকের নিকট বন্ধক রাখা হয়েছে, যা দক্ষিণ ২৪ পরগনার এডিএসআর বেহালা অফিসে বুক নং ১, ভলিউম নং ১৬০৭/২০১৮, পৃষ্ঠা নং ৯৩০৪৭ থেকে ৯৩০৯০, ২০১৮ সালের ১৬০৭/০২৮২৪ নম্বর হিসেবে নিবন্ধিত। চৌহদ্দি- উত্তরে - প্লট নং ৭, যা ১৫২৬ দাগের অংশ; দক্ষিণে - প্লট নং ৫, যা ১৫২৬ দাগের অংশ; পূর্বে - ৬৬ ফুট চওড়া জেমস লং সরণি; পশ্চিমে - ১২ ফুট চওড়া রাস্তা। **(সম্পত্তিটি প্রতিকী দখলের অধীন)**		ক) ২০.০৭.২০২২ খ) ২৯.০৯.২০২২ গ) ২৩,০৩,৩২৯.৮৪ টাকা, সেকশন ১৩(২) নোটিশ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ৪২.০০ লক্ষ টাকা খ) ৪.২০ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
২.	ক) এআরবি , কলকাতা খ) শ্রী এন্টারপ্রাইজেস স্বত্বাধিকারী- সৌম্য চৌধুরী জামিনদার- শ্রীমতী শ্রীপর্ণা চৌধুরী	চারতলা বিশিষ্ট ভবনের দ্বিতীয় ফ্লোরে ২ বেড রুম, রান্নাঘর, স্নানাগার ও শৌচাগার, ঢাকা বারান্দা এবং ডাইনিং ও ড্রয়িং ইত্যাদি সহ ৮৫৪ বর্গফুট পরিমাপের মোজাইক করা ফ্ল্যাট নং ২ডি, সেইসঙ্গে জমির আনুপাতিক অংশসহ যা ৯৯, রাজা রামমোহন রায় রোড, (১০/৬, বীরেন রায় রোড ইস্ট) কলকাতা - ৭০০০৮- এ অবস্থিত। চৌহদ্দি নিম্নরূপ- উত্তর- ফ্ল্যাট নং ২ই, দক্ষিণ- ফ্ল্যাট নং ২সি, পূর্ব- খোলা আকাশ, পশ্চিম- লবি এবং সিঁড়ি। **(সম্পত্তিটি প্রতিকী দখলের অধীন)**		ক) ১৩.০২.২০২৩ খ) ২১.০৪.২০২৩ গ) ৮৮,৫০,৪৫৭.৬৮ টাকা, সেকশন ১৩(২) নোটিশ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ৩৮.০০ লক্ষ টাকা খ) ৩.৮০ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৩.	ক) এআরবি , কলকাতা খ) শ্রী এন্টারপ্রাইজেস স্বত্বাধিকারী - সৌম্য চৌধুরী জামিনদার- শ্রীমতী শ্রীপর্ণা চৌধুরী	চারতলা বিশিষ্ট ভবনের দ্বিতীয় ফ্লোরে ২ বেড রুম, রান্নাঘর, স্নানাগার ও শৌচাগার, ঢাকা বারান্দা এবং ডাইনিং ও ড্রয়িং ইত্যাদি সহ ৯৩০ বর্গফুট পরিমাপের মোজাইক করা ফ্ল্যাট নং ২ই, সেইসঙ্গে জমির আনুপাতিক অংশসহ যা ৯৯, রাজা রামমোহন রায় রোড, (১০/৬, বীরেন রায় রোড ইস্ট) কলকাতা , ৭০০০৮- এ অবস্থিত। চৌহদ্দি নিম্নরূপ , উত্তর- খোলা আকাশ, দক্ষিণ-ফ্ল্যাট নং ২ডি এবং লবি ও সিঁড়ি, পূর্ব- খোলা আকাশ, পশ্চিম- ফ্ল্যাট নং ২এ। **(সম্পত্তিটি প্রতিকী দখলের অধীন)**		ক) ১৩.০২.২০২৩ খ) ২১.০৪.২০২৩ গ) ৮৮,৫০,৪৫৭.৬৮ টাকা, সেকশন ১৩(২) নোটিশ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ৪১.০০ লক্ষ টাকা খ) ৪.১০ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৪.	ক) এআরবি , কলকাতা খ) মেসার্স নূপুর বিনিয়োগ জামিনদারগণ- ১. শ্রী পিনাকী দাশগুপ্ত ২. শ্রী নিরাজ খৈতান	**সম্পত্তি-১** এর জন্য- লারিকা টাউনশিপের ১২ নং বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ১০২। হোল্ডিং নং ২৯৫, বালুরিয়া উত্তর (তালিখোলা), থানা - বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা, ২০১৪ সালের টাইটেল ডিড নং ১২২৩৬ অনুসারে নূপুর বিনিয়গ প্রা. লি.-এর নামে রয়েছে। পরিমাপ ৬৪৬ বর্গফুট। চৌহদ্দি- উত্তর- প্রদীপ ঘোষালের ফ্ল্যাট নং ১০১, দক্ষিণ - গাড়ী পার্কিং স্থান, পূর্ব- সাধারণ পথ, পশ্চিম- লবি। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)।** **সম্পত্তি-২** এর জন্য- সান্দ্বা জানাদু এর ৬ষ্ঠ ফ্লোরে হোম স্টুডিও নং ৬৩৩। মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং এএস/২৭৫, ব্লক-এ, রাজারহাট মেন রোড, মৌজা- গোপালপুর, থানা - এয়ারপোর্ট। বিধান নগর পৌর কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ৫, কলকাতা ৭০০ ১৩৬-এর অধীনে, ২০১৪ সালের টাইটেল ডিড নং ১২২৩৮ অনুসারে নূপুর বিনিয়গ প্রা. লি.-এর নামে রয়েছে। পরিমাপ ৭৬০.০০ বর্গফুট। চৌহদ্দি- উত্তর- ফ্ল্যাট নং ৬৩২, দক্ষিণ- ফ্ল্যাট নং ৬৩৪ ও খোলা আকাশ, পূর্ব- খোলা আকাশ, পশ্চিম- লবি ও ফ্ল্যাট নং ৪০৬। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখল অধীন)।** **সম্পত্তি-৩ এর জন্য-** ১১০ ডায়মন্ড হারবার রোড প্রেমিসেস, থানা - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা পৌর কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ১২৪, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০ ০৬৩, এবং সাথে গাড়ী পার্কিং (১২৩১৪/৯ ডায়মন্ড হারবার রোড, মৌজা - পিরবা বড়িশা) ২০১৬ সালের টাইটেল ডিড নং ৫৮২০ অনুসারে নূপুর বিনিয়গ প্রা. লি.-এর নামে রয়েছে। পরিমাপ ১৭০০ বর্গফুট + ১২০ বর্গফুট = ১৮২০ বর্গফুট। চৌহদ্দি- উত্তর খোলা আকাশ, দক্ষিণ - সিঁড়িঘর, পূর্ব - খোলা আকাশ, পশ্চিম - লিফট স্পেস। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখল অধীন)।** **সম্পত্তি-৪ এর জন্য-** ন্যায়সঙ্গত বন্ধক এর মাধ্যমে বন্ধকীকৃত লারিকা টাউনশিপের ৩৭ নং বিল্ডিংয়ের ৩য় ফ্লোরের ফ্ল্যাট নং ৪০৭। হোল্ডিং নং ২৯৫, বালুরিয়া উত্তর (তালিখোলা), থানা - বারাসাত এর অধীনে বারাসাত পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ৫, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, ২০১৪ সালের টাইটেল ডিড নং ১২২৩৭ অনুসারে নূপুর বিনিয়গ প্রা. লি.-এর নামে রয়েছে। পরিমাপ ৪১১ বর্গফুট। চৌহদ্দি- উত্তর - খোলা আকাশ, দক্ষিণ - ফ্ল্যাট নং ৪০৮, পূর্ব - খোলা আকাশ, পশ্চিম - লবি এবং তারপরে ফ্ল্যাট নং ৪০৬। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)।**		ক) ০৩.০৬.২০১৯ খ) ১২.০৯.২০১৯ গ) ৬,৪৯,৩১,৯২১.০০ টাকা (ছয় কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ একত্রিশ হাজার নয়শত একুশ টাকা মাত্র), সেকশন ১৩(২) নোটিশ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	সম্পত্তি - ১ এর জন্য ক) ১২.৮৫ লক্ষ টাকা খ) ১.৮৩ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি - ২ এর জন্য ক) ২৭.০০ লক্ষ টাকা খ) ২.৭০ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি - ৩ এর জন্য ক) ১০২.৫০ লক্ষ টাকা খ) ১০.২৫ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি - ৪ এর জন্য ক) ৮.২০ লক্ষ টাকা খ) ০.৮২ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৫.	ক) এআরবি , কলকাতা খ) শ্রী অসীম কুমার কুণ্ডু, পিতা- প্রয়াত শশী ভূষণ কুণ্ডু জামিনদার- শ্রী রতন দাস	স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল কমবেশি ১ (এক) কাঠা বা বাস্তু জমি, যা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা, থানা এবং এডিএসআর বেহালা, পরগনা - বালিয়া-র অন্তর্গত, কেএমসি তৌজি নং - ৩৪৫, আর.এস. নং - ৮৩, জে.এল. নং - ২, মৌজা - বেহালা, আর.এস. খতিয়ান নং - ৫৭৫০, আর.এস. দাগ নং - ১২০৯৯-এর অন্তর্ভুক্ত। এটি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে ১৯০সি, নেতাজি সুভাষ রোড (ডি.এইচ. রোড থেকে দ্বারিক মুখার্জি রোড) ঠিকানায় অবস্থিত, যার সাথে গ্রাউন্ড ফ্লোরে প্রায় ৩৫০ বর্গফুট পরিমাপের মোজাইক করা দুটি বেডরুম, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট এবং একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম যুক্ত রয়েছে। এর পাশাপাশি উক্ত জমির ওপর সমস্ত সাধারণ এলাকা, পথ ও যাতায়াতের অধিকার বর্তমান, যা এই দলিলের অংশ হিসেবে সংলগ্ন সাইট প্ল্যান বা মানচিত্রে 'লাল' সীমানা দ্বারা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর চৌহদ্দি নিম্নরূপ , উত্তরে- ৪' ৬" চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ, দক্ষিণে- কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ড্রেন এবং আবাসিক বাড়ি, পূর্বে- দেবাশিষ মুখার্জির জমি, পশ্চিমে- রণজিৎ দাসের বাড়ি সংলগ্ন জমি। (সম্পত্তিটি প্রতিকী দখলের অধীন)		ক) ০৭.০৫.২০১৬ খ) ০৮.০৮.২০২২ গ) ২৪,১৯,৯১১.৬০ টাকা (চব্বিশ লক্ষ উনিশ হাজার নয়শত এগারো টাকা এবং ষাট পয়সা মাত্র), সেকশন ১৩(২) নোটিশ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ২০.৫০ লক্ষ টাকা খ) ২.০৫ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা

পরিদর্শনের তারিখ ও সময়- ২৩.০২.২০২৬ থেকে ২৪.০২.২০২৬ (সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত)।

১। নিয়ম ও শর্তাবলী

১। ই-নিলাম 'যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে' এবং 'যা আছে তা আছে ভিত্তিতে' -এ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

২। অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বোত্তম জ্ঞান ও তথ্য অনুসারে, উপরে উল্লিখিত ব্যতীত অন্য কোনো সম্পত্তির উপর কোনো দায়ভার নেই। তবে, আগ্রহী দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়ভার, নিলামে দেওয়া সম্পত্তির স্বত্ব এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করে নেওয়া উচিত। ই-নিলামের বিজ্ঞাপনটি ব্যাঙ্কের কোনো প্রতিশ্রুতি বা কোনো প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং এটি এমন বলে বিবেচিত হবে না। সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের কাছে জানা বা অজানা সমস্ত বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দায়ভার সহ বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক/সিকিওর্ড ঋণদাতা কোনোভাবেই তৃতীয় পক্ষের কোনো দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।

৩। বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির পরিদর্শন করা এবং সম্পদ ও স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করা দরদাতাদের দায়িত্ব হবে।

৪। শুধুমাত্র সেই ক্রেতারা ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন, যাদের ইউজার আইডি/পাসওয়ার্ড আছে এবং এনইএফটি/আরটিজিএস এর মাধ্যমে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) নিশ্চিত করা হয়েছে।

৫। আগ্রহী দরদাতারা, যারা ২৬.০২.২০২৬ তারিখের মধ্যে সংরক্ষিত মূল্যের ১০ % -এর কম নয় এমন ইএমডি অনলাইনে জমা দিয়েছেন, তারা বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন। উপরোক্ত সম্পত্তিগুলির ই-নিলাম প্রতিটি সম্পত্তির পাশে উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে দরদাতাদের মধ্যে আন্তঃ-বিডিংয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। দরদাতা 'বিড বৃদ্ধির পরিমাণ' কলামে প্রতিটি সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত পরিমাণের গুণিতকে তাদের অফার উন্নত করবেন। ই-নিলামের সমাপ্তির সময়ের শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে যদি কোনো বিড জমা দেওয়া হয়, তাহলে সমাপ্তির সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৫ মিনিটের জন্য বৃদ্ধি পাবে (প্রতিবার ৫ মিনিটের জন্য সীমাহীন সংখ্যক এক্সটেনশনের সাপেক্ষে)। ই-নিলাম বন্ধ হওয়ার পর সর্বোচ্চ দর জমা দেওয়া দরদাতাকে (সংরক্ষিত মূল্যের নিচে নয়) সফল দরদাতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে এবং এটি অনুমোদিত আধিকারিক/সিকিওর্ড ঋণদাতার অনুমোদন সাপেক্ষে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে জানানো হবে।

৬। সম্ভাব্য যোগ্য দরদাতারা ই-নিলামের তারিখের আগে https //www.baanknet.com থেকে ই-নিলামের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। অনুমোদিত আধিকারিক/ব্যাঙ্ক বা https //www.baanknet.com কেউই কোনো ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সমস্যার জন্য দায়ী থাকবে না এবং আগ্রহী দরদাতাদের নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ই-নিলাম ইভেন্টে অংশগ্রহণের জন্য প্রযুক্তিগতভাবে প্রস্তুত।

৭। ক্রেতাকে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/অতিরিক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি/স্থানান্তর চার্জ, ফি ইত্যাদি এবং সেইসাথে পূর্বের ও ভবিষ্যতের সমস্ত বিধিবদ্ধ/অ-বিধিবদ্ধ বকেয়া, কর, রেট, অ্যাসেসমেন্ট চার্জ, ফি ইত্যাদি বহন করতে হবে।

৮। অনুমোদিত আধিকারিক সর্বোচ্চ অফার গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যেকোনো বা সমস্ত অফার গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা ই-নিলাম স্থগিত/বাতিল করার সম্পূর্ণ অধিকার রাখেন।

৯। দরদাতাদের বিড জমা দেওয়ার এবং ই-নিলামে অংশ নেওয়ার আগে ওয়েবসাইট- https//www.baanknet.comé-এ উপলব্ধ ই-নিলামের বিস্তারিত শর্তাবলী ভালোভাবে দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

১০। বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ অবিলম্বে, অর্থাৎ একই দিনে বা পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে, অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক বিড মূল্য গৃহীত হওয়ার পর ইতিমধ্যে জমা দেওয়া আর্নেস্ট মানি সহ পরিশোধ করতে হবে। যদি তা না করা হয়, তবে সম্পত্তিটি আবার বিক্রি করা হবে।

১১। উক্ত মূল্যের বাকি ৭৫ শতাংশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে বা তার আগে পরিশোধ করতে হবে। উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, জমা দেওয়া অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পত্তিটি পুনর্বিক্রয় করা হবে। ডিফল্টকারী ক্রেতা সম্পত্তির উপর বা পরবর্তীতে এটি যে দামে বিক্রি হবে তার কোনো অংশের উপর সমস্ত দাবি হারাবেন।

তারিখ- ১০.০২.২০২৬
স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার,
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট http ://www.punjabandsindbank.co.in দেখুন।

সহপাঠী তরুণীকে গুলি করে নিজেকে হত্যার চেষ্টা

চণ্ডীগড়, ৯ ফেব্রুয়ারি: ক্লাসরুমে এক ছাত্রীকে গুলি করে খুন করলেন সহপাঠী। একই পিস্তল দিয়ে এর পর নিজের দিকেও গুলি চালান তিনি। ছাত্রীটি ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঘাতক ছাত্রকে ভর্তি করানো হয়েছে হাসপাতালে। সোমবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পঞ্জাবের তারন তারান জেলার একটি আইন কলেজে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতার নাম সন্দীপ কৌর। অভিযুক্তের নাম প্রিন্স রাজ। জলন্ধরের বাসিন্দা ওই তরুণ আইন কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র।

পুলিশ সূত্রে খবর, নৌশেরা পান্নুনের বাসিন্দা মৃতা সন্দীপ কৌর। অভিযুক্ত প্রিন্স রাজ জলন্ধরের মাল্লিয়ান গ্রামের বাসিন্দা। ওই তরুণ আইন কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। কলেজের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, সোমবার সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে ক্লাসরুমে প্রবেশ করছেন প্রিন্স। তিনি সন্দীপের পাশ দিয়ে হেঁটে যান। ছাত্রীটি তাঁর উদ্দেশে কোনও মন্তব্য করেন। যদিও প্রিন্স কোনও জবাব দেননি বলেই সিসিটিভি দেখে মনে করা হচ্ছে। এক সময় সন্দীপ নামে ছাত্রীটি ঘর থেকে বেরিয়ে যান। তখন প্রিন্স এবং আরও এক সহপাঠিনী মেয়েটির পিছু পিছু যান। আরও একটি ভিডিও সামনে এসেছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, তৃতীয় তরুণী হাসতে হাসতে ক্লাসঘরে ঢুকছেন। সঙ্গী প্রিন্স এবং সন্দীপ। দুই তরুণী ক্লাসঘরের পিছনের দিকে একটি বেঞ্চে গিয়ে বসেন।

তাঁদের ঠিক সামনের বেঞ্চে বসেন ছাত্রটি। হঠাৎই রাজ উঠে ঘুরে দাঁড়ান। তখনই সন্দীপও উঠে দাঁড়ান। যুবক ব্যাগ থেকে বন্দুক বের করে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে সন্দীপের মাথায় গুলি করেন। সঙ্গে সঙ্গে মেজেতে লুটিয়ে পড়েন রক্তাক্ত সন্দীপ। এর পর তিন পা পিছনে হেঁটে নিজের মাথায় গুলি করেন প্রিন্স। গোটা ঘটনা দেখে তৃতীয় সহপাঠী ভয়ে কাঁপতে থাকেন। তিনি ক্লাস থেকে ছুটে বেরিয়ে অন্যদের ডেকে আনেন।

পঞ্জাবের আইন কলেজ

পুলিশের বক্তব্য, তাদের কাছে এখনও স্পষ্ট নয়, রাজ কেন সন্দীপকে খুন করল। তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে হত্যার ধরণ দেখে উভয়ের প্রেমের মধ্যে সম্পর্ক থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রিন্সের বিরুদ্ধে হত্যার মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ইরানে বিক্ষোভ দমাতে মহিলাদের উপর চলছে নৃশংস অত্যাচার

তেহরান, ৯ ফেব্রুয়ারি: সরকার-বিরোধী আন্দোলনে গত ডিসেম্বর থেকে উত্তপ্ত ইরান। মহিলা, পুরুষ নির্বিশেষে পথে নেমেছেন হাজার হাজার মানুষ। বিক্ষোভ দমাতে ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ডের দমনপীড়ন আগেই প্রকাশ্যে এসেছে। এবার প্রকাশ্যে এল আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। বিক্ষোভ সম্পূর্ণ দমন করতে নিশানা করা হচ্ছে প্রতিবাদী মহিলাদের। তাঁদের উপর চলছে নৃশংস অত্যাচার এবং যৌন নির্যাতন!

ইরানে মূল্যবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যর্থতা, কট্টরপন্থী ধর্মীয় শাসনের বিরুদ্ধে পথে নেমেছে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। খামেনেইয়ের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। প্রথম থেকেই অভিযোগ ছিল, বিক্ষোভ রুখতে হিংসাত্মক দমন-পীড়ন চালাচ্ছে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী।

ইরানি-বংশোদ্ভূত জার্মান সাংবাদিক মিশেল আবদুল্লাহির দাবি, বিক্ষোভ দমাতে প্রথমে আন্দোলনকারী মহিলাদের ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা কাজে আসেনি। বরং প্রতিবাদী মহিলাদের গর্জন আরও বৃদ্ধি পায়। এরপরই দমনপীড়নের মাত্রা আরও বাড়ায় ইরানের প্রশাসন। অভিযোগ, সে দেশের নিরাপত্তা বাহিনী প্রতিবাদী মহিলাদের তুলে নিয়ে ধর্ষণ, গণধর্ষণ করেছে। কেটে নেওয়া হচ্ছে তাঁদের জরায়ু। শুধু তা-ই নয়, চামড়া সমেত উপড়ে নেওয়া হচ্ছে মহিলারদের মাথার চুল। জার্মান পত্রিকা 'ডাই ভেল্ট'-এর প্রতিবেদনেও এমন নৃশংস অত্যাচারের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

এর আগে জানা গিয়েছিল, ইরানে বিক্ষোভ দমাতে সে দেশের নিরাপত্তা বাহিনীকে 'দেখা মাত্র গুলি'র নির্দেশ দিয়েছিলেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। প্রকাশ্যে এসেছিল রক্তাক্ত রাজপথ এবং শয়ে শয়ে মৃতদেহের ছবি। কিন্তু তাতেও শান্ত হননি খামেনেই। জানা যাচ্ছে, নারকীয় এই অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না শিশুরাও। দাবি করা হচ্ছে, যৌন নির্যাতনের যাতে কোনও প্রমাণ না থাকে তার জন্য পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বহু মহিলার দেহ।

সম্প্রতি আমেরিকার মানবাধিকার সংগঠনের সংবাদসংস্থা (এইচআরএএনএ) দাবি করেছিল, উত্তাল ইরানের মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে তিন হাজার। অপর একটি রিপোর্টে আবার দাবি করা হয়েছে, ইরানে মৃতের সংখ্যা পেরিয়েছে ১৬ হাজার। গোটা ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন আন্তর্জাতিক মহল।

৪০০-র বেশি 'অনিয়ন্ত্রিত' বিমানঘাঁটি পর্যবেক্ষণের নির্দেশ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি: বারামতী বিমান দুর্ঘটনায় মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের মৃত্যুর ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্রীয় সরকার। দেশে ৪০০-র বেশি অনিয়ন্ত্রিত বিমানস্ট্রিপগুলি পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দিয়েছে সরকার। এই সমস্ত বিমানবন্দরগুলির দেখভালের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে কেন্দ্রের পরিকল্পনা এইসব বিমানস্ট্রিপ ডিজিসিএ এবং রাজ্যসরকারের তত্ত্বাবধানে থাকবে। রিপোর্ট বলছে, ডিজিসিএ-র নিয়ন্ত্রণের বাইরে রয়েছে প্রায় ৪০০টি এমন বিমানঘাঁটি। যার বেশিরভাগই ব্যবহার করে চার্টার ফ্লাইট, রাজনৈতিক দল ও ফ্লাইং স্কুলগুলি। এইসব ঘাঁটিতে সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে, রানওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিমান চলাচলের ক্ষেত্রেও ঝুঁকিপূর্ণ। এই পরিস্থিতি এবার বদলাতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেক্ষেত্রে রাজ্যসরকারের পাশাপাশি এই ঘাঁটিগুলির দায়িত্ব নেবে ডিজিসিএ।

গত ২৮ জানুয়ারি বারামতীতে বিমান দুর্ঘটনায় প্রয়াত হন মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার। সেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। এর পাশাপাশি কেন্দ্র চাইছে দেশের সমস্ত বিমানবন্দরগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত হোক। বারামতীর মতো দেশের নানা প্রান্তে এমন অসংখ্য ছোট বিমানবন্দর রয়েছে।

দিল্লিতে পর পর ১০টি স্কুলে বোমাতঙ্ক

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি: দিল্লিতে একের পর এক স্কুলে ছড়াল বোমাতঙ্ক। সোমবার সকাল থেকে দিল্লির অন্তত ১০টি স্কুলে বোমা রয়েছে বলে হুমকি ইমেল গিয়েছে। তাতে লেখা রয়েছে, 'দিল্লি খলিস্তান হয়ে যাবে।' জানা যাচ্ছে, ওই হুমকি ইমেলগুলিতে সংসদ ভবনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। হুমকি ইমেলের পর থেকে স্কুলগুলিতে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। তবে প্রতিবেদনটি প্রকাশের সময় পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছুই মেলেনি।

ইমেলের প্রেরকের নামের জায়গায় লেখা রয়েছে 'খলিস্তান ন্যাশনাল আর্মি'। সোমবার সকালে দিল্লির একের পর এক স্কুলে এমন হুমকি ইমেল আসতে শুরু করে বলে জানা যাচ্ছে। বিষয়গুলি নজরে আসতেই স্কুল কর্তৃপক্ষেরা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ঘটনার খবর পেয়ে এমন প্রতিটি স্কুলে পৌঁছে যান বম্ব স্কোয়াডের আধিকারিকেরা। দমকলবাহিনীও পৌঁছে যায় স্কুলগুলিতে। যে স্কুলগুলিতে এই ধরনের হুমকি ইমেল গিয়েছে, প্রতিটিতে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। ফাঁকা করে দেওয়া হয় স্কুল চত্বরও।

কে বা কারা এই হুমকি ইমেল পাঠিয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, ওই হুমকি ইমেলগুলির সঙ্গে খলিস্তানপন্থী বার্তা লেখা ছিল। সঙ্গে কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গি নেতা আফজল গুরুর প্রসঙ্গও ছিল ওই হুমকি ইমেলে।

ABRIDGED NOTICE
NOTICE INVITING QUOTATION NO. **06** OF SDO/T.B.SUB DIVISION OF 2025-26
Sealed Quotationers are hereby invited by the undersigned from resourceful, Bonafide eligible bidders for 1 (one) number of work Last date & time of receiving application for the purpose of purchase of N.I.Q form is on **02.03.2026 up to 16.00 hrs.** kindly note that details may be seen at the office of the undersigned on any working day up to 16.00 hrs.
Sd/-
Sub-Divisional Officer
Tilpara Barrage Sub-Division
Suri, Birbhum

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide NIeT **No:- 03(2nd. Call)/GGP/15 Th CFC (TIED/UN TIED)/2025-26, With Vide Memo No. 282/ GGP/2025-26, Dated: - 03-02-2026,** The Last date for online submission of tender is **16/02/2026 upto 03.00 P.M.** For details please visit website:- **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Ghoshpara Gram Panchayat

e-TENDER NOTICE
E-tender invited by The Pradhan Ganganandapur Gram Panchayat under Bongaon Dev. Block, North 24 Pgs. FUND: APAS & 15th F.C. Etender Notice: Notice No: 17, Memo No. 77/Ganga /2025-26, Dated: 06.02.2026, 4 Nos civil Construction works Etender Notice: Notice No: 18, Memo No. 76/ Ganga /2025-26, Dated: 06.02.2026, 1 Nos Civil Construction worksMore details please visit: https://wbtenders.gov.in or office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Ganganandapur G.P.
Bongaon Block, North 24 Pgs

TENDER NOTICE
Tender is invited through offline Bid System with The vide NIQ No: **12/HPGP/2025-56 With Vide Memo No 581/1(6)/15TH CFC(Tied) /HPGP/2025-26 Dated: - 09/02/2026,** The Last date for submission of Bids **16/02/2026 upto 02.00 P.M.** For details please visit The Office Notice Board Of Hariharpara GP.
Sd/-, Prodhan
Hariharpara Gram Panchayat

Orphuli Gram Panchayat
Under Bagnan-II Dev. Block
Chak-Kamala, Bagnan, Howrah
NOTICE INVITING E-TENDER
e-Tender is invited for 08 nos. development works under **15th FC fund** vide **Memo No.:- 115/OGP/ 15th FC/2026, Dated : 06/02/2026, Ref. e-Tender No. - WB/HOW/ BAG-II/OGP/NIT-17/25-26 (15th FC).** Bid Submission closing date (online): **16/02/2026 at 09:00 A.M.** For more details please see the Notice Board at Orphuli GP Office and visit online e-Procurement System of Government of West Bengal i.e. **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Orphuli Gram Panchayat

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 91, 127 (2nd Call), 57 (5th Call), 64 (4th Call)/PW/Eng/APAS/25
Dt. 20-09-25, 11-11-25, 03-12-25, 10-09-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
2nd Call
N.I.E. ET. No. 90, 93/PW/ Eng/APAS/25
Dt. 13-11-25, 11-11-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
4th Call
N.I.E. ET. No. 68, 75, 77, 72, 61, 71, 76/PW/Eng/APAS/25
Dt. 10-10-25, 18-10-25, 04-11-25, 16-10-25, 13-09-25, 15-10-25, 18-10-25, 04-11-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

সাধারণ নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোটাক মহীন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি নিম্নোক্ত ভেহিকেলগুলির নিলামের জন্য ব্যবস্থা করেছে।

ভেহিকেল বিক্রির জন্য

১. মডেল নং **ALBADADOST** ভেহিকেল নং **WB19M3316** নির্মাণ বর্ষ -২০২৪ সংরক্ষিত মূল্য -৫৯৬৫২৪.৫
২. মডেল নং **MHMAXXCITY** ভেহিকেল নং **WB19M1173** নির্মাণ বর্ষ -২০২৪ সংরক্ষিত মূল্য -৫২৫০০০
৩. মডেল নং **TATAACE** ভেহিকেল নং **WB11F9856** নির্মাণ বর্ষ -২০২৪ সংরক্ষিত মূল্য -৬০২৯১৬.২১
৪. মডেল নং **MAXPICKUP** ভেহিকেল নং **WB25M4329** নির্মাণ বর্ষ -২০২৪ সংরক্ষিত মূল্য -৫৬৪৯৩৪.৫
৫. মডেল নং **TACEGOLD** ভেহিকেল নং **WB19M3259** নির্মাণ বর্ষ -২০২৪ সংরক্ষিত মূল্য -২৮০০০০
৬. মডেল নং **TATAACE** ভেহিকেল নং **WB11F9878** নির্মাণ বর্ষ -২০২৪ সংরক্ষিত মূল্য -৬০২৯১৬.২১
৭. মডেল নং **PRO2114CBC** ভেহিকেল নং **WB37E2542** নির্মাণ বর্ষ -২০২২ সংরক্ষিত মূল্য -১০২৩৫১৬
৮. মডেল নং **LPT_3718** ভেহিকেল নং **WB11D7709** নির্মাণ বর্ষ -২০১৮ সংরক্ষিত মূল্য -৭২৯৭২৯.৫৭৭৫
৯. মডেল নং **TACEGOLDSL** ভেহিকেল নং **WB11F9023** নির্মাণ বর্ষ -২০২৪ সংরক্ষিত মূল্য -৩৬১৫২৭.০১৬৫
১০. মডেল নং **AL4825CH** ভেহিকেল নং **WB53C6007** নির্মাণ বর্ষ -২০২২ সংরক্ষিত মূল্য -১৭৯১১৫৩
১১. মডেল নং **TATALP912C** ভেহিকেল নং **WB29C3140** নির্মাণ বর্ষ -২০২২ সংরক্ষিত মূল্য -৭৫৬৯৭৫.৩৭৫
১২. মডেল নং **ALDOSTGD** ভেহিকেল নং **WB15E1896** নির্মাণ বর্ষ - ২০২৪ সংরক্ষিত মূল্য -৪৬৯৯০১.২৫

দায়বদ্ধ
মেসার্স কোটাক মহীন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি. এর নিকট বিক্রয় করা হবে "যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে"।
আগ্রহী পক্ষগণ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে দরপত্র জমা দিতে পারেন।
কোটাক মহীন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি., ২২, ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠতল, বি ব্লক, কলকাতা - ৭০০০১৬
বা
যোগাযোগ করতে পারেন :
গৌতম সাহা : ৯৮৩৬১০৯৩১৭

OFFICE OF THE BOLPUR MUNICIPALITY BOLPUR:BIRBHUM
NOTICE INVITING e-TENDER NO: WBMAD/ULB/BM/PW/Development Fund/NIT-58/2025-2026
Memo No:- 4308/PWD/BM/2025-2026, Dated-07.02.2026
Number of Work:-15 (Fifteen)
Sl. No. 1-15
Different types of Development works in different words under Bolpur Municipality.
Last Date-of Submission 21.02.2026 at 11:00 AM for details see Bolpur Municipality
Notice Board & Web Site:-
www.wbtenders.gov.in
Sd/-Chairman
Bolpur Municipality

NOTICE INVITING TENDER
Online tender is invited by the undersigned for the works: "Annual comprehensive, preventive & corrective maintenance of different type AC machines at New Town Fire Station Building, Rajarhat, Kolkata-700156". Tender No: **WBPWD/AE/BESD-I/e-NIQ-19/25-26_2ndCall & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_ 1002306_1**. Document Download Closing Date: **17.02.2026 up to 15.00 Hrs.** This is to be noted that a corrigendum regarding closing date has been published. Details may downloaded from **etender.wb.nic.in.**
SD/- Assistant Engineer, PWD
Bidhannagar Electrical
Sub-Division-I

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
ত্রিবান কনস্ট্রাকশন প্রা. লি.
CIN : U45202WB1989PTC047456
রেজিস্টার্ড অফিস চেম্বার নং ২১১, ৩য় তল, গভর্নমেন্ট প্লেস, উত্তর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০০১ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **শুক্রবার ২৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে"** স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
[illegible]
ত্রিবান কনস্ট্রাকশন প্রা. লি. এর পক্ষে
স্বা/-
তন্ময় মাটি
(ডিরেক্টর)
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১০.০২.২০২৬
[illegible]

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-79/25-26 Dated 06.02.2026
Exe. Engr.(Elect), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the work: **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_1001885_1 **(2)** Tender ID No. 2026_ADDA_1001895_1 **(3)** Tender ID No. 2026_ADDA_1001904_1 **(4)** Tender ID No. 2026_ADDA_1001920_1 **(5)** Tender ID No. 2026_ADDA_1001947_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Exe. Engr. (Elect.), ADDA

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH
e-Tender Inviting Notice
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- (i) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/40/2025-26, Dated 09.02.2026, SL- 1 & 2. Fund: 15TH FC.** Bid Submission Start Date: **09.02.2026 at 05.00 PM.** Last Date of Bid Submission: **17.02.2026 up to 05.00 PM.** Date of Opening: **20.02.2026 at 11.00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

ডায়নামিক অর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড
CIN: L45201WB1996PLC077451
রেজিস্টার্ড অফিস: ৪০৯, স্বায়িকা সেন্টার, ৪এ, পোলক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.)৭০০০০১, ফোন: ০৩৩-২২৩৪৩৬৭৩
ওয়েবসাইট : www.dynamicarchistructures.com, **ইমেল:** info@dynamicarchistructures.com
৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল
(ইপিএস ছাড়া টাকার অঙ্ক কোটিতে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত/চলতি বর্ষ সমাপ্ত	বর্ষ থেকে তারিখ অর্থাঙ্ক/পূর্ববর্তী বর্ষ সমাপ্ত	অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত পূর্ববর্তী বর্ষের
		৩১.১২.২০২৫	৩১.১২.২০২৫	৩১.১২.২০২৪
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২.৫৮	৫.৩৭	১.১৪
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)(কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পূর্বে #)	১.৩২	৩.৬২	০.৫৯
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	১.৩২	৩.৬২	০.৫৯
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	০.৯১	২.৯০	০.৫০
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী)এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয়(করের পরে)]	০.৯১	২.৯০	০.৫০
৬	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৫.০১	৫.০১	৫.০১
৭	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার) (চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য)			
	১. মৌলিক :	১.৮২	৫.৭৯	১.০০
	২. মিশ্রিত :	১.৮২	৫.৭৯	১.০০

দ্রষ্টব্য :
ক উপরের ফর্ম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জে জমাকৃত বিস্তারিত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের নির্যাস যা সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dynamicarchistructures.com -এ পাওয়া যাবে। নীচে প্রদত্ত কিউআর কোডটি স্ক্যান করে এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।
খ #- ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা ইন্ড এএস রুলস অনুযায়ী লাভ এবং ক্ষতির বিবরণে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।
ডায়নামিক অর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
দানমাল পোরওয়াল
চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN- 00581351
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৯.০২.২০২৬

CORRIGENDUM NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/2052/25-26 Dated 20.01.2026	Construction of Surface Drain at I) H/O Goutam Saha to H/O Biplab Karmokar via H/O Ratan Kar to H/O Ruma Roy and,ii) Concrete Road at H/O Ratan Kar to H/O Tapan Das(Srikrishna Pally),in Ward N0-32,Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.5,07,557.00
WBMAD/ULB/ RSM/2064/25-26 Dated 20.01.2026	Earth Work in filling at Natun Diyara i) house of Kesta Mondal, ii) Sabuj Sangha (D,B,A,C) Block , iii) Uttar Panchpota Subhas Sarani, iv) Uttar panchpota friends club,v) Matri builders vi) policepara IN WARD NO-03 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.THE RATES ARE GIVEN AS PER PWD SCHEDULE OF RATES–2017.	Rs.2,31,801.00
WBMAD/ULB/ RSM/2056/25-26 Dated 20.01.2026	Upgradation of Pond by Sal Bullah Pilling work at Gotberia in Ward No-26, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,82,701.00
WBMAD/ULB/ RSM/2058/25-26 Dated 20.01.2026	Construction of surface drain at panchpota pump house house of nirmal baguli to house of sanyal & house of golok to house of tanusri mukherjee in ward no-03 under rajpur sonarpur municipality. Drain length :- 74+51=125 m.	Rs.3,08,271.00
WBMAD/ULB/ RSM/2005/25-26/2nd Call Dated 28.01.2026	Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Drain from H/O Sudhangshu Shekar Mandal to H/O Sannashi Mandal in Ward No. - 04 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-234, (Proposal Serial No.-2) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs.2,51,062.00

Bid Submission end date is being extended from **07.02.2026 at 11-00 hrs to 17.02.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER
E- tenders are invited by the Prodhan, Dhoradaha- I Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), P.O- Dhoradaha, **Nadia. NIET NO. 03/15thFC UNTIED/DGP-I/2026, 04/15th FC TIED/DGP-I/2026, 05/DGP-I/15th FC UNTIED/2026, 06/DGP-I/15thFC TIED/ 2026**, Last date of submission **11.02.2024 upto 2 & 4p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders. gov.in**
Sd/- Prodhan,
Dhoradaha- I Gram Panchayat.

Tender Notice
The architect / contractor are here by invited to submit the quotation for the entire architectural / construction job with pile foundation for G+IV residential building of Sundartoma Co-operative H.S. LTD, Plot No-AAIIC-2442, Premises No-14-0660, Newtown, land area 270 sqm. Quotation sent by mail within 7 days. Mail id-jayetabanerjee948@gmail.com.

Chandrabhag Gram Panchayat
Kanaipur, Bantul, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited from the eligible contractor for execution of different development work vide **NIT No.: WB/HOW/BAG2/CGP/NIET-18/25-26, Date: 15/01/2026** for Construction of 1 no. Guard Wall, 1 no. Conc. Road with resolling, 1 no. Boundary Wall, Inst. of Highmast Light & improvement of bank of Siber Pukur at various Sansad. **WB/HOW/ BAG2/CGP/NIET-19/25-26, Date: 30/01/2026** for Construction of 2 nos. Drain at Kanaipur & Rabibhag Mouja Under Chandrabhag Gram Panchayat. Details are available in **www.wbtenders.gov.in** .
Sd/-
Pradhan
Chandrabhag Gram Panchayat

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Construction of Concrete Road connecting between Street No. 11 and 9, Newton, within Ward No.- 07.
e-Tender No. : WBDMC/W/564(APAS) of 25-26
Tender ID : 2026_MAD_5011449_1 • Estimated Amount : 5,79,678/-
2) Name of the Work: Repairing of Road and Drain at Joydev 4 No Street, within Ward No.- 04, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/565(APAS) of 25-26
Tender ID : 2026_MAD_5011451_1 • Estimated Amount : 6,20,840/-
3) Name of the Work: Construction of Toilet Block at Edison Road Market, Street No.- 4, Ward No.- 07.
e-Tender No. : WBDMC/W/224(APAS) of 25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5011512_1 • Estimated Amount : 4,01,777.00/-
4) Name of the Work: Repairing of Concrete Road at Edison Nurse Hostel Basti, Street No.- 01, Vidyasagar Rd., Ward No.- 07.
e-Tender No. : WBDMC/W/224(APAS) of 25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5011512_2 • Estimated Amount : 1,46,365.00/-
Last Date : 16th February 2026, up to 09:00 am **Sd/- Executive Engineer**
For details : **tenders.wb.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

বিন্দাওয়ালা বানিজ্য লিঃ
CIN: L67120WB1981PLC033799
রেজিস্টার্ড অফিস : কক্ষ নং ২১৪, ২য় ফ্লোর, ৬৪, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা- ৭০০০০১
ই-মেল : info@bindawala.com, **যোগাযোগ নং :** ০৩৩-৪০০৩-০৯০৯
৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ডিসেম্বর ৩১, ২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ডিসেম্বর ৩১, ২০২৪	নয় মাস সমাপ্ত ডিসেম্বর ৩১, ২০২৫	নয় মাস সমাপ্ত ডিসেম্বর ৩১, ২০২৪	বর্ষ সমাপ্ত মার্চ ৩১, ২০২৫
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	মোট আয় কার্যাদি থেকে (নিট)	৮০.৯২	৭.৩৬	২২৬.৯৭	৬৮.০২	২৩৭.২৯
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	২১.৯২	৩৩.৬৯	৫.৮৫	৫২.০৭	৫১.৮৬
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	২১.৯২	৩৩.৬৯	৫.৮৫	৫২.০	৫১.৮৬
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	২১.৫৪	৩৩.৬৯	৬.৩৭	৫২.০৭	৪১.০৪
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	১৪.৩৫	১৩.৫৭	২৪.৬৯	৮৩.৫৬	৪১.০৪
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ১০/- টাকার)	৬৪.০০	৬৪.০০	৬৪.০০	৬৪.০০	৬৪.০০
৭	সংরক্ষণ (পূর্ব বর্ষের ব্যালান্সশীটে প্রদর্শিতমতো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)					
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)					
	১. মৌলিক :	৩.৩৭	৫.২৬	১.০০	৮.১৪	৬.৪১
	২. মিশ্রিত :	৩.৩৭	৫.২৬	১.০০	৮.১৪	৬.৪১

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট ওয়েবসাইট www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.bindawala.com -তে।
২. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি নিরীক্ষা কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত হয়েছে এবং ০৯.০২.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
বিন্দাওয়ালা বানিজ্য লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
ভগবান দাস বিন্দাওয়ালা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00342639
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৯.০২.২০২৬

Indian Bank ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাংক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং
৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি
পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩, ফোন নম্বর (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০
ই-মেইল zochinsurah@indianbank.co.in
দাবি বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর ধারা ১৩ (২) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি

ক) শ্রীমতি সুমনা দেবি (ঋণগ্রহীতা), স্বামী শ্রী বিনোদ কুমার,
ঠিকানা :
১. ৯, রাই ল্যান্ড রোড, শ্রীরামপুর, রিষড়া, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২২৪৮
২. ফ্ল্যাট নং জি ১, বহুতল ভবন, পুরসভা হোল্ডিং নং ৩৮/১৫৩/২৮, শরৎ সরণি মেন, ওয়ার্ড নং ১৭, পো : মোড়পুকুর, থানা -রিষড়া, রিষড়া পুরসভা, পিন - ৭১২২৫০।
৩. ফ্ল্যাট নং ৩০১, ৪র্থ তল, ডা. বি সি রায় সরণি, মোড়পুকুর, রিষড়া, জেলা -হুগলি-৭১২২৫০, পব।
খ) শ্রী বিনোদ কুমার (ঋণগ্রহীতা), পিতা শ্রী ধারী প্রসাদ,
ঠিকানা :
১. জয়শ্রী টেক্সটাইল, কোয়ার্টার নং ২১৬, আদর্শ নগর ভট্ট, রিষড়া এম, হুগলি, পব-৭১২২৪৯।
২. ফ্ল্যাট নং জি ১, বহুতল ভবন, পুরসভা হোল্ডিং নং ৩৮/১৫৩/২৮, শরৎ সরণি মেন, ওয়ার্ড নং ১৭, পো : মোড়পুকুর, থানা -রিষড়া, রিষড়া পুরসভা, পিন - ৭১২২৫০।
৩. ফ্ল্যাট নং ৩০১, ৪র্থতল, ডা. বি সি রায় সরণি, মোড়পুকুর, রিষড়া, জেলা -হুগলি-৭১২২৫০, পব।

বিষয় : আপনার ঋণ অ্যাকাউন্ট নং ৫০৪৫৭৫৮৪১৭৫, ইন্ডিয়ান ব্যাংক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাংক), কোন্নগর শাখা - রেজি.

আপনাদের মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয়জন ব্যক্তিগত। আপনাদের মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয়জন হলেন বন্ধকদাতা যারা আপনাদের উভয়ের দ্বারা গৃহীত ঋণের জন্য তাদের সম্পদ জামানত হিসেবে প্রদান করেছেন।
আপনাদের উভয়ের অনুরোধে, ব্যাংকিং ব্যবসার সময়, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি অনুমোদিত হয়েছিল এবং আপনারা উভয়েই গ্রহণ করেছিলেন :

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা (টাকায়)
হাউজিং লোন (৫০৪৫৭৫৮৪১৭৫)	১৪৪০০০০ টাকা

আপনারা উভয়েই উল্লিখিত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিপত্র সম্পাদন করেছেন :

সুবিধার প্রকৃতি	নথিপত্রের প্রকৃতি
হাউজিং লোন	আবেদন, অনুমোদনের স্বীকৃতি, ঋণ চুক্তি, বন্ধক এবং অন্যান্য নথি

আপনাদের উভয়ের সম্পত্তির (গুলি) বন্ধক/দায়বদ্ধ দ্বারা উল্লিখিত ঋণের পরিশোধ সুরক্ষিত।
সুদের সাথে ইএমআই/বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করার জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আপনারা এবং আপনারা যারা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ, তারা সকলেই অনুমোদনের শর্তাবলী অনুসারে বকেয়া পরিমাণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। সুতরাং, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক জারি করা সম্পদ শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত নির্দেশিকা/নির্দেশিকা অনুসারে ২৯.০১.২০২৬ সাল থেকে ঋণ অ্যাকাউন্টটিকে নন পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
০২.০২.২০২৬ তারিখে আপনার প্রদেয় বকেয়া পাওনা নিম্নরূপ :
(টাকায় পরিমাণ)

অ্যাকাউন্ট নং	বুক ব্যালান্স	এমওআই, এমএলই এবং এমওএক্স	মোট
এইচবিএল (৫০৪৫৭৫৮৪১৭৫)	১৩৭৫৪৮৪.০০ টাকা	৫৫০৪৯.৫২ টাকা	১৪,৩০,৫৩৩.৫২ টাকা
মোট			১৪,৩০,৫৩৩.৫২ টাকা

পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত আপনাকে সম্মত হারে আরও সুদ এবং অন্যান্য খরচ, চার্জ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, যদি থাকে, দিতে হবে।
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (এখন থেকে 'আইন' বলা হবে) এর অধীনে ঋণগ্রহীতা বলতে বোঝায় যে কোনও ব্যক্তি যাকে ব্যাংক আর্থিক সহায়তা দিয়েছে অথবা যিনি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা কোনও বন্ধক তৈরি করেছেন / নিরাপত্তা হিসাবে চার্জ তৈরি করেছেন।
অতএব, আপনাদের সকলকে এবং আপনাদের সকলকে ০২.০২.২০২৬ তারিখের বকেয়া অর্থ অর্থাৎ ১৪,৩০,৫৩৩.৫২ টাকা (চৌদ্দ লক্ষ ত্রিশ হাজার পাঁচশ তেত্রিশ টাকা এবং বাহান্ন পয়সা) সুদসহ এই তারিখ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হচ্ছে। যদি তা না করা হয়, তাহলে ব্যাংক উক্ত আইনের অধীনে আপনার কাছে আর কোনও উল্লেখ ছাড়াই নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাংক আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে তার প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন শেষ হওয়ার পরে এবং দাবি মেনে চলতে ব্যর্থ হওয়ার পরে, ব্যাংক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আইনের ১৩(১৩) ধারা অনুযায়ী, ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত এই নোটিশের তারিখের পরে বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনওভাবে সুরক্ষিত সম্পদের (এখানে প্রদত্ত তফসিলে প্রদত্ত) কোনও হস্তান্তর করা যাবে না।
উল্লেখ করার দরকার নেই যে, এই নোটিশটি আপনার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে, ব্যাংকের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের সাথে কোনও দ্বন্দ্ব ছাড়াই। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ডিআরটি/ডিআরএটি/আদালতের ডিআরটি/আরও-এর সামনে যেকোনো কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রাপ্ত/প্রাপ্ত আদেশ/ডিক্রি কার্যকর করার জন্য ব্যাংকের অধিকারকে কোনও দ্বন্দ্ব ছাড়াই জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আপনার পক্ষে জারি করা এবং প্রতিষ্ঠিত বকেয়া বিল, ব্যাংক গ্যারান্টি এবং ঋণপত্রের অধীনে উদ্ভূত দায়বদ্ধতা, সেইসাথে অন্যান্য সম্ভাব্য দায়বদ্ধতা, যদি থাকে, পরিশোধ করার জন্য ব্যাংক আপনাকে আহ্বান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
"আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির বিধানগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজের উপর আপনার মুক্তির অধিকার সম্পর্কিত।"
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার এবং ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে অনুমোদিত কর্মকর্তা।

তফসিল
[illegible]
তারিখ : ০৩.০২.২০২৬ স্থান : ব্যান্ডেল স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: **033-4001 9663** email# **dailyekdin1@gmail.com** Editor: **Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

টার্গেট

মঙ্গলবার • ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ • পেজ ৮

সহকর্মীদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবই বিদ্যালয়ের উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি

ড. কার্তিক কুমার মণ্ডল

আজ থেকে আটান্ন বছর আগে পুরুলিয়ার জয়পুর ব্লকের উপরকাহান গ্রাম পঞ্চায়েতের মণিপুর গ্রামের গোবিন্দ মাহাতো, ভোলানাথ মাহাতো প্রমুখ বেশ কয়েকজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির দানকরা প্রায় বাইশ বিঘা জমিতে বাসুদেব সেনাপতির উদ্যোগে ও তৎকালীন বিধায়ক রামকৃষ্ণ মাহাতো, উপরকাহান গ্রামপঞ্চায়েতের তৎকালীন প্রধান রজনী মাহাতো ও শিবশঙ্কর ব্যানার্জি'র(লাগদা) আন্তরিক প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে মণিপুর স্বামী বিবেকানন্দ হাই স্কুল। বাসুদেব সেনাপতিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক। একথা জানান বিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের ছাত্র বর্তমানে পরিচালন সমিতির সভাপতি পশুপতি মাহাতো। তবে শুরুর দিকে স্কুলের পথ চলা মোটেও সহজ ছিল না। তখন না ছিল ভালো ক্লাসরুম না ছিল বিদ্যুৎ সংযোগ। এলাকার মানুষের সহযোগিতায় ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চেষ্টায় ক্রমে স্কুলের পরিকাঠামো গড়ে ওঠে। বর্তমানে স্কুলটি জেলা শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করে চলেছে। বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকার দশ-বারোটিটি গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা প্রদান করে আসছে। ১৯৬৮ সালে পথ চলা শুরু করে আটান্নবছর বছর অতিক্রম করে গত ১২ জানুয়ারি উন্ ষাটে পা দিল। এই বিদ্যালয় আজ মহীরুহের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল ২৬৮৩। ১৯৬৮ সালে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে পাঠদান প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৭৪ সালে মাধ্যমিকে উন্নীত হয় এই বিদ্যালয়টি। পরবর্তীতে ২০১১ সালে উচ্চ মাধ্যমিকে কলা বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের অনুমতি নিয়ে পাঠদান শুরু হয় এই বিদ্যালয়ে। এখানে পঞ্চম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদানের ব্যবস্থা রয়েছে । বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী তথা অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক রামপ্রসাদ মাহাতো জানান প্রথমে বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য গ্রামের মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন তৎকালীন প্রধান শিক্ষক বাসুদেব সেনাপতি। এমনকি অনেক শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ধান বিক্রি করে সেই টাকা বিদ্যালয় তৈরির কাজে দান করেছিলেন।দ প্রধান শিক্ষক বলেন, ক্ষ্ম বিদ্যালয়ে সহকর্মীদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব বিদ্যালয়ের উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি যা আমার কাজের গতি এনে দেয়। তাই তো আমি ২০১৯ সালে জুলাই মাসে জয়েন করার পর এই বিদ্যালয়েরই বাংলার কৃতী শিক্ষক কার্তিক কুমার মণ্ডল 'বাংলা সাহিত্যে কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলন সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম' এর মতো ব্যতিক্রমী বিষয় নিয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করলে সেবছর তাঁকে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শিক্ষক দিবসে 'বিশেষ সংবর্ধনা' প্রদান করা হয়। এসব সম্ভব হয়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক রয়েছে বলেই।দ প্রধান শিক্ষকের দাবি, ৩১ টি অনুমোদিত পদের মধ্যে ১৭ টি পদে শিক্ষক ও শিক্ষিকা বর্তমানে কর্মরত আছেন। পার্শ্বশিক্ষক আছেন চারজন। এছাড়া আইসিটি বিভাগের শিক্ষক একজন। জেলা শহর থেকে মাত্র ২১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব আগে তেমন ছিল না। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের রায়ে দুজন শিক্ষক ও তিনজন শিক্ষা কর্মীর চাকরি চাকুরি অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন কিছুটা হলেও ব্যাহত হচ্ছে। তবে সদ্য একজন আরেকজন ক্লার্ক জয়েন করায় কিছুটা চাপ কমবে। স্কুলে ঘণ্টা দেওয়ার লোক নেই। অস্থায়ী ভাবে একজন মেয়ের স্বেচ্ছাশ্রমে সেসব চলছে। নেই জীবন বিজ্ঞান, দর্শনের শিক্ষক। স্থানীয় কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবী যুবকের সাহায্যে উক্ত বিষয়ের পড়াশোনা চলছে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কলা বিভাগে এখানে পড়ানো হয় বাংলা ইংরেজি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, শিক্ষা, প্রভৃতি বিষয়। বিজ্ঞান বিভাগ খোলার ব্যাপারে তদ্বির করা হচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সার্বিক ফলাফল জেলা ও ব্লক স্তরে বরাবর ভালো ফল করে বলে জানান প্রধান শিক্ষক। এ ব্যাপারে বিশেষ কৃতিত্ব দিয়েছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের। পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধুলো এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ভূমিকা জেলার মানুষের নজর কাড়ে। জেলা প্রশাসন বা বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ আগে সেভাবে ছিল না। বিদ্যালয়ের শারীরশিক্ষার কোনো শিক্ষক না থাকলেও বিদ্যালয়ের শিক্ষক সৌরভ বাবু, রাজীব বাবু, যাদব বাবুর মতো ক্রীড়ানুরাগী শিক্ষকের সহযোগিতায় ও সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও আন্তঃশ্রেণি ফুটবল প্রতিযোগিতায় ছেলে ও মেয়েদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। তিনি আরও জানান হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় রাজ্য স্তরে অংশগ্রহণ করে বিদ্যালয়ের নাম আরও উজ্জ্বল করে চলেছে ছাত্রীরা। দশম শ্রেণির মীনা মাহাতো, রিয়া মাহাতো কোচবিহারে অনুষ্ঠিত রাজ্যে জেলার হয়ে খেলে বিদ্যালয়ের সুনাম বাড়িয়েছে। ববি মাহাত ফুটবলে জেলা টিমে চান্স পেয়েছে এবং ইতিপূর্বে সাধনা মাহাতো কলা উৎসবে জেলায় প্রথম হয়ে রাজ্যে অংশগ্রহণ করেছে। এনসিসি'র জন্য আবেদন করা হয়েছে বলে জানান প্রধান শিক্ষক। ল্যাবরেটরি না থাকা সত্ত্বেও শুভদীপ বাবুর মতো শিক্ষকেরা যেভাবে হাতে-কলমে বিজ্ঞান শেখানোর চেষ্টা করেন তা উল্লেখযোগ্য। ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি প্রধান শিক্ষক ও সহশিক্ষকরাও বিদ্যালয়কে গর্বিত করে চলেছেন। প্রধান শিক্ষক ২০২৩ সালে বিদ্যালয় পরিচালনায় বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত 'কল্যাণ'(পুরুলিয়া) থেকে সংবর্ধনা পান। সহশিক্ষক কার্তিক কুমার মণ্ডল গবেষণা ও লেখালেখির জন্য সংবেদন (মালদা) থেকে 'সংবেদন সম্মাননা'(২০১৭) লাভ করেন।

১২ জানুয়ারি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস ও বিবেকানন্দের জন্মদিবস সাড়ম্বরে পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে গুণীজনদের উপস্থিতি বিদ্যালয়কে গর্বিত করেছে। ২০১৯ সালে বিদ্যালয়ের ৫২ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক তথা সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর স্বপন কুমার মণ্ডলের উপস্থিতি ও তাঁর 'বিশেষ বক্তৃতা' এলাকায় সাড়া জাগায়। শুধু তাই নয় ঐ বছর থেকে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে বিদ্যালয়ে কৃতী শিক্ষার্থীদের 'বলরাম মাহাতো স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করা হয়ে আসছে। বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক চিত্তরঞ্জন মাহাতো এক লক্ষ টাকা দান করে একটি তহবিল গড়ে দেন তা থেকে পুরস্কারটি প্রদান করা হয়। এরপর থেকে প্রতি বছর নানা ক্ষেত্রের বিদগ্ধ ব্যক্তিদের উপস্থিতি বিদ্যালয়কে গর্বিত করে চলেছে। শুধু তাই নয় বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিকে প্রতিটি বিষয়ে ২০ নম্বরের প্রজেক্ট রয়েছে। প্রজেক্ট কেমন করে করা উচিত তা শিক্ষা দিতে পড়ুয়ায়ের নিয়ে পুরুলিয়া যান বাংলার শিক্ষক কার্তিক কুমার মণ্ডল প্রাবন্ধিক স্বপন কুমার মণ্ডলের সাক্ষাৎকার নিতে। পর পর তিনটি শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা সাক্ষাৎকার নেয়। বিদ্যালয়ের অর্থানুকুল্যে তিনি বিদ্যালয়ের প্রজেক্টের খাতাগুলো সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে 'প্রাবন্ধিক স্বপন কুমার মণ্ডলের মুখোমুখি' নামে বই আকারে প্রকাশ করেন প্রকল্পের মডেল হিসেবে তুলে ধরতে। একথা জানান তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক পশুপতি মাহাত। প্রধান শিক্ষক সমর কিশোর মাহাতো বলেন, তআগে বিদ্যালয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা যথাযথ ছিল না। তবে বর্তমানে সেগুলি রয়েছে। ছেলেমেয়েদের শৌচাগার থাকলেও সেগুলি ভালো মানের নয়। বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলের শেড রয়েছে। সাইকেল স্ট্যান্ড নেই। একটি এসেম্বলি হল জরুরি দরকার। বিদ্যালয়ে বেশ কয়েকটি ভবন রয়েছে। বিদ্যালয়ের মধ্যে রয়েছে জিম। তবে লোকের অভাবে সেটার রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাহত হচ্ছে। রয়েছে বড় খেলার মাঠ। তার চারিদিকে ঘিরে রয়েছে বিভিন্ন ভবন। বিদ্যালয়ের ভবনগুলি নামকরণ করা হয়েছে মনীষীদের নামে। যথা রবীন্দ্র ভবন, নিবেদিতা ভবন, বিদ্যাসাগর ভবন, বিবেকানন্দ ভবন, আম্বেদকর ভবন প্রমুখ। কন্যাশ্রী ক্লাব রয়েছে। প.ব. সরকারের অর্থানুকুল্যে বি.আর.জি.এফ এর একটি ৫০ বেডের ছাত্রীনিবাস রয়েছে। তাতে সব শ্রেণি মেয়েরা থাকতে পারে। রয়েছে ডি.এল.এস ক্লাব। বিদ্যালয়ে সরকারি ভাবে পালনীয় দিন গুলির পাশাপাশি শিক্ষক দিবস, ১২ইজানুয়ারি, ২১ ফেব্রুয়ারি, পঁচিশে বৈশাখ, বিদ্যাসাগর জয়ন্তীতে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২০১৯ এ বিদ্যাসাগরের দ্বিশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে শিক্ষক ড. কার্তিক কুমার মণ্ডলের সম্পাদনায় বিদ্যাসাগরের জীবনী নিয়ে একটি 'স্মরণিকা' প্রকাশ করা হয়। আগে বিদ্যালয়ে 'অন্বীক্ষা' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হত। শুধু অর্থাভাবই নয় সম্পাদনার উপযুক্ত লোকের অভাব সেটির প্রকাশে বড় বাধা হয়ে পড়েছিল। এবছর কার্তিক বাবু পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে স্বীকার করায় আগামী বছর ১২ জানুয়ারি বিদ্যালয়ের ৬০তম প্রতিষ্ঠা দিবসে আবার স্বমহিমায় বিদ্যালয় থেকে পত্রিকা বেরোবে বলে আমার বিশ্বাস। বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী প্রতিমা মাহাতো বলে, ক্ষ্ম বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষিকারা আমাদের যত্ন সহকারে পড়ান। বিদ্যালয়ে নানান ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মাঝে মাঝেই হয়।ক্ষ্ম

লেডি অবলাবালা বসুর হাত ধরেই হয়েছিল নারী শিক্ষার প্রসার

ডা শামসুল হক

এই বঙ্গভূমিতে নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য যাঁর অবদান সত্যিই মনে রাখার মতো তিনি হলেন বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্র বসুর সহধর্মিণী অবলা বালা বসু। ছাত্রী হিসেবে তিনি ছিলেন ভীষণ মেধাবী এবং অতি অবশ্যই ধৈর্যশীলাও। ১৮৮১ সালে কলকাতায় আগমন ঘটে তাঁর। ভর্তি হন বেথুন স্কুলে । সেখান থেকেই অতি কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করার পর চলে যান চেন্নাই শহরে। সেখানকার মেডিকেল কলেজে তিনি সুযোগ পেয়ে যান চিকিৎসা শাস্ত্রে অধ্যয়নেরই জন্য ।

সেইসময় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে মেয়েদের জন্য ডাক্তারি পড়ার কোন সুযোগই ছিল না। তাইতো অসাধারণ মেধার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নিজের এবং পরিবারের সকলের ইচ্ছে পূরণের জন্যই তাঁকে ছুটতে হয়েছিল চেন্নাই শহরে। তখন তাঁর পড়াশোনার খরচ চালানোর জন্য সরকার একটা বৃত্তির ব্যবস্থাও অবশ্য করেছিল।

বেথুন স্কুলের প্রথম ছাত্রী হিসেবে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন বলেই তখন টনক নড়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরও। আর তারই সম্মানার্থে দু এক বছরের মধ্যেই কলকাতা মেডিক্যাল কলেজেও মেয়েদের জন্য ডাক্তারি পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাইতো পরবর্তী সময়ে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় সহ আরও অনেক মেয়েই সেখানে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন । আর এই ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন যিনি, তিনি হলেন সেই সময়ের ছোটলাট স্যর রিচার্ড অগষ্টাস।

চেন্নাইতে থাকলেও অবলাদেবীর মন কিন্তু পড়ে থাকত কলকাতাতেই। শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েরা যাতে কোনোভাবেই পিছিয়ে না পড়ে সেদিকেও তীক্ষ্ম নজর ছিল তাঁর। কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন তিনি। আর এই ব্যাপারে সেই সময়ের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাজ থেকেই যাবতীয় সংবাদ পেতেন তিনি।

চিকিৎসা শাস্ত্রে পড়াশোনা করলেও তাঁর মন কিন্তু মোটেও সেদিকে স্থির হয়ে ছিল না। তাঁর ধ্যান এবং জ্ঞান তখন একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর এমনই গভীরভাবে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছিল যে নিজের ঈপ্সিত লক্ষ্যে থেকে অনেকটাই সরে এসেছিলেন তিনি। তাই তো একটা সময় পড়াশোনা ছেড়েই চেন্নাই থেকে কলকাতায় ছুটে এসেছিলেন তিনি নিজের ভালমন্দের কথা না ভেবেই। তাঁর তখন একমাত্র লক্ষ্য ছিল যেকোন উপায়েই হোক স্বভূমে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটাতেই হবে।

কলকাতায় ফিরে অবলাবালা দেবী পেয়েছিলেন দ্বারকানাথবাবুর সঙ্গ তাঁর অনুপ্রেরণাতেই তিনি তখন যোগ দেন নারীমুক্তি আন্দোলনে। মনপ্রাণ ঢেলেই শুরু করে দেন নিজের কাজও।

তাঁর অনুপ্রেরণাতেই তখন জোর কদমে এগিয়ে চলে নারী শিক্ষা বিস্তারের কাজ। নিজের ভীতটাকে মজবুত করার জন্য প্রথমেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন ব্রাম্ভ বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বভার। ১৯১০ সাল থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত ছাব্বিশটা বছর তিনি ছিলেন সেই বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদিকা।

শুধু কলকাতা শহরেই নয়, গ্রাম বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে তখন ছুটে বেড়াচ্ছিলেন অবলাদেবী। ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন নারী শিক্ষা সমিতি নামের স্বাধীন একটা সংগঠনের। শুধু কমবয়েসী মেয়েরাই নয়, বয়স্ক মহিলারাও যাতে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েই নিজেদের পরিপূর্ণ নারী হিসেবেই পরিচিত হতে পারেন সেই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সেটাই।

সমাজের দুঃস্থ এবং অসহায় মেয়েদের কথাও তিনি ভেবেছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গেই। তাই ১৯২৫ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বিদ্যাসাগর বাণী ভবনের। সেইসব মেয়েরা যাতে সংক্ষিপ্ত শিক্ষাপর্ব শেষ করে জীবিকার উপায়টুকুও খুঁজে পান সে জন্য সেইসব প্রতিষ্ঠানে নানান হাতের কাজ শেখাবার ও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু এবং তাঁর সহধর্মিণী লেডি অবলাবালা বসু সারাজীবন ধরে হেঁটেছেন সমান ও সমান্তরাল পথ ধরেই। তাঁরা সারাজীবন ধরে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে পাশাপাশি ছিলেন বলে দেশের মানুষজন এখন ও তাঁদের স্মরণ করেন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই।

আধার কার্ডের ছবির সঙ্গে এখনকার মুখ মিলছে না, ছবি বদল করবেন কীভাবে?

আধারের নিয়ামক সংস্থা, ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথারিটি অব ইন্ডিয়া বা ইউআইডিএআই (UIDAI) আধার কার্ডের যাবতীয় তথ্য সংশোধন, পরিবর্তন বা আপডেটের সুযোগ দেয়। আধার কার্ডে নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বরের পাশাপাশি ছবিও বদল করা সম্ভব।

কীভাবে আধার কার্ডে ছবি বদল করবেন?

অনলাইন নয়, অফলাইন পদ্ধতিতেই একমাত্র আধার কার্ডে ছবি বদল করা যায়। এর জন্য আধার সেবা কেন্দ্রে যেতে হয়। আধার সেন্টারে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিংয়ের জন্য আপনি অনলাইনে আবেদন করতে পারেন। এর জন্য

- প্রথমে ইউআইডিএআই (UIDAI) অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে আধার
- এনরোলমেন্ট/আপডেট ফর্ম ডাউনলোড করতে হবে।
- এবার ফর্ম প্রিন্ট করুন এবং যাবতীয় তথ্য পূরণ করুন।
- এবার নিকটবর্তী আধার সেবা কেন্দ্রে যান।
- সেখানে গিয়ে ফর্ম জমা দিন।
- এরপরে বায়োমেট্রিক তথ্য় অর্থাৎ ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও আইরিশ ডেটা গ্রহণ নেওয়া হবে।
- এরপরে নতুন ছবি তোলা হবে। এর জন্য নিজেকে কোনও ছবি আনতে হবে না।
- আধার কার্ডে ছবি আপডেটের জন্য ১০০ টাকা ফি জমা দিতে হবে।
- এই প্রক্রিয়া পূরণ হয়ে গেলে, একটি অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপ দেওয়া হবে।
- এই স্লিপে ইউআরএন নম্বর থাকবে। সেই নম্বর দিয়ে আধার কার্ড আপডেট হয়েছে কি না, তা জানা যাবে।
- তথ্য আপডেট হয়ে গেলে, আপনি UIDAI ওয়েবসাইট থেকে নতুন আধার কার্ড ডাউনলোড করে নিতে পারবেন।

ওমদয়াল গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনস-এ আয়োজিত হল ৬৮তম 'জোনাসা'

স্থাপত্যকলার সৃজনশীল মেলবন্ধন

পূর্ব ভারতের স্থাপত্যবিদ্যার শিক্ষার্থীদের মেধা ও সৃজনশীলতার উন্মেষ ঘটিয়ে ওমদয়াল গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনস-এর স্থাপত্য বিভাগে অনুষ্ঠিত হলো ৬৮তম জোনাল নাসা কনভেনশন ,জোনাসা ২০২৫-২৬। 'ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ স্টুডেন্টস অফ আরকিটেকচার' ইন্ডিয়ার এই মর্যাদাপূর্ণ সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ৩৪টি প্রতিষ্ঠানের ৫০০-রও বেশি শিক্ষার্থী ও প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

একজন ব্যাচেলর অফ আর্কিটেকচার শিক্ষার্থীর কাছে 'জোনাসা' কেবল একটি সম্মেলন নয়, বরং একটি 'লাইভ স্টুডিও' পরিবেশ। প্রথাগত শিক্ষার গণ্ডি পেরিয়ে শিক্ষার্থীরা এখানে দলবদ্ধ কাজ, নেতৃত্ব ও আধুনিক স্থাপত্য ভাবনার হাতে-কলমে পাঠ নেওয়ার সুযোগ পান। ৬৮তম বছরে এই কনভেনশনের আয়োজক হিসেবে ওমদয়াল গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনস-এর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ জোনাল প্রেসিডেন্সির দায়িত্বে ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানেরই ছাত্র অনুভব রায় সরকার।

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বেসরকারি স্থাপত্য কলেজ হিসেবে ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত ওমদয়াল গ্রুপ ইতিমধ্যেই আর্কিটেকচার ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জগতে এক নির্ভরযোগ্য নাম। ন্যাক স্বীকৃত এবং ম্যাকাউট অধিভুক্ত এই প্রতিষ্ঠান সৃজনশীল উদ্ভাবনের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।অনুষ্ঠানে ওমদয়াল গ্রুপের ম্যানেজিং ট্রাস্টি শ্রী সাগর আগরওয়াল অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানান এবং ছাত্র আয়োজক কমিটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ক্ষাত কয়েকদিন ধরে আমাদের ক্যাম্পাস মেধা ও সৃজনশীল শক্তির কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছিল। এই কনভেনশন স্থাপত্যকলার প্রদর্শনী ও সহযোগিতার এক অনন্য মঞ্চ হিসেবে কাজ করেছে, যা আমাদের প্রতিষ্ঠানের মূল্যবোধেরই প্রতিচ্ছবি।দ স্থাপত্যের ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মেলবন্ধনে এই সম্মেলনটি শিক্ষার্থীদের পেশাগত জীবনে এক নতুন মাত্রা যোগ করল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।